মূল্য ঃ ৭ টাকা

বিশ্ব হিন্দু বার্ত্তা

কৃণ্বন্তো বিশ্বমার্যম্
ॐ
ধর্ম্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ

৩৭তম বর্ষ
*
পৌষ ১৪১৮
*
পঞ্চম সংখ্যা
*
যুগাব্দ ৫১১৩

নবদ্বীপধামে শ্রীহরি সৎসঙ্গ প্রশিক্ষণবর্গে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ

উত্তরবঙ্গের প্রাদেশিক বৈঠকে অধিকারীবৃন্দ
নীচে বাঁকুড়ায় নাগরিক সম্মেলন

সুন্দরবন জেলায় বজরঙ্গ শিক্ষণ বর্গ

বাঁকুড়া জেলায় বজরঙ্গ শিক্ষণ বর্গ

কল্যাণ বাণী

''মৎকর্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জিতঃ।
নির্বৈরঃ সর্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব।। (গীতা ১১/৫৫)

—যিনি আমারই কর্ম করছেন এই বিশ্বাসে সমূহ কর্তব্য করেন এবং আমাতে অনন্যচিত্ত, আমার ভক্ত, আসক্তিশূন্য ও সর্বপ্রাণীর প্রতি শত্রুভাববিহীন, তিনি আমাকে প্রাপ্ত হন।

গীতা-গঙ্গা-গায়ত্রী
সীতা-সিন্ধু-সাবিত্রী।

: সম্পাদকীয় :

ধেনু-হিমালয়-ভারতী
যত্র হি ভারত-সংস্কৃতিঃ।।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির সময় হইতেই হিন্দুদের নিজেদের দেশ ভারতে যাহাতে হিন্দুত্বের প্রসার ঘটিতে না পারে হিন্দুরা নিজেদের ধর্ম ও ঐতিহ্য ভুলিয়া গিয়া যাহাতে পাশ্চাত্য শিক্ষার ভোগবাদী লালসার মোহে নিমজ্জিত থাকে, হিন্দুত্বের রাষ্ট্রীয় বন্ধন যাহাতে শিথিল হইয়া হিন্দুজাতি তমসাচ্ছন্ন হইয়া বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে, সেজন্য বৃটিশ সরকারের ভাবধারার পরম্পরা বহন করিয়া ভারতের কংগ্রেস দলও সুপরিকল্পিতভাবে কাজ করিয়া চলিয়াছে। আজ ৬৫ বৎসর ধরিয়া কংগ্রেস সরকার হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির ঐতিহ্যবাহী ভাবধারাকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিবার জন্য কী না করিয়াছে? হিন্দু ঐতিহ্য রক্ষাকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে গান্ধী হত্যার অছিলায় নিষিদ্ধ করিয়াছিল, গো-হত্যাকে নিষিদ্ধ করে নাই, সাধুসন্তদের নিন্দা ও বিদ্রূপ সমালোচনা করিয়াছে, জরুরী অবস্থার সুযোগে দেশপ্রেমীদের জেলে পুরিয়া অকথ্য নির্য্যাতন চালাইয়াছে, অযোধ্যার রামজন্মভূমিতে ভব্য মন্দির প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করিতেছে, হিন্দুর মন্দিরগুলিতে হিন্দুর প্রদত্ত কোটি কোটি অর্থভাণ্ডার ও জমি লুঠ করিয়া খৃষ্টান ও মুসলমানদের অকাতরে দান করিতেছে, সরকারের দ্বারা গঠিত দেবস্বম্ বোর্ডের সদস্যরা অবাধে লুণ্ঠন চালাইতেছে—ইত্যাদি অসংখ্য হিন্দুবিরোধী কাজ করিয়া চলিয়াছে। অথচ ইহারা নাকি হিন্দু জনসাধারণের প্রতিনিধি!

সর্বোপরি সনাতন ধর্ম ও সংস্কৃতির মূল উৎস যে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য তাহাকেও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সমূহ হইতে নির্বাসন দিয়াছে। লোক দেখানোর জন্য রেডিওতে সংস্কৃত ভাষায় সংবাদপাঠ, সংস্কৃত শিক্ষার প্রতিষ্ঠান তৈরি ইত্যাদি করিলেও সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যকে হিন্দুসমাজে বহুল প্রচার করিবার জন্য চেষ্টা তো করেন নাই, অধিকন্তু সংস্কৃত শিক্ষার জন্য দেশের মধ্যে যে কয়েকটি স্কুল, কলেজ ও টোল ছিল, সেই সব স্থান হইতেও সংস্কৃত শিক্ষা নির্বাসিত হইল! বৃটিশ আমল হইতে লর্ড মেকলে প্রবর্ত্তিত রাষ্ট্রবিরোধী শিক্ষাকেই স্বাধীন ভারতের কংগ্রেস সরকার বজায় রাখিলেন। সংস্কৃতকে Dead Language বলিয়া বৃটিশের পরিকল্পনা মাফিকই ইঁহারা সংস্কৃত ভাষাকে dead Language অর্থাৎ মৃতভাষা করিয়া রাখিলেন। কংগ্রেসের দোসর কম্যুনিষ্টরাও গত ৩৫ বছরের শাসনে পশ্চিমবঙ্গের স্কুল, কলেজ ও টোল হইতে সংস্কৃত শিক্ষার নির্বাসন দিয়া গৌরবান্বিত বোধ করিতেছে। সংস্কৃত ভাষার উপর তাহাদের প্রচণ্ড ক্রোধ তাহাদের এমন নিম্নস্তরে নামাইয়া দিয়াছে যে, তাহারা সরস্বতীবন্দনার মত একটি পবিত্র অনুষ্ঠান পর্যন্ত বয়কট করিয়াছে। বিভিন্ন গ্রামে, শহরে সংস্কৃত শিক্ষার জন্য যে টোলগুলি ছিল, সরকারী অর্থের পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে ও চূড়ান্ত অবহেলায় সেগুলি লুপ্তপ্রায় বা নির্জীব অবস্থায় রহিয়াছে।

যে সংস্কৃত ভাষা সমস্ত ভারতীয় ভাষার জননী, যাহা দেবভাষা, যে ভাষায় শব্দের ভাণ্ডার অফুরন্ত, যাহার ব্যাকরণ বিজ্ঞানসম্মত ও শুদ্ধ, যে ভাষা অতি সুললিত ও সুমধুর, সহজে আয়ত্ব করা যায়, যে ভাষা ও সাহিত্যের মধ্যে হিন্দুদের ধর্ম, সংস্কৃতি সঞ্চিত রহিয়াছে, বিশ্বের সমস্ত ভাষার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এই সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যকে সারা বিশ্বের মনীষীবৃন্দ মর্যাদা ও সম্মান দিয়াছেন, যে ভাষায় ভারতের দুইটি শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারত ও বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, দর্শনসহ বিশাল জ্ঞানভাণ্ডার সঞ্চিত রহিয়াছে, যে ভাষা সুললিত ছন্দমাধুর্যে অলঙ্কৃত—এমন একটি ভাষাকে 'মৃত ভাষার' (dead language) তক্মা লাগাইয়া অবহেলা করিয়া রাখিবার এবং সংস্কৃত ভাষাকে জনশিক্ষা ব্যবস্থা হইতে বাদ দিয়া জনসাধারণকে সংস্কৃত শিক্ষা হইতে বঞ্চিত রাখিবার অধিকার সরকারকে কে দিয়াছে? নির্বচিত সরকারকে জনগণ এরূপ কোন ক্ষমতা

বা অধিকার দেয় নাই। তবে কোন্ অধিকারে গত ৬৫ বৎসর ধরিয়া এই অতিপ্রয়োজনীয় শিক্ষা সরকার প্রবর্ত্তন করেন নাই? যে ভাষা ও সাহিত্যের মধ্যে মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা, ব্যক্তিগত ও সামাজিক চরিত্রগঠনের ব্যবস্থা রহিয়াছে, যে ভাষা একটি প্রজ্ঞাবান্, তেজস্বী, ঈশ্বরমুখী মনুষ্যগোষ্ঠী গঠন করিতে সমর্থ হইয়া তাহাদের রাষ্ট্রভাবনা ও রাষ্ট্রহিতের কার্য্যে উদ্বুদ্ধ করিতে সাহায্য করে, যে ভাষায় বিশ্বপ্রকৃতি ও ঈশ্বরের প্রতি একাত্ম ও অখণ্ড ভাবনার প্রতিষ্ঠা করে—এমন একটি সর্বব্যাপী শ্রেষ্ঠ ভাষা ও সাহিত্যকে সরকারের অবহেলা করা ও অতীত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যত তিনটি প্রজন্মকে উক্ত শিক্ষা হইতে বঞ্চিত করা একটি জাতীয় পাপ। নির্বাচিত সরকারগুলি ও ভারতের জনগণ সেই পাপের বোঝা বহন করিতেছেন। ক্রমাগত পাপবৃদ্ধি হওয়ার ফল ভারতের মত দেশে ফলিতে শুরু করিয়াছে। জাতির মধ্যে দুর্নীতি, হিংসা, দ্বেষ, চরিত্রহীনতা, ধর্মবিমুখতা, স্বার্থপরতা প্রভৃতি তামসিক গুণ প্রকাশ পাইতেছে।

এই জাতীয় পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে ও বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধিশালী করিয়া উপযুক্ত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে সংস্কৃত শিক্ষার প্রসারের জন্য কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকে কতকগুলি বাস্তব পরিকল্পনা অবিলম্বে গ্রহণ করিতে হইবে। এখনই রাজ্যের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্কুলগুলিতে পঞ্চম হইতে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত সংস্কৃতকে অবশ্য পাঠ্য করিতে হইবে। বিভিন্ন গ্রামে ও শহরে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার ব্যাপকতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে লুপ্তপ্রায় টোল (চতুষ্পাঠী) গুলিকে পুনর্জীবিত করিয়া সেখানে সংস্কৃতের বিভিন্ন বিষয় পঠন পাঠনের ব্যবস্থা আগের মত করা হউক। ঐ সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হইতে তৈরী কৃতী ছাত্রছাত্রীদের উপযুক্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হউক। কলিকাতার ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃত কলেজটিকে বিন্দুমাত্র দেরী না করিয়া সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নতি করিয়া কাশীর সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের ধাঁচে পঠন পাঠন ও সংস্কৃতের বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণার ব্যবস্থা করা হউক। কারণ, পশ্চিমবঙ্গে কোন সরকারী সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় নাই। তথ্য-প্রযুক্তি, স্বাস্থ্য, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রেসিডেন্সী কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় হইলে সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় কেন হইবে না? যদি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য আলিয়া, আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পারে, তবে সংখ্যাগুরু হিন্দুদের জন্য সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হইতে বাধা কোথায়? জনসাধারণের মধ্যে সংস্কৃত শিক্ষার প্রসারের উদ্দেশ্যে উপরোক্ত পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করা সরকারের আশু ও অবশ্যকর্ত্তব্য। শ্রীরাম আমাদের সহায় হউন। জয় শ্রীরাম। জয় ভারতমাতা। ❑

থাইল্যাণ্ডের গণেশ উৎসব

কয়েক হাজার বছর পূর্বে থাইল্যাণ্ডের জনগণ ভগবান বুদ্ধের আদর্শ গ্রহণ করেছিল। সেদেশের রাজন্যবর্গ বুদ্ধের ধর্ম প্রচার করে শান্তি ও অহিংসার আদর্শে দেশকে গড়ে তুলেছেন। থাইল্যাণ্ডের জনগণ হিন্দু সংস্কৃতির বিভিন্ন উৎসব পালন করেন। গত পাঁচ বছর ধরে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের যুগ্ম সম্পাদক স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় থাইল্যাণ্ডে গণেশ উৎসবও জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এই বছর শ্রী গণেশ চতুর্থী হতে চতুর্দশী (১-১১ সেপ্টেম্বর) পর্যন্ত থাই ও হিন্দুসমাজের মানুষজন পরস্পর মিলিত হয়ে গণেশ উৎসব ধুমধামের সঙ্গে পালন করেন। ব্যাংকক শহরের ভব্য শিব মন্দিরে অনুষ্ঠিত গণেশ পূজাকে কেন্দ্র করে শহরবাসীদের মধ্যে বিপুল উৎসাহ ও আনন্দ দেখা যায়। দ্বিতীয় উৎসব পালিত হয় ব্যাংকক হতে ১৫০ কিমি. উত্তরে নাপোক শহরের গণেশ মন্দিরে। এই মন্দিরের নাম যথুমান ফরাফী গণেশ মন্দির। এই মন্দিরে রয়েছে বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু গণেশ প্রতিমা যার উচ্চতা ১৫ মিটার এবং প্রস্থ ৯ মিটার। প্রতিমা নির্মাণ করেন থাই সাধু লুঅংগ ফোনে।

গণেশ উৎসবের উদ্বোধন করেন বোধিসত্ব মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা সুশ্রী লুঅংগ সেংগ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত নরবোন নায়োক মন্দিরের শ্রী ফরারাজ কোসোন রংগমন বলেন সকল দেবতাদের মধ্যে প্রথম পূজা করতে হয় শ্রী গণেশকে। তিনি বিশ্বপরিক্রমার নামে পিতা ভগবান শংকর এবং মাতা পার্বতীর চারদিকে পরিক্রমা করে বিশ্ববাসীকে এই বার্তা দিয়ে গেছেন যে নিজ নিজ সংস্কৃতি, সভ্যতা ও পরম্পরার প্রতি সকলের সম্মান করা উচিত। থাইল্যাণ্ডের বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সভাপতি সুশীল সরাফ, সহসভাপতি জামদগ্নি, মহাসচিব সুশীল ধানুকা এবং কোষাধ্যক্ষ প্রদীপ সিংহল শ্রী গণেশের মূর্তিতে মাল্যার্পণ করেন। পণ্ডিত বিজয় নারায়ণ পাণ্ডের নেতৃত্বে একদল বিদ্বান পুরোহিত শ্রী গণেশের পূজা করেন। মদন শুক্ল, ওমপ্রকাশ সিং, লালজী পাণ্ডেয়, কমলত যাদব এবং ছোটক সিং ভক্ত মণ্ডলীকে ভজন সংগীত পরিবেশন করেন।

মা ফলেষু

শ্রী মাণিক লাল পাধা

গীতা বলছেন, 'কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন'—কর্মেই অধিকার, ফলে কখনও নয়। স্বভাবতই একটু চমক লাগবে যে, কাজ করে যাওয়াতেই শুধু অধিকার, অথচ তার ফলে কোনো অধিকার নেই—এ আবার কেমনতর জুলুম! কিন্তু ভগবদ্বাণীর নিগূঢ় তাৎপর্যে কোনো অসঙ্গতি থাকতে পারে না। তিনি বলতে চেয়েছেন, —যা তোমার প্রাপ্য তা হল অধুনা নিষ্পাদ্য পূর্ব-নির্ধারিত কর্ম; তাতেই তোমার অধিকার। কর্মের ফলকামনাই পরবর্তী কর্ম নির্দিষ্ট করে দেয়, যা সম্পন্ন করার জন্য পুনরায় জন্মাতে হয়। বিগত জন্ম এবং ইহজন্মে ইত্যবসরে যেসব ফল কামনা করে ফেলেছ তারই পরিণামে বর্তমান পর্যায়ে সেই ফল গ্রহণ সূত্রে নানা কর্ম করে চলেছ। এই কর্মগুলিই তোমার পাওনা ছিল। তাই এতেই তোমার অধিকার। কিন্তু এই সব কর্মের ফল যদি পুনরায় গ্রহণ কর তা তোমাকে উত্তরোত্তর বন্ধনের পথে, অজ্ঞানের পথে, পুনরাবর্তনের পথে নিয়ে যাবে এবং পরম প্রাপ্তির লক্ষ্য থেকে অনেক পিছিয়ে দেবে। পরেই ভগবান বলছেন, 'কৃপণাঃ ফলহেতবঃ'। অর্থাৎ যারা দীন, হীন তারাই ফলকামনা করে। কিন্তু তোমার তো অভীষ্ট নিঃশ্রেয়স, বারবার যাতায়াত নয়। সুতরাং সেই ফল কামনারূপ অকল্যাণ তোমার প্রাপ্য নয়, তাই তাতে তোমার কোনো অধিকার নেই। ফল আমরা অনধিকারে গ্রহণ করি বলেই শাস্তি পাই—'জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি' রূপ দুঃখ। কিন্তু কেবল কর্ম করে যাওয়া, অথচ তার প্রসূত ফলগ্রহণ না করা—কেমন করে হতে পারে? অনেকে সংশয়-দিগ্ধ কণ্ঠে বলেন নিষ্কামভাবে, নিঃস্বার্থভাবে কর্ম করা সম্ভব নয়। অতঃপর এই প্রসঙ্গে এবং কেমন করে এই সাধন সার্থকভাবে অনুষ্ঠান করা যায় সেই সম্পর্কে স্বামী সারদানন্দের অপূর্ব বাণী উৎকলন করছি।

"পূর্ণভাবে নিঃস্বার্থ হয়ে মানুষ যে কাজ করতে পারে, আমাদের চোখের সামনে পরমহংসদেব ও স্বামী বিবেকানন্দ তা নিজ নিজ জীবনে দেখিয়ে গেছেন। তাঁরা আমাদের মতো শাস্ত্রের ছোবড়া নিয়ে টানাটানি করেন নি। আমাদের জীবনের সঙ্গে শাস্ত্রোপদেশের ঐক্য চাই। তাহলেই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য ঠিক বুঝতে পারা যায়, তা দেখিয়ে গেছেন। কেমন করে শাস্ত্রজ্ঞান জীবনে প্রতিফলিত করতে হয়, তাই শিখিয়ে গেছেন।"

"আমরা যে কাজই করি না কেন, ভগবানের জন্য করছি, নিজের জন্য নয়—এরূপ জেনে করতে হবে। সামান্য রাস্তা ঝাঁট যে দেয়, সে যদি সর্বসাধারণকে ভগবানের অংশ ভেবে তাঁর সেবার জন্য রাস্তা ঝাঁট দিচ্ছি এরূপ চিন্তা করে, তাহলে তার আর এই কর্মে কোন কষ্ট বোধ হয় না।

"শরীর রক্ষার উপযোগী আহার-শয়নাদির সম্বন্ধেও যদি ভাবা যায় যে, আহার-শয়নাদির উদ্দেশ্য শরীর-রক্ষা, শরীর থাকলে তবে ভগবৎ-সাধনা হবে। অতএব আহার-শয়নাদিও ভগবৎ-প্রাপ্তির জন্য করছি, তবে এগুলিও নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠিত হল। সকল কার্যে ওইরূপ করলে কর্মফলের দিকে আর দৃষ্টি থাকে না ও তজ্জনিত সুখ-দুঃখে আমাদিগকে আর আক্রান্ত হতে হয় না। কর্ম এরূপেই বন্ধনের কারণ না হয়ে অনুষ্ঠাতার মুক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।"

(গীতা তত্ত্ব। পৃষ্ঠা ৮১, ১৯১)

নদী সাগরে মিশে সাগরকে প্রাপ্ত হয়। নিষ্কাম সাধকও সর্বসমর্পণের দ্বারা ঈশ্বরে নিলীন হয়ে ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হন। প্রসঙ্গত, স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা থেকে সামান্য উল্লেখ করি—

"এই নিষ্কাম কর্ম অর্থে অনেকে অনেক রকম বুঝিয়া থাকেন। কেহ কেহ বলেন, নিষ্কাম হওয়ার অর্থ—উদ্দেশ্যহীন হওয়া। প্রকৃত নিষ্কাম কর্মী পশুবৎ জড় প্রকৃতি বা হৃদয়শূন্য নহেন। তাঁহার অন্তর এতদূর ভালোবাসায় ও সহানুভূতিতে পরিপূর্ণ যে তিনি সমগ্র জগৎকে প্রেমের সহিত আলিঙ্গন করিতে পারেন। এরূপ প্রেম ও সহানুভূতি লোকে সচরাচর বুঝিতে পারে না।" (৫ম খণ্ড। পৃষ্ঠা ২৫১-৫২)

তাছাড়া অভ্যস্ত পার্থিব প্রেরণায় যে কর্ম করা হয়, তার নগদ ফল সাফল্য বা বৈফল্য কর্মীকে অনুযায়ীভাবে উল্লসিত বা মুহ্যমান করে। কিন্তু গীতোক্ত কর্মযোগীর সর্বদাই সাফল্য। বৈফল্যের কোনও বালাই তাঁর থাকে না, কারণ ফলের সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পর্কই নেই ; সেই কর্মী সর্বতোভাবে জানেন তিনি শুধু পরমাত্মার হাতের যন্ত্র মাত্র। পরমেশ্বরই জীবকে যন্ত্ররূঢ়ের মতো চালিত করছেন—"ভ্রামরণ্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়াণি"; জীব কেবল 'নিমিত্ত মাত্র'। অর্থাৎ, যিনি তত্ত্ববিৎ কর্মযোগী, তিনি জানেন যে, আমি কিছুই করি না—"নৈব কিঞ্চিৎ করো মীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ"। তিনি জানেন কর্ম পরমাত্মার, ফলের মালিকও তিনিই,

সাফল্য-বৈফল্য যা-ই ঘটুক, তাও তাঁরই অভিলষিত এবং নির্ধারিত। সুতরাং কেবল তাঁর কর্মের নিরঙ্কুশ সাধিত্র হতে পারাটাই হল কর্মযোগীর পরম সাফল্য। তাই নিষ্কাম কর্মযোগীর কৃত যে কোন কর্মেই তাঁর অন্তর্নিহিত শক্তি-সামর্থ্যের পূর্ণতম প্রয়োগ সম্ভব হয়, কারণ কর্তৃত্বাভিমানী কর্মীর সাফল্যজনিত উল্লাসে ও বৈফল্যজনিত নৈরাশ্যে—উভয় ক্ষেত্রেই আবেগের অতিশয্য-হেতু শক্তির চূড়ান্ত অপচয় ঘটে; গীতোক্ত কর্মযোগীর তা কিন্তু আদৌ হয় না।

অতঃপর শ্রীভগবানের একটি উদ্দীপনী আশ্বাসন

''তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম সমাচর।

অসক্তো হ্যাচরণ কর্ম পরমাপ্নোতি পুরুষ।।

(শ্রীগীতা-৩/১৯)

—অতএব সর্বদা স্বীয় কর্তব্যকর্মের সমুচিত অনুষ্ঠান করে যাও। নিষ্কামভাবে কর্মানুষ্ঠান করলে অবশ্যই সেই পরমপুরুষকে প্রাপ্ত হবে, অর্থাৎ মোক্ষ লাভ করবে।

এই একই কথা শ্রীরামকৃষ্ণদেবও বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বলেছেন।—

''তুমি যেসব কর্ম করছ, এসব সৎকর্ম। যদি 'আমি কর্তা' এই অহংভাব ত্যাগ করে নিষ্কামভাবে করতে পার তাহলে খুব ভালো। .....নিষ্কাম কর্ম করতে পারলে ঈশ্বরে ভালোবাসা হয়, ক্রমে তাঁর কৃপায় তাঁকে পাওয়া যায়। ঈশ্বরকে দেখা যায়, তাঁর সঙ্গে কথা কওয়া যায়। যেমন আমি তোমার সঙ্গে কথা কচ্ছি।''

(উদ্বোধন কথামৃত। পৃষ্ঠা ৫৯, ৬০)

কর্মের ফল অবধারিত, অর্থাৎ কাজ করলেই তার যা-হোক কিছু ফল হবেই—সাফল্য, বৈফল্য অথবা অপূর্ণতা —সব কথাই ফল। কিন্তু গীতার উপদেশানুসারে আমি কর্মের কোনও ফলাশা বা ফলচিন্তা করব না, কেবল বিধেয় কর্মগুলি যথোচিত করে যাব। স্বামী সারদানন্দ বলেছেন—

কর্মে দোষ নেই—কখনই নেই, কিন্তু দোষ রয়েছে আমাদের ভেতরে। নিজের লাভটাকে কর্মের উদ্দেশ্য করেই আমরা দোষী হয়েছি, আপনার জালে আপনি বাঁধা পড়েছি এবং মুক্ত হবার খেই জনমের মতো হারিয়েছি। নতুবা নিজের লাভের আশাটাকে যদি চিরকালের জন্য বিসর্জন দিয়ে স্বার্থগন্ধহীন কোন মহান উদ্দেশ্যে সামনে রেখে কাজ করে যাই, তাহলে গীতাকার বলেন—

হত্বাপি স ইমাল্লোঁকান্ন হন্তি ন নিবধ্যতে।

নরহত্যার স্রোত বহালেও আমরা খুন হব না বা অপরে আমাদের খুন করলেও আমরা মরব না—এই প্রকার অনুভব হবে।''

(গীতাতত্ত্ব। পৃষ্ঠা ৯৪)

অর্থাৎ মোদ্দা কথা হল—নিষ্কামতা, নিরভিমানতা। সকাম কর্মে স্রেফ স্বার্থসেবা—অহঙ্কারের বহুমুখী পরিচর্যা ছাড়া আর কিছু নেই। এর অবধারিত ফল অজ্ঞান, অধর্ম, পৌনঃপুনিক 'আগমাপায়িতা'।

এমন সমালোচনা আজও শোনা যায় যে, কিছু কিছু বিশেষ ক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর নিজের প্রদত্ত উপদেশের মর্ম নিজেই কার্যতঃ লঙ্ঘন করেছিলেন। আর অর্জুন নাকি ফলাকাঙ্ক্ষাবশতঃই যুদ্ধ করেছিলেন।

স্মর্তব্য যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্বাপরের শেষপাদে এসেছিলেন, আর কলির কাকভোরে চলে গিয়েছিলেন। তাঁকে অবতীর্ণ হতে হয়েছিল 'পরিত্রাণায় সাধূনাম্', 'বিনাশায় দুষ্কৃতাম' এবং 'ধর্মসংস্থাপানার্থায়'—অর্থাৎ নিপীড়িত সাধু ব্যক্তিদের রক্ষার জন্য, দুষ্কৃতীদের বিনাশের জন্য এবং বিমথিত ধর্মকে সম্যকভাবে প্রতিষ্ঠার জন্য। অবশ্য এই মহত্তম অভীষ্ট-সিদ্ধির লক্ষ্যে, পরিস্থিতি ঘটিত অনিবার্য প্রয়োজনে ভগবানকে কিছু কিছু আপাত-নীতিবিরুদ্ধ ও বিসদৃশ কাজও করতে এবং করাতে হয়েছে। কিন্তু একথা আদৌ ভোলা উচিত নয় যে, পূর্ণাবতারের লীলাকলাপ দিব্য, নিগূঢ় উদ্দেশ্যগর্ভ এবং রহস্যময়, যা মানুষী বিচারের সম্পূর্ণ বহির্ভূত। আমরা জীবাত্মা, তিনি পরমাত্মা। আমাদের অভ্যস্ত বাটখারা দিয়ে তাঁকে ওজনের চেষ্টা বাতুলতা। সুতরাং ব্যবহারিক নীতিশাস্ত্রের গতানুগতিক বিচারে তাকে প্রত্যবায়ী চিহ্নিত করা ঘোর প্রমাদ। পুরুষোত্তম লীলা ব্যপদেশে যা কিছু কর্ম করেন, তাতে তাঁর কোনও সংলিপ্তি থাকে না। তিনি তো খোলাখুলিই জানিয়ে দিয়েছেন—'ন মে কর্মাণি লিম্পন্তি, ন মে কর্মফলে স্পৃহা'। তাঁর বিচিত্র ক্রিয়াকলাপের রোমাঞ্চক কৈফিয়ৎ গীতার বহুমন্ত্রে চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছে। স্থানাভাবে এখানে কেবল কয়েকটি অধ্যায় ও মন্ত্রসংখ্যা উল্লেখ করলাম। যথা—৩/২২, ২৩। ৪/১৪। ৭/১৩-১৫, ২৫ এবং ৯/৯। স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রের ভাষ্য প্রসঙ্গে বলেছেন, ''গীতা প্রচারক শ্রীকৃষ্ণ চিরজীবন সেই ভগবদ্গীতার সাকার বিগ্রহরূপে বর্তমান ছিলেন, তিনি অনাসক্তির মহৎ দৃষ্টান্ত ছিলেন। তিনি অনেককে রাজা করিলেন, কিন্তু স্বয়ং সিংহাসনে আরোহন করিলেন না।''

(বাণী ও রচনা ৫ম খণ্ড। পৃষ্ঠা ১৫০)

আর অর্জুনের ফলাকাঙ্ক্ষা? ঐ প্রসঙ্গে ভগবানের দিব্য নির্দেশ পাওয়ার পর এবং বিশেষ করে সেই বাণীর জাজ্বল্য বিগ্রহ স্বরূপ পুরুষোত্তমেরই লোকোত্তর সান্নিধ্যে অর্জুনের

অন্ততঃ, কোনও ফলাকাঙ্ক্ষা থাকতে পারে না।

এবারের এই মহতী লীলায় অর্জুন ছিলেন ভগবানের মুখ্যতম সাধিত্র। কিন্তু সেই মহাসন্ধির উপোদ্ঘাতে অর্জুন হঠাৎ মানসিক অবসাদে ও অনীহায় অকর্মণ্য হয়ে পড়লেন। তাই ভগবান তাঁকে সমাসন্ন কর্তব্য সম্পাদনে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য বিভিন্ন ধর্মী যুক্তির দ্বারা অনুপ্রাণিত করতে লাগলেন। আত্মার অনশ্বরতা, অবধ্যতা থেকে শুরু করে নিষ্কাম কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, রাজযোগ, বিশ্বরূপ প্রদর্শন যোগ, ভক্তিযোগ, আত্মনিবেদন যোগ মায় মোক্ষযোগ পর্যন্ত সবই শোনালেন, দেখালেন, মোক্ষের সরল পথও জানিয়ে দিলেন। পরিশেষে ব্যথিত অর্জুনের সমর্পিত ঘোষণা ধ্বনিত হল—'করিষ্যে বচনং তব'। তখন নিরাকাঙ্ক্ষ অর্জুন ভগবানের হাতের যন্ত্র মাত্র। কিন্তু এই দিব্য প্রবচন মালার ফাঁকে-ফোঁকরে স্থূল বাস্তবধর্মী যুক্তিও ভগবানকে সাজাতে হয়েছে, যেমন শ্লোক ২/২৬-২৮, ৩৩-৩৭ ইত্যাদি, যেগুলো চকিত বিচারে পরমাত্মতত্ত্বের বিপরীত, ফলতঃ স্ববিরোধী বলে প্রতীত হবে। কিন্তু আসলে ব্যাপারটা হল চতুর-চূড়মণি অব্যর্থকর্মা শ্রীকৃষ্ণের অভীষ্ট কার্য নিষ্পাদনের উদ্দেশ্যে নানা বৈকল্পিক যুক্তির অবতারণা করে যেন-তেন-প্রকারেণ বিমূঢ় অর্জুনকে মহাযুদ্ধে প্রবৃত্ত করে তাকে কর্তব্যভ্রংশ থেকে রক্ষা করা এবং স্বীয় আবির্ভাবের উদ্দেশ্যকে সার্থক করা। অতঃপর কর্তব্য যথাযথা নির্বাহ করলে অর্জুন নিজেই সব বুঝবেন, সত্যদর্শন করবেন এবং পরমপুরুষকে সর্বতোভাবে প্রাপ্ত হবেন। সুতরাং গীতায় শ্রীকৃষ্ণার্জুন সংলাপের এবং তাঁদের ব্যবহারিকতার প্রতিটি পর্যায় সঙ্গত এবং স্বাভাবিক।

তাছাড়া মহাভারতের কৃষ্ণচরিত্রের সঙ্গে গীতার কৃষ্ণচরিত্রের বৈলক্ষণ্যের যে অভিযোগ করা হয়, তাও ঠিক নয়। কারণ গীতা মহাভারতেরই যে অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ তা স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী সারদানন্দ, শ্রী অরবিন্দ প্রমুখ মহাপুরুষগণ যুক্তি দিয়ে দেখিয়ে গেছেন। বরং বলা যায়, মহাভারতের অন্যত্র ছড়ানো কৃষ্ণ চরিত্র গীতায় ঘনীভূত সংহত। অথবা গীতায় মর্মীভূত, কৃষ্ণচরিত্র সারা মহাভারতে অনিবার্য স্বাভাবিকতায় বিস্তারিত, বিস্ফারিত, বর্ণময়তায় বিচিত্রিত। সুতরাং ঐসব শটিত অভিযোগগুলি আর না তোলাই ভালো।

আর একটি চটকদার টিপ্পনী শোনা যায় বিপ্লবীদের মরণপণ লড়াইয়ের মধ্যেও নাকি ফলাকাঙ্ক্ষা ছিল। ছিল ফলাসক্তি 'হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং, জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম'। কিন্তু ভারতমাতার বিপ্লবী সন্তানদের জীবনী পর্যালোচনা করলে তাঁদের স্বর্গলাভের বা মর্ত্য-সম্ভোগের কোনও বাসনার নিদর্শন পাওয়া যায় না। কানাই দত্ত, ক্ষুদিরাম বসু, প্রফুল্ল চাকী, সত্যেন বসু প্রমুখ শহীদবর্গ অল্প বয়সেই হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন গীতার মর্ম—আত্মা অবিনশ্বর, শরীর নষ্ট হলেও আত্মা বিনষ্ট হন না। তাই সাফল্য-বৈফল্য নিরপেক্ষভাবে তাঁরা দেশমাতৃকার প্রতি কর্তব্য ব্যপদেশে হাসিমুখে প্রশান্তচিত্তে ফাঁসির দড়ি গলায় পরেছিলেন। উকিলের জেরার উত্তরে ক্ষুদিরাম স্পষ্ট কণ্ঠে বলেছিলেন যে তাঁর ভয়ের কোনও কিছুই নেই, তিনি গীতা খুব ভালোভাবে পড়েছেন। শ্মশানযাত্রার সময় কানাই-এর মরদেহ গীতা আর ফুলের মালায় সাজানো ছিল।

সাগর-পারের প্রথম শহীদ মদনলাল ধিংরার ফাঁসির প্রাককালীন ঘোষণা ছিল।

"আমি হিন্দু। আমি বিশ্বাস করি মাতৃভূমির অসম্মান স্রষ্টার অসম্মান। মাতৃভূমির সেবার দ্বারা সেই অসম্মান দূরীকরণ হিন্দু হিসাবে আমার কর্তব্য। আমি অসহায় ও সঙ্গতিবিহীন ভারতসন্তান। আমি আত্মদান ছাড়া মাতৃভূমির জন্য কী করতে পারি? তাই জননী জন্মভূমির পূজাবেদীমূলে অর্ঘ্যস্বরূপ দিতে চাই আমার এই জীবন।"

চার্চিলের মতো কট্টর ভারতবিরোধী কূটনীতিকও ধিংগরার এই ঘোষণাপত্রকে 'দেশ প্রেমের অতুলনীয় দলিল' বলে অভিনন্দিত করেছিলেন।

ফাঁসির কিছুদিন আগে 'বিবাদী'-র অন্যতম দীনেশ গুপ্ত তাঁর মা ও ভায়েদের সান্ত্বনা দিয়ে চিঠিতে লিখেছিলেন—'আমরা হিন্দু, আমরা জানি যে আমরা মরি না, যা মরে তা আমাদের এই নশ্বর দেহগুলো। আত্মা মৃত্যুহীন, আমি সেই আত্মা।' (আকর ঃ বিশ্ব বিশ্বাস ও কে সি ঘোষ স্বতন্ত্রগ্রন্থ)

চিরস্মরণীয় মহাবীর বাঘাযতীন, চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী এবং নীরেন দাশগুপ্ত প্রমুখ বিপ্লবীদের বাণী, পত্র ও জীবনচর্যাকে মিলিয়ে দেখেও কোনও কামনা বা স্বার্থের ন্যূনতম আঘ্রাণ পাওয়া যায় না; পরন্তু এঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন নিষ্কাম, নির্মোহ এবং 'অভীঃ' মন্ত্রে দীক্ষিত উৎসৃষ্ট-প্রাণ। তাঁরা জন্মভূমি ভারতকে জননীরূপে প্রত্যক্ষ করতেন। তাই সেই ভারতমাতার শৃঙ্খলমোচন ও দুর্গতি নিরসনের জন্য বিদেশী শাসক ও তাদের এদেশী অন্নদাসদের দুর্মদ শক্তির বিরুদ্ধে তাঁদের ক্ষুদ্র চেষ্টা ব্যর্থ হবে জেনেও, সেই চেষ্টাকেই তাঁরা একমাত্র কর্তব্য বলে ধার্য করেছিলেন এবং নির্বিকার আত্মস্থতায় প্রাণ পর্যন্ত উৎসর্গ করেছিলেন। গীতার সাংখ্যযোগ ও কর্মযোগের ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত এর থেকে উজ্জ্বলতর আর

কী হতে পারে?

কৃষ্ণ ভগবানের কী অপূর্ব যুক্তিগর্ভ বিশ্লেষণ! তিনি বললেন, যাঁরা কাম্য কর্মের সঙ্গে নিত্যনৈমিত্তিক বা কর্তব্য কর্ম সবই ঝাড়ে-মূলে বর্জন করে ত্যাগী সাজার পক্ষপাতী, তাদের পথ আদৌ সঠিক নয়। আর ব্যবহারিকতঃও তা কখনও সম্ভব হয় না। তাই ভগবান তীক্ষ্ণতার সঙ্গে বলছেন—

‘‘ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম সর্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুনৈঃ।।

(গীতা ৩/৫)

যেহেতু, ‘‘শরীরযাত্রাপি চ তেন প্রসিধ্যেদকর্মণঃ’’

(গীতা ৩/৮)

অর্থাৎ দৈহিক জীব কখনও ক্ষণকালের জন্যও কর্মবিরহিত থাকতে পারে না। প্রাকৃতিক ত্রিগুণের প্রভাবে সে অবশভাবে কাজ করে যায়। তাছাড়া দেহ যাত্রা নির্বাহের প্রয়োজনে মানুষের এমন কিছু অমোঘ ক্রিয়াকলাপ আছে যা তাকে ইচ্ছা-নিরপেক্ষভাবে করতেই হয়। সুতরাং কর্মত্যাগের গল্প আত্ম-ছলনা। অতঃপর ভগবান ঘোষণা করলেন।

‘‘যস্তু কর্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে’’

(গীতা ১৮/১১)

অর্থাৎ যিনি কর্মফলের বাসনা ত্যাগ করে কর্তব্য করেন তিনিই যথার্থ ত্যাগী। আর এই অনাসক্ত ত্যাগীই মুক্তিলাভ করেন, যা ভগবান ইতিপূর্বেই ঘোষণা করেছেন।

(গীতা ৩/১৯)

কিন্তু এই কর্মফলত্যাগ বা অনাসক্তি তো বেশ ঘোরালো, দুর্লভ বস্তু ; এর প্রাপ্তির কুঞ্চিকা বা চাবিকাঠি কোথায়? এর সংসাধনের কৌশল কী? কৌশল হল ঈশ্বরে সমর্পণ-যোগ —ফলসহ সর্ব কর্ম ঈশ্বরে সমর্পণ—

‘‘ময়ি সর্বাণি কর্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশীর্নির্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ। (৩/৩০)

ঈশ্বরে সর্বকর্ম সমর্পণ করে নিরাকাঙ্খ্য ও মদীয়ত্বশূন্য হয়ে সন্তাপহীন চিত্তে কর্তব্য করে যাওয়া। এমনকী, অনাসক্তভাবে, অহং-মমতা ত্যাগ করে কোনো কর্তব্য নিষ্পাদন ব্যপদেশে, একান্ত প্রয়োজনে ব্যাপক গণহত্যা করলেও তিনি হত্যাকারী বলে গণ্য হবেন না বা তাতে তাঁর কোনো পাপ অর্শাবে না। (গীতা ১৮/১৭)

অবশ্য ভগবান ইতিপূর্বেই তাঁর পরম আশ্বাসন শুনিয়ে রেখেছেন—

‘‘মৎকর্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জিতঃ।
নির্বৈরঃ সর্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব।।

(গীতা ১১/৫৫)

—যিনি আমারই কর্ম করছেন এই বিশ্বাসে সমূহ কর্তব্য করেন এবং আমাতে অনন্যচিত্ত, আমার ভক্ত, আসক্তিশূন্য ও সর্বপ্রাণীর প্রতি শত্রুভাববিহীন, তিনি আমাকে প্রাপ্ত হন।

অতঃপর শ্রী অরবিন্দের একটি সংক্রান্ত বাণী দিয়ে শেষ করি—

সমতা অনাসক্তি, কর্মফলত্যাগ, শ্রীকৃষ্ণে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ, নিষ্কাম কর্ম, গুণাতীত্য ও স্বধর্মসেবাই গীতার মূল তত্ত্ব। এই শিক্ষাকেই ভগবান পরমজ্ঞান ও গূঢ়তম রহস্য বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন। আমাদের বিশ্বাস গীতাই ভাবীধর্মের সর্বজন সম্মত শাস্ত্র হইবে।’’ (গীতার ধর্ম)

বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, কলকাতার পক্ষ থেকে পালিত হল শৌর্য দিবস

গত ৬ই ডিসেম্বর শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড়ে যথাযথ মর্যাদাসহ পালিত হল শৌর্য দিবস। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, কলকাতা মহানগরের উদ্যোগে পালিত এই অনুষ্ঠানে শ্রীরামজন্মভূমি আন্দোলনের তাৎপর্য ও বর্তমান স্থিতি বিষয়ে বক্তব্য রাখেন ব্রহ্মচারী বন্ধুগৌরব মহারাজ, স্বামী আগমনানন্দজী, শ্রী রোহিনীপ্রসাদ প্রামাণিক, হরিনারায়ণ তিওয়ারী, জিতেন্দ্র গুপ্তা, অশোক দুবে, কামতাপ্রসাদ সিং, প্রেমচন্দ প্রসাদ প্রমুখ। মঞ্চ পরিচালনা করেন শ্রী পীতারুণ মুখোপাধ্যায়। ব্যবস্থাপনায় ছিলেন শ্রী রাজেশ জয়সওয়াল ও শ্রী সন্দীপ চৌধুরী। বক্তারা হিন্দু মূল্যবোধগুলি ভেঙে দিয়ে জাতির সর্বনাশ করবার বিধর্মী, বিজাতীয় চক্রান্তগুলি বিষয়ে আলোচনা করেন। আলোচনা হয় NAC প্রস্তাবিত ‘সাম্প্রদায়িক ও লক্ষিত হিংসা বিল’ নিয়েও। অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে শ্রী হনুমান চালীশা গেয়ে শোনান শ্রী বিশ্বজিত দাঁ। বাকিরা গলা মেলান।

স্বামী বিবেকানন্দ—সংগঠকের ভূমিকায়

নীলমণি চক্রবর্ত্তী

১৮৯৩-র ১১ই সেপ্টেম্বর স্বামী বিবেকানন্দ চিকাগো ধর্মমহাসভায় যোগদান করেছিলেন। সেখানে তাঁর বক্তব্য শুধু সেখানকার মানুষদের মুগ্ধ করেনি উপরন্তু সারা বিশ্বই তাঁর সম্বন্ধে জানতে, বুঝতে ও আলোচনা করতে উদগ্রীব হয়ে উঠেছিল।

এ সমস্ত করতে গেলে সর্ব প্রথমেই করতে হয় ব্যক্তির সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ। তারজন্য দরকার হয় Centre বা আশ্রয়স্থল বা ঠিকানা। স্বামীজী সন্ন্যাসী। তাই তাঁর স্থায়ী আশ্রয়স্থল বা Centre-এর কোন দরকার নেই, এইরূপ মানসিকতায় তাঁর কোন বিশ্বাস ছিল না। সারা বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার্থে যেমন Centre গুরুত্ব আছে তেমনি নিজ নিজ দৈনন্দিন জীবনেও নানা বিঘ্নের সৃষ্টি হয় অনুরূপ Centre-এর অভাবে। এটা স্বামীজী হাড়েহাড়ে বুঝেছিলেন। এ সম্বন্ধে সেদিন তাঁর যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল তা স্বামীজীর ভাষায়—''.....হরমোহন দূরবস্থা জানিয়েছেন ......কিছু টাকা এখনও গাঁটে আছে—তাঁকে পাঠিয়ে দেব, ভয় নাই। পত্রপাঠ পাঠিয়ে দিতাম, কিন্তু সন্দেহ হচ্ছে যে আমার টাকা মার গেছে। দ্বিতীয়ত, কোন ঠিকানায় পাঠাব, তা তো জানি না।" [বাণী ও রচনা (৭)—১৪০]

''শুধুমাত্র স্থায়ী আস্তানার দিকে নজর না দেওয়ায় কাজে যেমন বিলম্ব ঘটে তেমনি বাড়ে মানসিক দুশ্চিন্তাও। এর থেকে পরিত্রাণের উপায় হিসাবে স্বামীজী, তাঁর গুরুভ্রাতা স্বামী ব্রহ্মানন্দকে যে কথাগুলো লিখেছিলেন—''একটা Centre—ঠিকানা তাকে (মাষ্টার মশাইকে) করতে করতে বলবে যে ঠিকানা—ঘড়ি ঘড়ি বদলাবে না ও যে ঠিকানায় আমি কলকাতার সমস্ত চিঠিপত্র পাঠিয়ে দেব। [বাণী ও রচনা (৭ম)—১৪০]

এই একটি স্থূল কারণের জন্য স্বামীজী Centre, Centre করে চিৎকার করেন নি। এর পিছনে যেমন আছে নানা কারণ তেমনি আছে স্বামীজীর নানা পরিকল্পনা, নানা চিন্তা-ভাবনা। দুর্ভাগ্যবশতঃ সকল সময়ে তাঁর ওই সমস্ত কর্ম পদ্ধতি ও তৎ সংক্রান্ত চিন্তা-ভাবনা আমরা উপলব্ধি করতে পারতাম না।

এর জন্য স্বামীজীকে এক দিকে দেশে ও বিদেশে প্রাণপাত পরিশ্রম করতে হয়েছিল অপরদিকে তাঁর গুণমুগ্ধ ভক্তদের ও গুরুভ্রাতাদের তাঁর ভবিষ্যত পরিকল্পনা ও সংঘের (Centre) উদ্দেশ্য ও পরিচালনার জন্য বিস্তর কাঠ-খড় পোড়াতে হয়েছিল। কেন স্বামীজী এই Centre সৃষ্টি করার জন্য এত উতলা হয়েছিলেন তা পরিষ্কার ভাবে বোঝা যাবে স্বামীজীর এই কথাগুলোর মধ্যে দিয়ে—''কলকাতায় আর মাদ্রাজে দুটো কেন্দ্র খুলব—এটা হচ্ছে আমার বর্তমান পরিকল্পনা, সেখানে যুবক প্রচারক তৈরি করা হবে....." [৭-এ বাণী ও রচনা (৭) ২৩৯] ''....বহু যুবককে গড়ে তুলতে হবে এবং কোন একটি জেলায় তাদের জনা কয়েককে পাঠিয়ে দিয়ে আমার প্রথম অভিযান শুরু করব.......জনা কয়েক ছেলে ইতিমধ্যেই শিক্ষা পাচ্ছে।" [বাণী ও রচনা (৭) ২৭৪] প্রচারক তৈরির উদ্দেশ্যও স্বামীজী ব্যাখ্যা করেছেন এইভাবে—''শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পদতলে বসে শিক্ষাগ্রহণ করলেই কেবল ভারত উঠতে পারবে। তাঁর জীবন, তাঁর উপদেশ চারিদিকে প্রচার করতে হবে। যেন হিন্দু সমাজের সর্বাংশে প্রতি অণুতে পরমাণুতে এই উপদেশ ব্যাপ্ত হয়ে যায়।" [বাণী ও রচনা (৭) ৩২]

শুধুমাত্র প্রচারক তৈরি করার উদ্দেশ্য নিয়ে স্বামীজী Centre, Centre করে উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন তা কিন্তু নয়। স্বামীজী উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন Centre (সংঘ)-এর গুরুত্ব। ১৮৯৫ সালে আমেরিকা থেকে লিখিত একটি পত্রে স্বামীজী এ বিষয়ে যা বলেছিলেন তা হল—''একটি সংঘের বিশেষ প্রয়োজন—যা হিন্দুদের পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য

করতে ও ভাল ভাবগুলো আদর করতে শেখাবে। বালসুলভ নির্ভরতাই আমাদের জাতীয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। এখন আমি চাই একদল অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত প্রচারক। আমি দেখতে চাই আমার ভাবগুলো যেন কাজে পরিণত হয়।" [বাণী ও রচনা (৭) ৬৮] "হাজার theoretical knowledge থাকুক—হাতে হেতড়ে না করলে কোন বিষয়ে শেখা যায় না। এমন mechineটি খাড়া কর যে আপনি আপনি চলে যায়, যে মরে বা যে বাঁচে। আমাদের ইন্ডিয়ার ঐটি great defect, we can not make a permanent organisation." [বাণী ও রচনা (৮)—২৮]

স্বামীজী শুধু এইটুকু বলেই থেমে থাকেননি, সঙ্গে যুক্ত করলেন আরো একটি অপ্রিয় সত্য যা আজকের দিনে আমাদের কাছে সমভাবে প্রযোজ্য। শুনুন, সেদিন তিনি যে তীব্র কষাঘাতটি করেছিলেন আমাদের চেতনা আনতে—"The reason is because we never like to share power with others and never think of what will come after we are gone." [বাণী ও রচনা (৮)—২৮]

আমাদের জাতীয় চরিত্রের এই সমস্ত দোষ নির্মূল করতে স্বামীজী Organisation গড়তে যেমন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন এটা যেমন সত্য, তেমনি পাশ্চাত্য দেশ পরিভ্রমণ কালে তিনি অনুসন্ধান করতেন সেই সূত্রটি যার দ্বারা ওই সকল দেশ সমৃদ্ধশালী হয়েছে। পাশ্চাত্য দেশের উন্নতির চাবিকাঠি কি, তা স্বামীজী স্বল্প সময়ের মধ্যেই বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন— "সংগঠন ও সংযোগ শক্তিই পাশ্চাত্য জাতিগুলির সাফল্যের হেতু, আর পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস, সহযোগিতা ও সহায়তার দ্বারাই ইহা সম্ভব হইয়া থাকে।" [বাণী ও রচনা (৭ম) ২১]

এই একই কথা স্বামাজী তাঁর গুরুভাইদের বারংবার বলেছেন তাঁদেরকে এই কাজে উদ্বুদ্ধ করবার জন্য। ১৮৯৬ সালে, লন্ডন থেকে স্বামীজী, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে একটি পত্রে সরাসরি বলেছেন—"Organisation is power and the secrect of that is obedience." [বাণী ও রচনা (৭)—২০৫]

"পাঁচজন মিলে কোনও কাজ করা আমাদের স্বভাব আদতেই নয়। এইজন্যই আমাদের দুর্দশা। আমরা সকলেই হাম্‌বড়া, তাতে কোন কাজ হয় না। মহা উদ্যম; মহাসাহস, মহাবীর্য্য; এবং সকলের আগে মহতী আজ্ঞাবহতা—এই সকল গুণ ব্যক্তিগত ও জাতিগত উন্নতির একমাত্র উপায়। এই সকল গুণ আমাদের আদৌ নাই।" [বাণী ও রচনা (৭ম)—১৪৯]

স্বামীজী শুধু সংঘ তৈরি করার ব্যাপারে আমাদের দুর্বলতাগুলো চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন তাই নয় উপরন্তু Organisation চালাতে গেলে কিভাবে "share of power with others" করতে হয় সেই সম্বন্ধেও তিনি তার গুরু ভাইদের সুস্পষ্টভাবে যে নির্দেশগুলো দিয়েছিলেন—"একটা Organised Society চাই। শশী ঘরকন্না দেখুক। সান্ন্যাল টাকা-কড়ি, বাজার পত্রের ভার নিক; শরৎ সেক্রেটারী হোক অর্থাৎ চিঠিপত্র ইত্যাদি লেখা।....এক্ষণে তোমরা কিছু কর দিকি। দেখি যদি একটা মঠ বানাতে পার, তবে বলি বাহাদুর, নইলে ঘোড়ার ডিম।" [বাণী ও রচনা (৭ম)—৭০]

"তোমাদের একটা কি না কাগজ ছাপাবার কথা ছিল, তার কি খবর? সকলের সঙ্গে মিশতে হবে। কাউকে চটাতে হবে না। শশী ঘর ছেড়ে যেতে পারবে না। কালী বিষয় কার্য্য দেখবে আর চিঠিপত্র লিখবে। হয় সারদা, নয় শরৎ, নয় কালী—এদের সকলে একেবারে বাইরে না যায়—একজন যেন মঠে থাকে। কালী তাদের সঙ্গে (ভক্ত) Correspondence রাখবে। একটা খবরের কাগজ তোমাদের edit করতে হবে। যে যেখানে যাবে সেখানেই একটা permanent টোল পাততে হবে। তবে লোক change হতে থাকবে। মাদ্রাজীদের সঙ্গে সর্বদা Correspondence রাখবে ও জায়গায় জায়গায় টোল খোলবার চেষ্টা করবে।" [বাণী ও রচনা (৭ম)—৬]

এত কিছু বলার পরেও আমরা স্বামীজীর নির্দেশ ও পরিকল্পনাগুলোকে সঠিকভাবে অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়েছিলাম। সেই কারণে তাঁর অনেক পরিকল্পনা সুষ্ঠু রূপায়ণে বিলম্ব ঘটত। ফলস্বরূপ স্বামীজী অত্যন্ত বেদনাহত হতেন। শুধু মর্মাহত হতেন না, অনেক সময় গুরুভাইদের উপর রুষ্ট হয়ে অত্যন্ত কর্কশ বাক্য ব্যবহার করতেও তিনি পিছপা হতেন না। তারই সামান্য ইঙ্গিত—"একটা পয়সা আনবার কেউ নেই, একটা প্রচার করবার কেউ নেই, একটা বিষয় রক্ষা করবার বুদ্ধি কারু নেই। এক লাইন লিখবার

ক্ষমতা কারুর নাই সব খামকা মহাপুরুষ। শরৎ যদি কলিকাতা না জাগিয়ে তুলতে পারে, তুমি যদি এই বৎসরের মধ্যে পোস্তা না গাঁথতে পার তো দেখতে পাবে তামাশা। আমি কাজ চাই—no humbug" [বাণী ও রচনা (৮) —৪৩-৪৪]

"মনের মত কাজ পেলে অতি মূর্খও করতে পারে। যে সকল কাজকেই মনের মত করে নিতে পারে সেই বুদ্ধিমান। কোন কাজই ছোট নয়, এ সংসারে যাবতীয় বস্তু বটের বীজের মতো। সর্ষপের মত ক্ষুদ্র দেখালেও অতি বৃহৎ বটগাছ তার মধ্যে। বুদ্ধিমান সেই, যে এটি দেখতে পায় এবং সকল কাজকেই মহৎ করে তোলে।" [বাণী ও রচনা (৭)—২৮৫]

"আমাদের জাতের কোনও ভরসা নাই। কোন একটা স্বাধীন চিন্তা কাহারও মাথায় আসে না—সেই ছেঁড়া কাঁথা, সকলে পড়ে টানাটানি—রামকৃষ্ণ পরমহংস এমন ছিলেন, তেমন ছিলেন, আষাঢ়ে গপ্পি—গপ্পির আর সীমা-সীমান্ত নেই। হরে হরে, বলি একটা কিছু করে দেখাও যে তোমরাও কিছু অসাধারণ—খালি পাগলামি। .... Idea ছড়া গাঁয়ে গাঁয়ে, ঘরে ঘরে যা—তবে যথার্থ কর্ম হবে, নইলে চিৎ হয়ে পড়ে থাকা আর মধ্যে মধ্যে ঘন্টা নাড়া, কেবল রোগ বিশেষ।" [বাণী ও রচনা (৭ম)—৫২]

কর্তব্যে অবহেলার জন্যই হোক বা আজ্ঞাবহতা প্রতিপালনে গড়িমসি করার জন্যই যে স্বামীজী সর্বদা রুষ্ট হয়ে কর্কশ বাক্য ব্যবহার করেছেন তা কিন্তু নয়। এর পিছনেও স্বামীজীর সুদূর প্রসারী চিন্তা ভাবনা ছিল। যা শুনে আমরা শুধু স্তব্ধ হব না উপরন্তু আমাদের কৃত কর্মের জন্য মাথা তার চরণতলে চিরকালের ন্যায় বিকিয়ে দিয়ে তাঁর কাছে বারংবার ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে। এ বিষয়ে স্বামীজীর বক্তব্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য---"আমরা ভারতবাসীরা এত দীর্ঘদিনের জন্য এমনই পরনির্ভরশীল ছিলাম যে, দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, তাদের সক্রিয় করে তুলতে হলে বেশ কিছু কড়া কথার দরকার ছিল। আমার সাহায্য ছাড়াই তারা নিজেরাই দুর্ভিক্ষের সেবার পরিকল্পনা করেছে এবং সাফল্যের সঙ্গে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। তারা নিজের পায়ের উপর দাঁড়িয়েছে। তা দেখে আমি সত্যি খুশি।" [বাণী ও রচনা (৮)—৮৩]

"আগেকার কঠোর চিঠিগুলোতে আমি যা লিখেছি, তাতে কিছু মনে কোরো না। প্রথমত, ওতে তোমার উপকার হবে—এর ফলে তুমি ভবিষ্যতে যথা নিয়মে কেতাদুরস্ত হিসাব রাখতে শিখবে এবং গুরুভাইদেরও এটা শিখিয়ে নেবে। দ্বিতীয়ত, এইসব ভর্ৎসনাতেও যদি তোমরা সাহসী না হও, তাহলে তোমাদের সব আশা ছেড়ে দিতে হবে। সৈন্যের মতো আজ্ঞা পালন করে মরে যাও এবং নির্বাণ লাভ কর কিন্তু কোন প্রকার ভীরুতা চলবে না।" [বাণী ও রচনা (৮)—৫৬]

"চিঠি হারায় কেন? ফাইল হয় না কেন? সকল কাজেই ছেলেমানুষি! ......You need a little business faculty. Now what is want is organisation that requires strict obedience and division of labour. I am determined to make you decent workers thoroughly organised." [বাণী ও রচনা (৭)—১৯৩]

"কালীকে যাইহোক সত্বর পাঠাবে। যদি শরৎ-এর বেলার মতো দেরি হয় তো কাহাকেও আসতে হবে না, ওরকম গড়িমসির কাজ নয়। মহা রজোগুণের কাজ; আমাদের দেশময় খালি তমস্; আমাদের দেশে রজস্ চাই" [বাণী ও রচনা (৭)—২০২]

স্বামীজী তার ভর্ৎসনার পিছনে যে সকল যুক্তি দেখিয়েছেন বা বলেছেন, তা শোনার পর আমাদের যে কারো মনেই আর কোন ক্ষোভ, বিক্ষোভ বা কোন মান অভিমান সবই হৃদয় থেকে ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যাওয়ার কথা। নয় কি?

স্বামীজী সন্ন্যাসী ছিলেন। সন্ন্যাসীর আদর্শ প্রতি ক্ষেত্রে মেনে চলতেন। তিনি জানতেন—"সাধুর রাগ জলের দাগ।" বাস্তবিক পক্ষে, স্বামীজীর কোন রাগ, দ্বেষ, ঈর্ষা তাঁর গুরুভাইদের প্রতি ছিল না, উপরন্তু তাঁর গুরুভাইদের সামান্য সামান্য কাজে যেমন নিরন্তর উৎসাহ দিতেন, তেমনি সর্বসমক্ষে তার পঞ্চমুখে প্রশংসা করতেন। শুনুন তারই দু একটি কথা—(স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দকে)—"তোর কাগজের idea অতি উত্তম বটে এবং উঠে পড়ে লেগে যা, পরোয়া নেই। ৫০০্ টাকা পত্রপাঠ পাঠিয়ে দেব। ভাবনা নাই টাকার জন্য। শশী, শরৎ, কালী সকলে পড়ে (মিলে) লিখতে আরম্ভ কর। ঘরে বসে ভাত খেলে কি হয়? তুই খুব বাহাদুরি করেছিস্। বাহবা, সাবাস্!" [বাণী ও রচনা (৭) —১৭৪]

(শ্রীমকে)—"বইটি সত্যই অপূর্ব। আপনার প্রণালী সম্পূর্ণ মৌলিক। ভাষা অনবদ্য—যেমন সরস ও সতেজ, তেমনি সরল ও সহজ। এই বিরাট কাজ আপনার জন্যই পড়েছিল। তিনি নিশ্চয়ই আপনার সঙ্গে আছেন।" [বাণী ও রচনা (৮)—১১]

(স্বামী অখণ্ডানন্দকে)—"বহরমপুরে যে প্রকার কার্য্য (সারগাছি মহুলা গ্রামে) হইতেছে, তাহা অতীব সুন্দর। ঐ সকল কার্য্যের দ্বারাই জয় হইবে—মতামত কি অন্তর স্পর্শ করে? ঐ যে কাজ অতি অল্প হলেও ওতে বহরমপুর একেবারে কেনা হয়ে গেল—এখন যা বলবে লোকে তাই শুনবে।" [বাণী ও রচনা (৭)—২৮১]

"ঐ রূপ কার্য্যের দ্বারাই জগৎ কিনিতে পারা যায়। সাবাস্ তুমি আমার লক্ষ লক্ষ আলিঙ্গন আর্শীবাদাদি জানিবে। ঐরকম কাজ করলেই আমি মাথায় করে নাচি—ওয়া বাহাদুর!' [বাণী ও রচনা (৭ম)—২৭৩]

"শাঁকচুন্নী (অক্ষয় কুমার সেন, রামকৃষ্ণপুঁথি) কে কেমন দরাজ কণ্ঠে প্রশংসা করেছেন তা একবার শুনুন—"শাঁকচুন্নীর বই এইমাত্র পড়লাম। তাকে আমার লক্ষ-লক্ষাধিক প্রেমালিঙ্গন দেবে। শাঁকচুন্নী একটাও আবোল তাবোল তো লিখে নাই। আমি তার পুঁথি পড়ে যে কি আনন্দ পেয়েছি, তা আর কি বলব। আরে মোর শাঁকচুন্নী তোকে প্রাণ খুলে আশীর্বাদ করছি ভাই। শাঁকচুন্নী is the future apostle for the masses of Bengal." [বাণী ও রচনা (৭ম)—১৭২] কাকে স্বামীজী কতটা তিরস্কার করেছেন বা কাকে কতটা প্রশংসা করেছেন এই সংঘ তৈরির ব্যাপারে এটা তুলে ধরা এই প্রবন্ধের মূল উপজীব্য নয়। এগুলো লিখলাম শুধু এই কারণে যে Centre তৈরি করার ক্ষেত্রে নানা রকম ঘাত-প্রতিঘাত আসে, আসে নানা বাধা-বিঘ্ন, কখনো কখনো বা সৃষ্টি হয় ভুল বোঝাবুঝি বা মত পার্থক্য। সমস্ত ঝক্কি; ঝড়-ঝাপটা স্বামীজীকে একা হাতে সামলাতে হয়েছিল। কখনো বা গুরু ভাইদের কড়া হাতে নির্দ্দেশ দিয়েছেন। এগুলো সবই ধ্রুব সত্য। এগুলো লিখে আমি শুধু একটা কথাই বুঝাতে চাইছি যে স্বামীজী কখনো তাঁর গুরু ভাই বা পরিচিত জনের প্রতি মনিবসুলভ মনোভাব (Boss like attitude) নিয়ে কোন নির্দ্দেশ দেননি। তিনি সকল সময়ে সকল অবস্থাতেই তাদের (গুরুভাই ও ভক্তদের) পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন একজন প্রকৃত friend, philosopher ও guide হিসাবে। এত 'কাঠ-খড়' পোড়ানো সত্ত্বেও একটি Organisation বা Centre-এর অপমৃত্যু কেউ রোধ করতে পারবে না যদি দু একটি বিশেষ বিশেষ দিকের উপর সকলের সর্বদা সুতীক্ষ্ণ নজর না থেকে। ওই দু একটা বিষয়ের ব্যাপারে স্বামীজী সম্যক রূপে ওয়াকিবহাল ছিলেন। ছিলেন বলেই তিনি পইপই করে তাঁর ঘনিষ্ঠজনদের ওই সকল ব্যাপারে সজাগ করে দিতেন। ওই সকল ব্যাপার সম্বন্ধে স্বামীজী—"কারুর উৎসাহ ভঙ্গ করতে নাই। Criticism একেবারে ত্যাগ করবে। যতদূর ভাল বোধহয় সকলকে সাহায্য করবে। যেখানটা ভাল বোধ না হয়, ধীরে ধীরে বুঝিয়ে দেবে। পরস্পরকে Criticise করাই সকল সর্বনাশের মূল। দল ভাঙ্গবার ঐটি মূল মন্ত্র। 'ও কি জানে?' সে কি জানে? তুই আবার কি করবি? আর তার সঙ্গে ঐ একটু মুচকি হাসি, ঐগুলো হচ্ছে ঝগড়া-বিবাদের মূল সূত্র।" [বাণী ও রচনা (৭ম)—১৬৫]

"ভারতে সংঘবদ্ধভাবে আমরা যত কাজ করি তার সব একটা দোষে পণ্ড হয়ে যায়। আমরা এখনো কাজের ধারা ঠিক ঠিক শিখিনি। কাজকে ঠিক ঠিক কাজ বলেই ধরতে হবে—এর ভেতরে বন্ধুত্বের অথবা চক্ষু লজ্জার স্থান নেই। যার উপর ভার থাকবে সে সব টাকাকড়ির অতি পরিষ্কার হিসাব রাখবে; এমনকি যদি কেউ পরমুহূর্তে না খেয়ে মরতে হয়, তবুও "শাকের কড়ি মাছে দেবে না। একেই বলে বৈষয়িক সততা।" [বাণী ও রচনা (৭ম)—২২২]

"কমিটির সই করে নেবে প্রত্যেক খরচের জন্য। নইলে তুমিও বদনাম নেবে আর কি! লোকে টাকা দিলেই একদিন না একদিন হিসাব চায়—এই দস্তুর। প্রতি পদে সেটি তৈয়ারী না থাকা বড়ই অন্যায়। ঐ রকম প্রথমে কুঁড়েমি করতে করতেই লোকে জোচ্চোর হয়।" [বাণী ও রচনা (৮) ৪৩-৪৪] "টাকাকড়ি সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হইবে। হিসাব তন্ন তন্ন রাখিবে ও টাকার জন্য আপনার বাপকেও বিশ্বাস নাই জানবে।" [বাণী ও রচনা (৮)—১২-১৩]

"মঠের ফাণ্ডে যে টাকা আসিবে, তাহার যেন কড়ায়-গণ্ডায় হিসাব থাকে এবং সারদা প্রভৃতি যাহাকে যাহা দেওয়া হইতেছে তাহাদের কাছ থেকে কড়ায়-গণ্ডায় হিসাব লওয়া চাই। হিসাবের অভাবে....আমি যেন জোচ্চোর না বনি।" [ঐ-৮] একটি Organisation দাঁড় করান মুখের কথা

নয়। এই নিমিত্ত স্বামীজীকে কি প্রাণপাত পরিশ্রম করতে হয়েছিল, কত দিকে তাঁর সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হয়েছিল তারই একটু আভাষ এই প্রবন্ধে তুলে ধরার চেষ্টা করলাম।

আমরা সাংসারিক জীব। সন্তানের প্রতি আশা থাকে। টাকা কড়ি, বিষয়-আশয়ের প্রতিও থাকে একরাশ মমতা। স্বামীজী সন্ন্যাসী, তিনি এই সকল বৈষয়িক দিক থেকে মুক্ত ছিলেন ঠিকই তবে তিনি যে রক্তে-মাংসে মনুষ্য দেহে ধরাধামে এসেছিলেন তাতে কোন মিথ্যা নেই। নিজের হাতে গড়ে গিয়েছেন তাঁর Organisation। তাই আমাদের মত না হলেও তাঁর কিছু আশা ছিল তাঁরই এই Organisation কে কেন্দ্র করে। এই সম্বন্ধে স্বামীজীর ওই মূল্যবান কথাগুলো উল্লেখ করে প্রবন্ধটি শেষ করব—"মরবার আগে দেখতে চাই যে, আজীবন কষ্ট করে যা খাড়া করেছি, তা এক-রকম চলছে।" [বাণী ও রচনা (৮)—৪৩]

"আমার জীবনে এই একমাত্র আকাঙ্ক্ষা যে আমি এমন একটা যন্ত্র চালাইয়া যাইব—যাহা প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট উচ্চ উচ্চ ভাব রাশি বহন করিয়া লইয়া যাইবে।" [বাণী ও রচনা (৬ষ্ঠ)—৩০৭] ❑

ঋণ স্বীকার : স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (সুলভ সংস্করণ), উদ্বোধন কার্যালয়, ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম খণ্ড।

আমেরিকার ওহিওতে ষষ্ঠ হিন্দু মন্দির পরিচালকদের সম্মেলন

আমেরিকার সব থেকে বড় রাজ্য ওহিও এর রাজধানী শহর কলম্বাসে গত ২৩শে সেপ্টেম্বর হতে ২৫শে সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হল আমেরিকাস্থিত হিন্দু মন্দির সমূহের পরিচালক মণ্ডলীর সম্মেলন। এই সম্মেলনে প্রায় একশো মন্দির ও হিন্দু সংগঠনের ২৮০র বেশি কার্যকর্ত্তা ও প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন যাদের মধ্যে হাওয়াই, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড হতে আগত প্রতিনিধিরা ছিলেন। সপ্তম সম্মেলন হবে আগামী বছরে কালিফোর্নিয়ার ফ্রেমেন্ট শহরে।

হিন্দু মন্দির পরিচালক সম্মেলনের প্রধান উদ্দেশ্য হল মন্দিরকে কেন্দ্র করে সকল কার্যকর্ত্তাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ও সমন্বয় গড়ে তোলা যাতে সকলে মিলে আমেরিকাস্থিত প্রবাসী হিন্দুদের সকল প্রকার সহযোগ দেওয়া এবং ভারতীয় কৃষ্টি ও পরম্পরানুযায়ী জীবনচর্যা পালনে সকলকে আগ্রহী করে তোলা যায়। এই সম্মেলনের মাধ্যমে প্রবাসী ভারতীয়দের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠবে এবং আমেরিকায় হিন্দু ধর্মের ও হিন্দুত্বের প্রসারও ঘটবে।

ভারতস্থিত আর্য বিদ্যা গুরুকুলমের অধ্যক্ষ স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সম্মেলনকে সম্বোধিত করে বলেন হিন্দুদের উপর আসা নানারকম আঘাত ও চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে হলে প্রয়োজন সমস্ত হিন্দু মন্দিরের ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস। এই সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলিকে কার্যান্বিত করার জন্য হিন্দু মন্দির পরিচালগণকে যত্নবান হতে হবে। আর্যবিদ্যা গুরুকুলমের সাধ্বী চৈতন্য 'কর্ম ও ভক্ত হিসাবে মন্দিরের প্রতি দায়িত্ব' সম্পর্কে মনোজ্ঞ প্রবচন দেন। তিনি বলেন কর্মই ব্রহ্ম। কোনও কাজ ছোট নয়। সত্যনিষ্ঠ কর্মই ব্রহ্ম। কোন কাজ ছোট নয়। সৎ কর্মনিষ্ঠা সহকারে করলে ঈশ্বর লাভ হয়। হিন্দুত্বের উপর গভীর আস্থা রেখে আমাদের এমন এমন কাজ করতে হবে যাতে হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক এবং অন্য সম্প্রদায়ের মানুষদের সঙ্গেও আত্মীয়তা গভীর হয় অর্থাৎ বসুধৈব কুটুম্বকমের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হয়।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের আন্তর্জাতিক সভাপতি শ্রী অশোক সিংহল বিশ্বের হিন্দুদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ায় আহ্বান জানান। তিনি বলেন, অনেক দেশে হিন্দুদের উপর যে প্রবল আঘাত ও চ্যালেঞ্জ আসছে তার মোকাবিলা করার জন্য হিন্দুদের সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। কেবল সুন্দর ও মহৎ আদর্শ দিয়ে হিন্দুত্বের প্রতিষ্ঠা হবে না। সংগঠিত হিন্দু শক্তি হিন্দুত্বের রক্ষা করতে পারে।

তিনদিনের সম্মেলনে অনেক বিষয়ের উপর আলোচনা হয়। যেমন মন্দির এবং ভবিষ্যত সনাতন ধর্মের দীপশিখা প্রজ্বলিত করার জন্য যুবশক্তি গড়ে তোলা, ভারতে জাতীয় ঐক্য গড়ার পথে প্রতিবন্ধকতা, বিশ্বে হিন্দুদের উপর নির্যাতন ও তার প্রতিকার, মন্দিরগুলিতে পরম্পরাগত পদ্ধতি অনুসারে পূজনের ব্যবস্থা চালু, মন্দিরগুলি পরিচালনায় যুবকদের আগ্রহী করা, হিন্দু ঐক্যের জন্য মেলা-উৎসব ও সার্বজনীন অনুষ্ঠানাদির আয়োজন করা, এবং বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে ২০১৪ সালে যে বিশ্ব হিন্দু সম্মেলন হবে তাতে সকলের সহযোগিতা।

মহাভারতী কথা

পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসের প্রস্তুতি—দেবী দুর্গার বরদান

সংকলন ও সম্পাদনা ঃ **সাধনানন্দ মিশ্র**

পাণ্ডবদের বনবাসের কাল শেষ হয়েছে। এবার এক বছর অজ্ঞাতবাসে তাঁদের থাকতে হবে। দুর্য্যোধন যদি অজ্ঞাতবাসে তাঁদের পরিচয় জানতে পারে, তবে আরও দ্বাদশ বৎসর বনবাস ও এক বছর অজ্ঞাতবাসের শাস্তি পেতে হবে—এইরূপ শর্তই কৌরবদের সঙ্গে বনবাসের পূর্বে হয়েছিল। সেই শর্ত স্বীকার করে পাণ্ডবরা ১২ বছর বনবাসে থেকে অনেক কষ্ট ও দুঃখ সহ্য করেছেন। এই বনবাসকালের মধ্যে তাঁদের কৃষ্ণের সঙ্গে দেখা হয়েছে, মহর্ষি মার্কণ্ডেয়ের নিকট থেকে বহু ধর্মকথা ও প্রাচীন কাহিনী শুনেছেন। নল-দময়ন্তী, সাবিত্রী-সত্যবানের অপূর্ব কাহিনী শুনেছেন। অর্জুন তপস্যা করে শিবের বরলাভ করে ইন্দ্রের কাছে স্বর্গে গিয়ে বহু অস্ত্রলাভ করেছেন। পাণ্ডবেরা লোমশ মুনির সঙ্গে সারা ভারতের বিভিন্ন বিখ্যাত তীর্থসমূহ পরিভ্রমণ করেছেন। তীর্থের ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত বহু ঘটনা লোমশমুনির কাছ থেকে তাঁরা শুনেছেন। শেষে বকরূপী ধর্মের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে যুধিষ্ঠির তাঁর সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়ায় ধর্ম পাণ্ডবভ্রাতাদের জীবিত করে বর দিয়ে বলেছেন—'তোমাদের অজ্ঞাতবাসের কালে কেউ তোমাদের চিনতে পারবে না। তোমরা নির্ভয়ে অজ্ঞাতবাসে বিচরণ করতে পারবে, ইচ্ছামত রূপ ধারণ করে বিরাট নগরে অজ্ঞাতবাসে থাকবে।'

বনবাস থেকে বেরিয়ে পঞ্চপাণ্ডব ধনুর্বাণ হাতে দ্রৌপদী ও পুরোহিত ধৌম্যকে সঙ্গে নিয়ে কিছুদূরে গিয়ে তাঁদের ইতিকর্ত্তব্য সম্পর্কে মন্ত্রণা করতে বসলেন। যুধিষ্ঠির বললেন, এই শেষ বৎসরটি আমাদের আরও অত্যন্ত দুঃখে ও কষ্টে সাবধানে কাটাতে হবে। কেউ যেন ঘুণাক্ষরে আমাদের পরিচয় জানতে না পারে। যুধিষ্ঠির অর্জুনকে বললেন, তুমি এমন একটি দেশের নাম বল যেখানে আমরা অজ্ঞাতভাবে বাস করতে পারবো। অর্জুন বললেন, বকরূপী ধর্ম আমাদের যে বর দিয়েছেন, তাতে আমাদের কোন ভয়ের কারণ নেই, তবুও আমি কয়েকটি দেশের নাম বলছি। কুরুরাজ্যের চারিদিকে বহু রমণীয় দেশ রয়েছে, যেমন পাঞ্চাল, চেদি, মৎস্য, শূরসেন, দশার্ন, সুরাষ্ট্র, অবন্তী প্রভৃতি দেশ। এর মধ্যে কোন্‌টি আপনি পছন্দ করেন? যুধিষ্ঠির বললেন, মৎস্যদেশের রাজা বিরাট ধর্মশীল, বলবান, দানশীল ও বৃদ্ধ, তিনি আমাদের রক্ষা করতে পারবেন, আমরা এক বছর বিরাট নগরে তাঁর কর্মচারী হয়ে থাকবো। অর্জুন বললেন, আপনি ধীরস্বভাব, বদান্য, লজ্জাশীল, ধার্মিক ও সত্যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, আপনি বিরাট রাজ্যে পরগৃহে কী কাজ করবেন?

যুধিষ্ঠির বললেন, বিরাট রাজ দ্যুতপ্রিয়, আমি 'কঙ্ক' নাম নিয়ে ব্রাহ্মণরূপে তাঁর সভাসদ হবো, বিভিন্ন মণিমানিক্যখচিত পাশা, কালো ও লাল রংয়ের গুটিকা নিয়ে পাশা খেলে রাজা ও তাঁর মন্ত্রীদের মনোরঞ্জন করবো। তিনি জিজ্ঞাসা করলে বলবো যে, এর পূর্বে আমি রাজা যুধিষ্ঠিরের প্রাণপ্রিয় সখা ছিলাম। ভীমকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কোন্ কাজ করবে? ভীম বললেন, আমি 'বল্লব' নাম নিয়ে বিরাটরাজের রন্ধনশালার অধ্যক্ষ হবো। রন্ধনের কাজে আমার দক্ষতা দেখিয়ে তাঁর ভালো ভালো পাচকদের আমি পরাজিত করবো। তা ছাড়াও আমি প্রচুর কাঠ বহন করে আনবো, প্রয়োজন হলে হস্তী ও বৃষকে আমি দমন করবো, কেউ আমার সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করতে চাইলে তাকে প্রহারের দ্বারা ভূমিতে ফেলে দেবো, বধ করবো না। কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলবো, আমি রাজা যুধিষ্ঠিরের হস্তী ও বৃষ দমন করতাম, তাঁর সূপকার (পাচক) ও মল্ল ছিলাম। যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নের উত্তরে এবার অর্জুন বললেন, আমি 'বৃহন্নলা' নাম নিয়ে নপুংসক সেজে যাব, হাতের ধনুর্বাণ ঘর্ষণের চিহ্ন আমি বালা দিয়ে ঢেকে রাখবো, কানে কুণ্ডল, হাতে শাঁখা পরবো, কেশে বেণী বাঁধবো এবং রাজভবনের স্ত্রীদের নাচ-গান শেখাবো। কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলবো, আমি দ্রৌপদীর পরিচারিকা ছিলাম। নকুল বললেন, আমি অশ্বরক্ষা ও চিকিৎসায় দক্ষ, আমি 'গ্রন্থিক' নাম নিয়ে বিরাটরাজার অশ্বরক্ষক হবো। পরিচয় দিতে গেলে বলবো পূর্বে আমি রাজা যুধিষ্ঠিরের অশ্বরক্ষক ছিলাম। সহদেব বললেন, আমি 'তন্তিপাল' নাম নিয়ে বিরাট রাজার গাভীদের তত্ত্বাবধান করবো, আমি গরুর চিকিৎসা জানি, দোহন পদ্ধতি ও পরীক্ষা জানি, সুলক্ষণ বৃষ ও সুলক্ষণা গাভীও চিনতে পারি।

যুধিষ্ঠির এবার বললেন, আমাদের ভার্য্যা দ্রৌপদী আমাদের প্রাণের চেয়েও প্রিয়, মাতার ন্যায় পালনীয়া, জ্যেষ্ঠা ভগিনীর ন্যায় মাননীয়া। উনি সেখানে কী কাজ করবেন? ইনি সুকুমারী, অভিমানিনী, জন্মাবধি মাল্য, গন্ধ ও বিভিন্ন বেশভূষায় অভ্যস্ত। দ্রৌপদী বললেন, যে নারী স্বাধীনভাবে পরগৃহে দাসীর কর্ম করে তাকে 'সৈরিন্ধ্রী' বলা হয়। কেশসংস্কারে নিপুণ সৈরিন্ধ্রীর রূপে আমি যাবো, বলবো যে, পূর্বে আমি দ্রৌপদীর পরিচারিকা ছিলাম। রানী সুদেষ্ণা আমাকে নিশ্চয়ই আশ্রয় দেবেন। যুধিষ্ঠির বললেন, তোমার সংকল্প ভালো। মহৎকুলে তোমার জন্ম, তুমি সাধ্বী, পাপকর্ম জানো না। এমনভাবে চলবে, যাতে কেউ কিছু জানতে না পারে।'

মন্ত্রণা শেষ হয়ে গেলে যুধিষ্ঠির পুরোহিত ধৌম্যকে দ্রুপদ রাজার ভবনে গিয়ে সেখানে অগ্নিহোত্র রক্ষা করতে বললেন, তাঁর সঙ্গে দ্রৌপদীর পরিচারিকাদের ও সারথি পাচকদেরও যেতে বললেন। ইন্দ্রসেন সারথিকে রথগুলি নিয়ে দ্বারকায় যেতে বললেন। কেউ পাণ্ডবদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা সকলেই যেন বলেন, পাণ্ডবরা কোথায় গেছেন, তা তাঁরা জানেন না।

ধৌম্যের উপদেশ

ধৌম্য এবার পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসে থাকার সময় আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে কিছু উপদেশ দিলেন। ধৌম্য পাণ্ডবদের বললেন, তোমরা ব্রাহ্মণগণ, সুহৃৎগণ, রথ ও অস্ত্রাদি, অগ্নিরক্ষা বিষয়ে সব ব্যবস্থা করলে। এখন তোমাদের এক বৎসর অজ্ঞাতবাসে থাকতে হবে। লোকব্যবহার বিষয়ে তোমাদের সব জানা আছে, তবুও রাজভবনে কিরূপ আচার-আচরণ করতে হবে, তা আমি বলে দিচ্ছি। —আমি রাজার প্রিয় এই মনে করে রাজার যান, পালঙ্ক, আসন, হস্তী ও রথে আরোহন করবে না। জিজ্ঞাসিত না হলে রাজাকে উপদেশ দেবে না। রাজার পত্নী, যারা অন্তঃপুরে থাকে, এবং যারা রাজার অপ্রিয়, তাদের সঙ্গে মিত্রতা করবে না। যে কোন সামান্য কাজও রাজাকে জানিয়ে করবে। মতামত প্রকাশ করতে হলে রাজার যা প্রিয় ও হিতকর, সেই কথাই বলবে এবং প্রিয় অপেক্ষা হিতকর বাক্যই বলবে। বাক্‌সংযম করে রাজার দক্ষিণ বা বামপার্শ্বে বসবে, রাজার পেছনে রক্ষীদের স্থান। রাজার সম্মুখে কখনও বসবে না। রাজা মিথ্যা কথা বললে তা প্রকাশ করবে না। নিজে বীর বা বুদ্ধিমান্ বলে গর্ব করবে না, রাজার প্রিয়কার্য করলেই তাঁর প্রিয় হওয়া যায়। রাজার কাছে নিজের ওষ্ঠ, হস্ত বা জানু সঞ্চালন করবে না, উচ্চৈ-স্বরে কথা বলবে না, নিঃশব্দে বায়ু ও নিষ্ঠীবন ত্যাগ করবে। কৌতুকপূর্ণ কোন আলোচনা হলে উন্মত্তের মতো হাসবে না, মৃদুভাবে হাসবে। যিনি লাভে হর্ষ এবং অপমানে দুঃখ না দেখিয়ে অপ্রমত্ত থাকেন, রাজা কোন লঘু বা গুরু কার্য্যের ভার দিলে যিনি বিচলিত হন না, তিনিই রাজভবনে বাস করবার অধিকারী। রাজা যে যান, বস্ত্র, অলংকারাদি দান করেন, তা নিত্য ব্যবহার করলে রাজার প্রিয় হওয়া যায়। বৎস যুধিষ্ঠির, তোমরা এইভাবে এক বৎসর কাল যাপন কর।

যুধিষ্ঠির বললেন, আপনি আজ যে মহৎ উপদেশ দিলেন, তা মাতা কুন্তী ও বিদুর ছাড়া আর কেউ দিতে পারেন না। এর পর ধৌম্য পাণ্ডবদের সমৃদ্ধি কামনা করে মন্ত্রপাঠ করে অগ্নিতে আহুতি দিলেন। হোমাগ্নি ও ব্রাহ্মণদের প্রদক্ষিণ করে পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদী অজ্ঞাতবাসে চলে গেলেন। যমুনার দক্ষিণ তীর দিয়ে তাঁরা বিরাটনগরের উদ্দেশ্যে চলেছেন। তাঁরা পার হয়ে গেলেন দুর্গম পর্বত ও অরণ্যসঙ্কুল প্রদেশসমূহ, তাঁরা পেরিয়ে গেলেন দশার্ন, পাঞ্চাল, শূরসেন প্রভৃতি দেশ। দিনের পর দিন চলতে চলতে তাঁদের গাত্রবর্ণ মলিন হয়েছে, মুখমণ্ডলে শ্মশ্রু, হস্তে ধনু ও কটিতে খড়্গ নিয়ে চলেছেন। পথে কেউ পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে বলছেন, আমরা ব্যাধ। বিরাট রাজ্যের রাজধানীর কাছাকাছি এসে দ্রৌপদী পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে পড়াতে যুধিষ্ঠিরের আদেশে অর্জুন দ্রৌপদীকে স্কন্ধে বহন করে নিয়ে চললেন। রাজধানীতে পৌঁছে যুধিষ্ঠির বললেন, আমরা সশস্ত্র হয়ে নগরে প্রবেশ করলে সকলের সন্দেহ হবে, অর্জুনের গাণ্ডীব ধনু অনেকেই জানে, সেজন্য আমাদের পরিচয় তাহলে গোপন থাকবে না। অর্জুন বললেন, ঐ যে দূরে শ্মশানের কাছে পর্বতের উপর একটি বিশাল শমীবৃক্ষ দেখা যাচ্ছে, ঐখানেই আমাদের অস্ত্র লুকিয়ে রাখলে কেউ সন্দেহ করতে পারবে না বা কেউ নিতে সাহস করবে না। তখন তাঁরা তাঁদের ধনু জ্যা থেকে খুলে নিয়ে খড়্গ, তুনীর ও বানগুলি একসঙ্গে বেঁধে রাখলেন। নকুল ঐ শমীবৃক্ষে উঠে একটি বড় শাখায় অস্ত্রগুলি এমনভাবে বেঁধে রাখলেন যাতে বৃষ্টির জলে নষ্ট না হয়ে যায়। নকুল একটি বৃদ্ধার মৃতদেহ সেই বৃক্ষে বেঁধে দিলেন, যাতে সেই শবের দুর্গন্ধে কেউ তার কাছে যেতে না পারে। যে সব গোপাল ও মেষপাল কাছাকাছি ছিল, তাদের প্রশ্নের উত্তরে বললেন, এটি আমাদের মাতার মৃতদেহ, গাছে বেঁধে রাখাই আমাদের কুলধর্ম। যুধিষ্ঠির নিজেদের পাঁচটি গুপ্ত নাম রাখলেন—জয়, জয়ন্ত, বিজয়,

জয়সেন, জয়দ্বল। তারপর সকলেই বিরাট নগরে প্রবেশ করে রাজসভার দিকে চললেন।

যুধিষ্ঠিরের দুর্গাস্তব ও দেবীর বরদান

বিরাটনগরে প্রবেশের পূর্বে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির মনে মনে দুর্গার স্তব করলেন। হে অসুরবিনাশিনী, ভগবতী, বরদে! আপনাকে নমস্কার। আপনি ব্রহ্মচর্যস্বরূপা, বাসুদেবের ভগিনী, কংসধ্বংসকারিণী, আপনি দিব্যমাল্যাম্বরধারিণী। সুতীক্ষ্ণ খড়্গ—খেটকধারিনী! আপনাকে নমস্কার!' পাণ্ডবভ্রাতারা সকলে একসঙ্গে দুর্গাদেবীর স্তব করলেন, 'হে ত্রিদশেশ্বরি। দেবতাগণ নিরন্তর আপনার স্তব করেন, ত্রিলোক রক্ষা করবার জন্য আপনি আবির্ভূত হন, আপনি সংগ্রামে বিজয়প্রদা! আমাদের প্রতি এখন প্রসন্ন হোন! কৃপা করে সংগ্রামে বিজয় দান করুন! আপনার পূজা করলে মানুষের বন্ধন, মোহ, পুত্রনাশ, ধর্মক্ষয়, রোগ, মৃত্যু ও ভয় কিছুই থাকে না। এখন আমরা আপনার শরণাগত, আপনাকে প্রণাম করি! আপনি আমাদের রক্ষা করুন।'

পাণ্ডবদের স্তবে তুষ্ট হয়ে দেবী দুর্গা তাঁদের সম্মুখে নিজেকে প্রকাশ করে বললেন, 'হে রাজা যুধিষ্ঠির! আমার প্রসাদে শীঘ্রকাল মধ্যে তোমাদের সংগ্রামে বিজয়লাভ হবে। সমগ্র কৌরববাহিনীকে তুমি সংগ্রামে পরাজিত করে ভ্রাতাদের সঙ্গে নিষ্কণ্টক রাজ্য ভোগ করবে। হে ধর্মরাজ! যে সকল নিষ্পাপ ব্যক্তিরা আমার নাম সঙ্কীর্তন করে, আমি প্রসন্ন হয়ে তাদের রাজ্য, আয়ু, অপূর্ব দেহ ও পুত্র প্রদান করি। যারা প্রবাসে, নগরে, শত্রু সঙ্কটে, সংগ্রামে, গহন অরণ্যে, পর্বত সাগর প্রভৃতি দুর্গম স্থানে বিপদাপন্ন হয়ে আমাকে স্মরণ করে, তাদের কিছুই দুর্লভ থাকে না। যারা ভক্তিপূর্বক এই স্তোত্র শ্রবণ বা পাঠ করে, তাদের সকল কাজই সিদ্ধ হয়। হে পাণ্ডবগণ! আমি প্রসন্ন হয়ে বলছি, তোমরা বিরাট নগরে অবস্থান করলে, সেখানকার লোক ও কৌরবেরা কেউ তোমাদের চিনতে বা জানতে পারবে না।" এই কথা বলে পাণ্ডবগণকে সুরক্ষার ব্যবস্থা করে দেবী দুর্গা অন্তর্হিত হলেন। ❑

নিউজিল্যাণ্ডে দীপাবলী উৎসব

দীপাবলী ভারতীয় সংস্কৃতি ও পরম্পরার এক বৈশিষ্ট্যময় উৎসব। অন্ধকার হতে আলোর পথে, অসৎ হতে সত্যের পথে, অধর্ম হতে ধর্মের পথে, মৃত্যু হতে অমৃতের পথের দিশারি এই উৎসব এখন ভারতের বাইরে বহু দেশে সাড়ম্বরে পালিত হয়। নিউজিল্যান্ডবাসী ভারতীয়, নেপাল ও ফিজি বংশোদ্ভুতগণ ঐ দেশের রোটারিয়া শহরে পালন করলেন দীপাবলী উৎসব। উৎসবের উদ্বোধন করেন পুলিশ নেশনল হেডকোয়ার্টরসের অধীক্ষক ওয়েলস হোমহা। অনুষ্ঠানে রোটারিয়া ট্রাস্টের অধ্যক্ষ গ্রাহাম হল, ইন্ডিয়ান নিউজ লিঙ্কের সম্পাদক ভেঙ্কটরমন, শাসকীয় দলের বিধায়ক টোড মেকলে, লেবার পার্টির সাংসদ চৈডউইক, হিন্দু সমাজের প্রতিনিধি ডা. রাজেন্দ্র প্রসাদ প্রমুখ গণ্যমাণ্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। ওয়েলস হোমহা ভারতীয় সংস্কৃতির বিশ্বজনীনতা, সর্বধর্ম সমভাব, বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ, এবং বসুধৈব কুটুম্বকমের আদর্শের প্রশংসা করে বলেন বিশ্বশান্তি স্থাপনের জন্য এইগুলি অত্যন্ত প্রয়োজন। তিনি অনেক ভারতীয় মহিলার উদাহরণ দিয়ে বলেন যে তাঁরা এক বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দিতে পারেন। এই প্রথম রোটরুয়ার নেপালী, মালয়ালী এবং নিউজিল্যাণ্ডের বডগা সম্প্রদায়ের মানুষেরা ভারতীয়দের সঙ্গে মিলিত হয়ে দীপাবলী পালন করলেন। প্রত্যেক বছরই দীপাবলী উৎসবে বহু সংগঠন সহভাগী হওয়ায় সম্প্রদায়গত সদ্ভাব ও সৌহার্দ্য মজবুত হচ্ছে। রোটোরিয়াবাসী হিন্দু ও মাওরী সংস্কৃতির সুন্দর তালমেল ঘটছে। মালয়েশিয়ার হিন্দু সঙ্গমের দুজন প্রতিনিধিও এই অনুষ্ঠানে যোগ দেন। কলাকুশলীগণ সঙ্গীত পরিবেশন করে উৎসবকে প্রাণবন্ত করে তোলেন। তরুণ লেখকদের মধ্যে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা হয়। প্রতিযোগিতার প্রথম স্থানাধিকারীকে স্থানীয় এ. এন. জেড ব্যাংকের সৌজন্যে ২৫০ মার্কিন ডলার পুরস্কার দেওয়া হয়। উল্লেখ্য গত ১২ই সেপ্টেম্বর হিন্দু সংস্কৃতির উপর একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করে নিউজীল্যাণ্ডের হিন্দু কাউন্সিল।

থাইল্যাণ্ডে বৌদ্ধধর্মই রাজধর্ম

থাইল্যাণ্ডে এখনও বৌদ্ধধর্মই রাজধর্ম হিসেবে মানা হয়। সেখানে বৈদিক আচার আচরণ প্রচলিত ছিল। পরবর্তীকালে বৌদ্ধ সংস্কৃতি তার জায়গা করে নেয়। থাইল্যাণ্ডে প্রচুর শিব, বিষ্ণু ইত্যাদি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এখনও বৈদিক আচার আচরণ পালন করে আসছেন। থাইল্যাণ্ডের রাজধানী ব্যাঙ্ককে বহু মন্দিরে হিন্দু দেবদেবীর পূজা আরাধনা চলে আসছে।

With Best Compliments From :

emami

EMAMI PAPER MILLS LIMITED

AN ISO 9001 : ISO14001 : OHSAS 18001 CERTIFIED COMPANY

Manufacturers of

High Quality White and Pink Newsprint

S.S. Maplitho, Writing & Printing, Ledger and Duplicating Paper

Registered Office :

687, Anandpur, E.M. Byepass, 4th Floor, Kolkata-700107 (West Bengal)
Phone : 6613-6264, Fax : (033) 6613-6400
E-mail : emamipaper@emamipaper.in
Website : www.emamipaper.in

UNIT GULMOHAR

R. N. Tagore Road
Alambazar, Dakshineswar
Kolkata-700035 (West Bengal)
Phone : 2564-5412/5245/6540 9610-11
Fax : (033) 2564-6926
E-mail : gulmohar@emamipaper.in

UNIT BALASORE

Vill-Balgopalpur
P.O.-Rasulpur
Dist-Balasore (Orissa)-756020
Phone : (06782) 275-723/779
Fax : (06782) 275-778
E-mail : balasore@emamipaper.in

প্রাতঃস্মরণীয়া পঞ্চনারী

ডঃ স্বস্তিকা দত্ত

মন্দোদরী

ত্রিলোকজয়ী ত্রিভুবনে ত্রাস সঞ্চারকারী রাবণের প্রধানা মহিষী মন্দোদরী। উত্তরকাণ্ডে আমরা মন্দোদরীর জন্মপরিচয় জানতে পারি। মন্দোদরী দানবরাজ ময়ের কন্যা। মাতা হেমা ছিলেন স্বর্গের অপ্সরা। তাঁর দুই ভ্রাতার নাম ছিল মায়াবী ও দুন্দুভি। মৃগয়াকালে রাবণ বনে ময়ের সাক্ষাৎলাভ করেন। ময়ের ইচ্ছানুসারে অগ্নিসাক্ষী করে রাবণ মন্দোদরীর পাণি গ্রহণ করেন। এই মন্দোদরী ইন্দ্রজয়ী মেঘনাদের মাতা।

রাবণের মৃত্যুর পর মন্দোদরীর বিলাপের মধ্যেই আমরা তাঁর যা-কিছু পরিচয় পাই। মহাকবি অন্যত্র কিছু মন্তব্য করেননি। এই স্বল্পাবকাশেই চরিত্রটি স্বাতন্ত্র্যবোধে, মর্যাদাবোধে, ধর্মপরায়ণতায় ও বিচারবুদ্ধিতে একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্তরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। আমরা রাবণমহিষী মন্দোদরীর প্রথম উল্লেখ পাই সুন্দরকাণ্ডের দশম সর্গে যেখানে কপিবর হনুমান সীতা অন্বেষণে ব্যাপৃত। তিনি রাবণের শয্যাপার্শ্বে এক অপরূপা লাবণ্যসম্পন্না নারী দেখে তাঁকে সীতা বলে ধরে নিয়েছিলেন। হনুমানের পক্ষে রাবণের অন্তঃপুরে অসংখ্য নারীর মধ্যে মন্দোদরীকে সীতা বলে কল্পনা করায় মন্দোদরী যে শ্রেষ্ঠা সুন্দরী ছিলেন সে সম্বন্ধে সন্ধেহের কোন অবকাশ নেই। মন্দোদরী স্বয়ং নিজেকে রূপবতী বলে উল্লেখ করেছেন। তবুও রাবণ যে শূর্পনখার নিকট সীতার রূপের বর্ণনা শুনে সীতাকে অধিকতর রমণীয়া মনে করেছেন তা যেন তাঁর ও মন্দোদরীর নিয়তির লীলাকেই সূচিত করে।

নারীত্বের সকল গুণই মন্দোদরীর ছিল। তবুও তিনি অতিলোভী কামপরায়ণ স্বামীকে বেঁধে রাখতে পারেন নি, যিনি সারা জীবন ধরে পাপাচার করেছেন, বহু নারীর চক্ষে অশ্রুবন্যা বইয়েছেন, তাঁর পক্ষে মন্দোদরীর চরিত্র মাধুর্য সম্যক উপলব্ধির অবকাশ ছিল না। সাধ্বী মন্দোদরী স্বামীর অন্যায় কার্য সমর্থন করতেন না। বিপথগামী স্বামীকে তিনি ধর্মপথে আনয়ন করবার জন্য বহু চেষ্টা করেছেন। তিনি সফল হননি। সীতাহরণ যে রাবণের বিনাশ সূচনা তা তিনি বুঝেছিলেন। কারণ রাম যে স্বয়ং বিষ্ণুর অবতার তা তাঁর কার্যকলাপ থেকে তিনি বুঝেছিলেন। সেজন্য পতিপ্রাণা সীতাকে হরণ করে পাপমতি রাবণের নিস্তার নেই বুঝে পতিকে নানাভাবে বুঝিয়েছেন। স্বামীর অন্যায় কার্য সমর্থন না করলেও তিনি একান্ত ভাবে পতিপরায়ণা ছিলেন। সাধ্বী স্ত্রীরূপে তিনি রাবণকে সর্বদা সৎপরামর্শ দিয়েছেন। ধর্মশীলা মন্দোদরীর নিকট ধর্মপরায়ণ দেবর বিভীষণ খুবই শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। একাধিকবার তিনি দেবরের ধর্মপরায়ণতার সপ্রশংস উল্লেখ করেছেন। রাবণ তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিভীষণের অভিপ্রায়কে ভুল বুঝেছেন। মন্দোদরী দেবরের কথার সারবত্তা বুঝেছিলেন ও স্বামীও তাই অণুসরণ করুন এটাই মনে মনে চেয়েছিলেন। স্পষ্টতঃ তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ হয়নি।

যুদ্ধে নিহত স্বামীকে দেখে মন্দোদরী অতি করুণ বিলাপ করতে করতে প্রশ্ন রেখেছেন, ক্রুদ্ধ রাবণকে দেখে দেবরাজ পুরন্দর, মহর্ষি ও গন্ধর্বগণও ভীত হতেন, সেই রাবণ আজ সামান্য মানব রামের হাতে পরাজিত হয়ে ভূশয্যা গ্রহণ করেছেন কেন? কামরূপধারী রাবণ মনুষ্যগণের অগম্য লঙ্কাপুরীতে বিচরণ করতেন, সে-রাবণ অতি সামান্য বনচারী রাম কর্তৃক নিহত হয়েছেন, এ অবিশ্বাস্য। খর-দূষণ বধ ও হনুমানের লঙ্কা আগমনের পর মন্দোদরী বুঝেছিলেন রাম সামান্য মানুষ নন। তখনই মন্দোদরী রাবণকে রামের সঙ্গে সন্ধিস্থাপন করতে বারংবার পরামর্শ দিয়েছেন। কিন্তু রাবণ তাঁর কথায় কর্ণপাত করেননি। অরুন্ধতী সদৃশ সীতার তপস্যাগ্নিতে রাবণ দগ্ধ হন নি কারণ অগ্নি প্রভৃতি দেবগণও রাবণকে ভয় করে চলেন বলে নয়, সীতা চেয়েছিলেন পাপাচারী রাবণকে রঘুকুলপতি রাম যেন বধ করে পাপ রাজত্বের অবসান ঘটান। আর পাপের ফল যথাকালেই রাবণকে পেতে হল। সৎকর্মকারী বিভীষণ সুখী হলেন ও পাপকারী রাবণ দুঃখে পতিত হলেন।

রূপ, কুল অথবা দাক্ষিণ্যে মন্দোদরী অপেক্ষা সীতা কোন অংশে শ্রেষ্ঠা নন তা রাবণ মোহবশতঃ বুঝতে পারেননি। পূর্বে মন্দোদরী বিচিত্র ভূষণে নিজেকে সজ্জিত করে কৈলাস, মন্দর, মরু, চৈত্ররথ প্রভৃতি স্থানে বিমানে ঘুরে বেড়াতেন। এখন সেই একই মন্দোদরী হয়েও তিনি

সে-সকল ভোগ থেকে বঞ্চিত হলেন। দানবরাজ পিতা, রাক্ষসরাজ স্বামী, সুরেন্দ্র বিজয়ী মেঘনাদ পুত্র বলে তিনি পূর্বে গর্ব করতেন, এখন তিনি অনাথার ন্যায় অনন্ত বৎসর ধরে শোক করবেন। পূর্বে রাবণ পতিব্রতা, ধর্মরতা, গুরু সেবায় রতা বহু নারীকে শোকাভিভূত করেছেন। তাঁদের অভিশাপে রাবণের আজ এই দশা।

ত্রিভুবনজয়ী রাবণ মায়ামৃগের সহায়তায় রামকে ও মায়াবাক্যের সাহায্যে লক্ষ্মণকে সরিয়ে যে নারীচৌর্যরূপ ক্ষুদ্রকার্য সম্পন্ন করলেন তাতেই তাঁর কাতরতার প্রকাশ, তাঁর বিনাশের পূর্বলক্ষণ। সত্যবাক্ মহাবাহু বিভীষণ সেই কার্য শুনে দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে বলেছিলেন, রাক্ষসগণের বিনাশ সমুপস্থিত।

মারীচ প্রভৃতি হিতাকাঙ্ক্ষী সুহৃদগণের, বিভীষণ, কুম্ভকর্ণ প্রভৃতি ভ্রাতৃগণের ও মন্দোদরীর পিতার যুক্তিসম্মত বাক্য না শোনার ফলেই রাবণের আজ এই দশা।

এরূপ নানা বিলাপ করতে করতে মন্দোদরী রাবণের বক্ষে পতিত হলেন। সপত্নীগণ মন্দোদরীকে সান্ত্বনা দিতে গেলে তিনি উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করতে লাগলেন। রামের আদেশানুসারে বিভীষণ রাবণের স্ত্রীগণকে সান্ত্বনা দিয়ে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সমাপন করেন। মন্দোদরীসহ রাবণের পত্নীগণকে নগরীমধ্যে প্রেরণ করেন।

লঙ্কেশ্বর রাবণের প্রধানা মহিষী মন্দোদরীর চরিত্র তুলনারহিত। পাপচারী রাবণ এরূপ নারীরত্নের অধিকারী ছিলেন। কিন্তু তাঁর যথাযোগ্য মর্যাদা কখনও দেননি। মন্দোদরীতুল্যা অসামান্যা সুন্দরী ও সাধ্বী স্ত্রী সত্ত্বেও রাবণ পতিব্রতা কর্মপরায়ণা কত নারীর সতীত্ব নষ্ট করেছেন তা ভাবলেও স্তম্ভিত হই। রাবণের দুর্ভাগ্য, তিনি এই নারীরত্নটিকে চিনতে পারেননি। প্রধানা মহিষীর পদ প্রদান করেই তাঁকে সন্তুষ্ট রাখতে চেয়েছেন। এরূপ পাপপরায়ণ স্বামীকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করা মন্দোদরী তুল্য গুণবতী ও স্বাধ্বী নারীর পক্ষেই সম্ভব। মন্দোদরী স্বামীর পাপাচরণের নিন্দা করেছেন ও দেবরের ধর্মপরায়ণতার প্রশংসা করেছেন। স্বামীর অন্যায়কে তিনি কখনও সমর্থন করেননি। সুপরামর্শ দিয়ে সৎপথে আনার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তাঁর সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে অতিলোভী কামপরায়ণ স্বামীর কাছে। স্বামীর কার্য সমর্থন না করলেও তিনি তাঁকে কখনও অমান্য করেননি। অশোক বনে সীতার নিকট রাবণের সঙ্গে মন্দোদরীও গিয়েছিলেন। মায়ামৃগের সহায়তায় নারী চৌর্যরূপ কার্যে রাবণচরিত্রে যে ক্ষুদ্রতা প্রকাশ পেয়েছে তা মন্দোদরীর নজর এড়ায়নি। তিনি তখনই আশঙ্কা করেছেন রাবণের বিনাশ আসন্ন। মনের দিক থেকে তিনি দেবর বিভীষণের নিকটতর ছিলেন। তিনি সর্বক্ষেত্রেই দেবরকে সমর্থন করেছেন ও তার ধর্মপরায়ণতার প্রশংসা করেছেন। মন্দোদরীর অনুরোধে রাবণ যদি রামের সঙ্গে সন্ধি করতেন তবে তাঁর আজ এই অবস্থা ঘটতো না। ধর্মপরায়ণতা, পতিভক্তি, চিত্তের প্রসারতা ও চরিত্রমাহাত্ম্যের দ্বারা মন্দোদরী পাঁচজন প্রাতঃস্মরণীয়া নারীর অন্যতমা।

আমরা মানুষ হিসাবে যে পাঁচজন নারীর আলোচনা করলাম, তাঁদের জীবনে ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছকৃত ভাবে দোষক্রুটি ঘটেছে। সেই ভুল বা ত্রুটিকে সামনে রেখে তাঁরা কিন্তু অধঃপতিত জীবন যাপন করেন নি। তেজস্বিতা, ধৈর্য, মানসিক শক্তি ও ব্যক্তিত্ববলে সকল মানবিক ত্রুটি অতিক্রম করে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে নিজেকে অনন্যসাধারণ দৃষ্টান্তরূপে স্থাপন করেছেন। এই সকল মহিয়সী নারীর চরিত্র আদর্শ করে দোষেগুণে সমন্বিত যে কোন মানব তার দোষসমূহকে পশ্চাতে ফেলে নূতন জীবন পথে এগিয়ে চলতে সমর্থ হবে। ❑

জন্মদিন পালন করুন দীপ প্রজ্জ্বলিত করে

সভ্যতার বিকাশে সূর্যের এক বিশেষ স্থান আছে। ভারতে সূর্য দেবতা বিশেষভাবে পূজিত। স্নানের মন্ত্রই হল 'ওঁ জবাকুসুম।' কিন্তু বর্তমান ভারতের সঙ্গতিসম্পন্ন পরিবারগুলি সুষ্ঠু মানসিক বিকাশের গুণাবলী বর্জন করতেই বেশি পছন্দ করছে। একসময় সন্তান সন্ততির জন্মদিন পালনে মায়েরা পরমান্ন তৈরি করে পরিবার ও পড়শিদের ভোজন করাতেন। সন্তানের মঙ্গল কামনায় দেবদেবীর মন্দিরে পূজো দিয়ে তার আশীর্বাদ তিলক এঁকে দিতেন পুত্র বা কন্যার ললাটে।

দিন বদলেছে, এখন সন্তানেরা মা-বাবা বলে না। মাম্মি-পাপ্পা বলে। আর মাম্মি-পাপ্পারা পুষ্টিকর বিজ্ঞানসম্মতভাবে তৈরি স্বাস্থ্যকর পরমান্নর পরিবর্তে বাণিজ্যিকভাবে তৈরি কেক কাটা ও বিলোনোতেই তৎপর। ঠাকুরঘরে এদিন সন্তানের মাম্মিরা কেকের চারিদিকে বছর গুণে মোমবাতি জ্বালিয়ে দেন। 'হ্যাপি বার্থ ডে' গান গর্বের সঙ্গে সমবেত ভাবে উচ্চারণ করে বাতিগুলি নিভিয়ে দিয়ে সন্তানের জন্মদিন পালন করেন। জন্মদিনে এমন বাতি নিভিয়ে দেওয়ার প্রক্রিয়ার পরিণাম হল ভূত ও ভবিষ্যতের আলোকময় দিনগুলিকে অস্বীকার করা।

ঈশ্বর : হিন্দু ও সেমীয় ভাবনা

পীতারুণ মুখোপাধ্যায়

সেমীয় মতাবলম্বী প্রচারকগণ (ইহুদী, খ্রীষ্টান ও মুসলমান) যে বিষয়গুলি নিয়ে বিগত কয়েক শত বা আরও যথাযথভাবে বলতে গেলে প্রায় হাজার হাজার বছর ধরে সহস্রকণ্ঠে ক্রমাগত হিন্দু ধর্ম-বিরোধী প্রচার চালিয়ে গেছেন, সেগুলি হল এর বহুদেববাদ, বর্ণভেদ, কৌলিন্য ও দেবদাসী প্রথা, সতীপ্রথা, বিধবা বিবাহের মত-প্রথাগুলি। এই অভিযোগগুলি বিশ্লেষণ করা ও এর পিছনে তাদের উদ্দেশ্য কি ছিল তা খুঁজে বের করা প্রয়োজন।

বহুদেববাদ ঃ হিন্দু ঈশ্বরকে পরমতত্ত্ব জ্ঞান করে এসেছে। ঈশ্বরের সংখ্যা, লিঙ্গ বা আকার আকৃতি নির্ধারণ করে দেয়নি। মানুষের ভাবনা-চিন্তা বা তার দ্বারা প্রযুক্ত কোনও রূপ বিশেষণের দ্বারাই তাঁকে চূড়ান্তভাবে ব্যক্ত করা যায় বলে মনে করেনি।

‘শশ্বৎ প্রশান্তমভয়ং প্রতিবোধমাত্রং
শুদ্ধং সমং সদসতঃ পরমাত্মতত্ত্বম্।
শব্দো ন যত্র পুরুকারকবান্ ক্রিয়ার্থো
মায়া পরৈত্যভিমুখে চ বিলজ্জমানা।।’

শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ ২/৭/৪৭

অর্থাৎ, পরমাত্মার প্রকৃত স্বরূপ হল সতত প্রশান্ত, নিত্য সুখস্বরূপ, অভয় এবং কেবল জ্ঞানস্বরূপ, তিনি মায়ামলশূন্য, বৈষম্যরহিত, সৎ ও অসৎ দুইয়েরই ঊর্ধ্বে। লৌকিক অথবা বৈদিক কোনও শব্দ তাঁকে যথাযথভাবে বর্ণনা করতে পারে না।

নানৃতং তব তচ্চাপি যথা মাং প্রব্রবীষি ভোঃ।
অবিজ্ঞায় পরং মত্ত এতাবত্ত্বং যতো হি মে।।

শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ-২/৫/১০

পিতামহ ব্রহ্মার উক্তি ‘‘যে পর্যন্ত সেই পরমতত্ত্ব অর্থাৎ ঈশ্বরকে না জানা যায় সে পর্যন্ত সমস্ত ক্ষমতার মূলে আমাকে বলে ভ্রম হয়।’’

পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ
বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্ সাম যজুরেব চ।।

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-৯/১৭)

অর্থাৎ ‘‘আমিই এই জগতের পিতা, মাতা, পিতামহ ধারণকারী, শোষক ও ফলদাতা। আমিই জ্ঞাতব্য ওঁকার, ঋক্, সাম ও যজুর্বেদ।’’

ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচরাচরম্।
মম দেহে গুড়াকেশ যচ্চান্যাদ্ দ্রষ্টুমিচ্ছসি।।

(শ্রীমদ্ভগবদগীতা-১১/৭)

অর্থাৎ ‘‘হে অর্জুন, এখন আমার শরীরে এক জায়গায় স্থিত চরাচরসহ সমগ্র জগৎ দেখ এবং আরও যা কিছু দেখতে চাও তা দেখ।’’

পুরাণের মতে ভগবান বিষ্ণু বিভিন্ন অবতারে মৎস্য কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ ইত্যাদি রূপ ধারণ করেন।

সুতরাং উপরোক্ত আলোচনা থেকে একথা পরিষ্কার যে হিন্দুদের ধ্যেয় হল পরমতত্ত্ব। তার কোনও নির্দিষ্ট সংখ্যা, আকার-আকৃতি বা লিঙ্গ হিন্দুরা নির্ধারণ করে দেয়নি।

হিন্দু ঈশ্বরকে সাকাররূপে বা নিরাকাররূপে উভয়ভাবেই উপাসনা করে। তবে এদের মধ্যে কোন্‌টি শ্রেয়? শ্রীমদ্ভগবদগীতায় এর নিঃসংশয় উত্তর পাওয়া যায়।

ক্লেশঃ অধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে।।

শ্রীমদ্ভগবদগীতা-১২/৫

অব্যক্তে আসক্তদের ক্লেশ অধিক হয়। দেহাভিমানী ব্যক্তির অব্যক্তকে পাওয়ার চেষ্টা দুঃখজনক হয়।

সাকার ভগবানকে পেলে তিনিই নিরাকারকে বুঝিয়ে দেন। সুতরাং হিন্দুরা বিভিন্ন দেবমূর্তি গড়ে যে সাকার উপাসনা করেন, তাই আধ্যাত্মিক উন্নতির শ্রেষ্ঠ মার্গ। হিন্দুর কাছে বিভিন্ন দেবদেবী সেই পরমতত্ত্বেরই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্বরূপ। অংশের সঙ্গে এখানে সমগ্রের কোনও বিরোধ নেই। একটিকে অস্বীকার করে অন্যটিকে স্বীকার করা হয়নি। শ্রীমদ্ভগবদ-গীতার সপ্তম ও নবম অধ্যায়ে এবং বিশ্বরূপ দর্শনযোগ নামক একাদশ অধ্যায়ে হিন্দুর ঈশ্বরচেতনা বিধৃত আছে। আছে শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধে।

হিন্দুদের মধ্যে সেমীয় ঈশ্বরবিশ্বাস সম্বন্ধে অতি সুকৌশলে একটি ভুল রটনা চালু করা হয়েছে। বলা হয়েছে খ্রীষ্টান ও মুসলমানের উপাস্য যেন নিরাকার। কিন্তু দুঃখের

বিষয় হল, প্রকৃত সত্য তা নয়। সেমীয় উপাস্য সংখ্যায় এক, দেখতে মানুষের মত, সে একজন পুরুষ এবং ষাট-হাত লম্বা। বলা বাহুল্য এই গুণগুলো যার আছে, সে আর যাই হোক, নিরাকার হতে পারে না।

ওল্ড টেস্টামেন্টের আদি পুস্তকে পাওয়া যাচ্ছে, এমন বাক্য—*"পরে ঈশ্বর কহিলেন, আমরা আমাদের প্রতিমূর্ত্তিতে, আমাদের সাদৃশ্যে মনুষ্য নির্মাণ করি; আর তাহারা সমুদ্রদের মৎস্যদের উপরে, আকাশের পক্ষীদের উপরে, পশুগণের উপরে, সমস্ত পৃথিবীর উপরে ও ভূমিতে গমনশীল যাবতীয় সরীসৃপের উপরে কর্তৃত্ব করুক। পরে ঈশ্বর আপনার প্রতিমূর্ত্তিতে মনুষ্যকে সৃষ্টি করিলেন; ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তিতেই তাহাকে সৃষ্টি করিলেন, পুরুষ ও স্ত্রী করিয়া তাহাদিগকে সৃষ্টি করিলেন।"* —আদিপুস্তক ১/২৬/, ১/২৭

"আর সদাপ্রভু ঈশ্বর মৃত্তিকার ধূলিতে আদমকে (অর্থাৎ মনুষ্যকে) নির্ম্মাণ করিলেন এবং তাহার নাসিকায় ফুঁ দিয়া প্রাণবায়ু প্রবেশ করাইলেন; তাহাতে মনুষ্য সজীব প্রাণী হইল।" —আদিপুস্তক ২/৭

"পরে সদাপ্রভু ঈশ্বর আদমকে ঘোর নিদ্রায় মগ্ন করিলে তিনি নিদ্রিত হইলেন; আর তিনি তাঁহার একখান পঞ্জর লইয়া মাংস দ্বারা সেই স্থান পুরাইলেন। সদাপ্রভু ঈশ্বর আদম হইতে গৃহীত সেই পঞ্জরে এক স্ত্রী নির্মাণ করিলেন ও তাহাকে আদমের নিকটে আনিলেন।"

—আদিপুস্তক ২/২১, ২/২২

ক্কুরআনেও কাছাকাছি কাহিনী পাওয়া যায়—

"আর স্মরণ কর, তোমার পালনকর্তা যখন ফেরেস্তাদের বললেন ঃ আমি পৃথিবীতে একজন প্রতিনিধি সৃষ্টি করতে যাচ্ছি, তখন তারা বলল ঃ আপনি কি সেথায় এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন যে সেখানে অশান্তি ঘটাবে এবং রক্তপাত করবে? আর আমরা তো সদা আপনার গুণকীর্তন করছি এবং আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি। তিনি বললেন ঃ অবশ্যই আমি জানি যা তোমরা জান না।

আর তিনি শেখালেন আদমকে সব কিছুর নাম। তারপর সে সব কিছু ফেরেস্তাদের সামনে উপস্থাপন করলেন এবং বললেন ঃ তোমরা আমাকে এগুলোর নাম বলে দাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক।" —ক্কুরআন ২/৩০, ২/৩১

এরপরে আদমকে জিনিসগুলির নাম জিজ্ঞাসা করাতে সে তা বলে দেয়। তখন আল্লাহ্ তার ফেরেস্তাদেরকে আদমকে সিজদা (অভিবাদন) করতে বলেন। একমাত্র ইবলিস (শয়তান) ছাড়া সকলে তাকে সিজদা করে।

সূরা সাদ এ বলা হচ্ছে—

"স্মরণ করুন, আপনার রব---ফেরেশতাদের বলেছিলেন ঃ আমি মাটি দিয়ে মানুষ সৃষ্টি করব।"

—ক্কুরআন ৩৮/৭১

"আল্লাহ বললেন, হে ইবলিস! আমি যাকে স্বহস্তে সৃষ্টি করছি, তাকে সিজদা করতে তোমাকে কিসে বাধা দিল?" (কুরআন ৩৮/৭৫)

"আল্লাহ্‌তা'য়ালা-আদম আ-কে তাঁর নিজস্ব দৈহিক গঠন এবং আকারের ওপরেই সৃষ্টি করেছিলেন—(সৃষ্টিকাল থেকেই) তাঁর দৈর্ঘ্য বা দেহের উচ্চতা ষাট হাত ছিল। তাঁকে সৃষ্টি করার পর আল্লাহ্‌তা'য়ালা সেখানে সমবেত এক দল ফিরিশ্‌তার কাছে তাঁকে যেতে বললেন এবং তাঁদের সালাম করার আদেশ দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি এ নির্দেশও দিলেন, 'তাঁরা কিভাবে সালামের উত্তর দান করে তা তুমি লক্ষ্য করবে; ঐ উত্তরই তোমার এবং তোমার বংশধর ও সন্তান সন্ততিদের জন্য পারস্পরিক সালাম আদাম প্রদানের নিয়ম হবে।'

আদম আ ফিরিশতাদের কাছে গিয়ে বললেন, 'আসসালাম আলাইকুম।' ফিরিশতারা উত্তরে বললেন, 'অ আলাইকাস্‌সালামু অ রাহমাতুল্লাহ্।' সালাম তথা শান্তির শুভকামনার উত্তরে ফিরিশতাগণ সালাম তথা শান্তির শুভকামনা ছাড়াও বিশেষ (রাহ্‌মাত বা) করুণালাভের জন্য প্রার্থনা করলেন।

আদমের দেহের আসল উচ্চতা ছিল ষাট হাত। যাঁরা জন্নাতে যাবেন তাঁরাও তখন সেই আদিমতম পরিমাপ ষাট হাত উচ্চতাবিশিষ্ট হবেন। মধ্যবর্তী জাগতিক জীবনে আদম সন্তানের দৈর্ঘ্য ধীরে ধীরে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়ে বর্তমান পরিমাপ পর্যন্ত পৌছেছে।" (বৃক্ষের ফুল ফল যেভাবে প্রাথমিক আকারের তুলনায় ক্রমশঃ ক্ষুদ্র হতে থাকে সেইভাবে আদম সন্তানও ক্রমশঃ ক্ষুদ্রাকৃতিতে পরিণত হয়েছে।)—বুখারী শরীফ।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে হাদিস গ্রন্থ হল ক্কুরআনে বর্ণিত ইসলামের তত্ত্বকে নবী মহম্মদ কিভাবে হাতে কলমে প্রয়োগ করেছিলেন তার বৃত্তান্ত। অনেক হাদিস রয়েছে। তার মধ্যে 'বুখারী' ও 'মুসলিম' এই দুটি হাদিসকে সুন্নি

মুসলিমরা বিশ্বদ্ধতমের মর্যাদা দিয়ে থাকে।

সুতরাং, স্পষ্টতঃই দেখা যাচ্ছে যে ইসলামী মতে আল্লাহ্ নিজেও মানুষের মত দেখতে ও ষাট হাত লম্বা। সহিহ্ মুসলিমের ৬৩২৫ তম হাদিসেও আল্লাহ্‌র অনুরূপ আকার আকৃতির প্রমাণ মেলে।

উপরোক্ত আলাপ আলোচনায় একথা প্রমাণিত হয় যে সেমীয়দের কাছে তাদের উপাস্যই একমাত্র উপাস্য। তিনি মানুষের মত দেখতে, পুরুষ ও ষাট হাত লম্বা। এ ধরনের ঈশ্বরবিশ্বাসকে 'একেশ্বরবাদ' বা 'Monotheism' বলে। আরবিতে এর নাম 'তৌহিদ'। এই 'তৌহিদ' বা একেশ্বরবাদ হল ইহুদী, খ্রীষ্টান ও ইসলামের প্রাণভোমরা। হিন্দুরা ব্যতিক্রমী বলে তাদেরকে পর্যাপ্ত ঘৃণা করবার, তাদের সঙ্গে সংস্রব না রাখার, তাদের উপাসনালয় ধ্বংস করার, দেবমূর্ত্তি ভগ্ন ও দগ্ধ করবার ও তাদের নির্বিচারে যেখানেই পাওয়া যাবে সেখানেই হত্যা করবার নির্দেশ ওল্ড টেস্টামেন্ট ও নিউ টেস্টামেন্ট সমন্বিত বাইবেল এবং কুরআন নামক তথাকথিত 'ধর্মগ্রন্থে' দেওয়া হয়েছে। সারাটি ওল্ড টেস্টামেন্ট জুড়ে সাকার উপাসকদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করা হয়েছে। ওল্ড টেস্টামেন্টের দ্বিতীয় বিবরণে পৌত্তলিক জাতির সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করতে হবে বলে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা দেখা যাক্........।

"তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু যখন তাদেরকে তোমাদের কাছে সঁপে দেবেন, তখন তুমি তাদেরকে মেরে একেবারে নিঃশেষ করবে। তাদের সঙ্গে কোনও ন্যায়নীতির বালাই রাখবে না ও তাদের প্রতি সদয় হবে না। এদের সঙ্গে বিবাহ সম্বন্ধ করবে না। তুমি এদের পুত্রকে নিজের কন্যাদান করবে না এবং নিজের পুত্রের জন্য এদের ঘর থেকে মেয়ে আনবে না। কেননা এরা তোমার সন্তানকে সদাপ্রভুর থেকে দূরে সরিয়ে দেবে ও তারা অন্য দেবতার সেবা করবে। ফলে তোমাদের উপরে সদাপ্রভুর ক্রোধ জ্বলে উঠবে এবং তিনি তোমায় শীঘ্র বিনাশ করবেন।

তোমরা তাদের সঙ্গে এইরূপ ব্যবহার করবে,....তাদের যজ্ঞবেদীগুলি উৎপাটন করবে। তাদের (মন্দিরের) স্তম্ভগুলি ভেঙে দেবে। তাদের মূর্ত্তিগুলি পুড়িয়ে ফেলবে এবং তাদের খোদাই করা প্রতিমাগুলি আগুনে পুড়িয়ে দেবে। কারণ তুমি সদাপ্রভুর পবিত্র প্রজা। পৃথিবীতে যত জাতি আছে তাদের মধ্যে একমাত্র তোমরাই তাঁর প্রজা হওয়ার জন্য নির্বাচিত হয়েছ।" (দ্বিতীয় বিবরণ—৭/১—৭/৬)

"তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার মধ্যে রয়েছেন। তিনি মহান ও ভয়ঙ্কর ঈশ্বর। আর তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার সামনে থেকে অন্যান্য জাতিগুলোকে আস্তে আস্তে লুপ্ত করবেন। একবারে তুমি এদেরকে শেষ করতে পারবে না। তা করতে গেলে এরা বন্য পশুর মত ধেয়ে আসবে। তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার সামনে তাদের সঁপে দেবেন এবং যে পর্যন্ত তারা শেষ না হয়, ততদিন তাদেরকে উদ্বিগ্ন, অস্থির রাখার জন্য নিজেই ব্যাকুল থাকবেন। তিনি তাদের রাজাদেরকে তোমার হাতের মুঠোয় নিয়ে আসবেন এবং তুমি আকাশের নীচ থেকে তাদের নাম মুছে দেবে। ওদের বিনাশ না হওয়া পর্যন্ত কেউ তোমায় রুখতে পারবে না।"

(দ্বিতীয় বিবরণ—৭/২১—৭/২৫)

"তোমরা তাদের খোদাই করা দেবপ্রতিমাগুলি আগুনে পুড়িয়ে দেবে। ঐ দেবমূর্ত্তিগুলির গায়ের সোনা বা রূপার জন্য লোভ করে ফাঁদে পড়বে না, কেননা তা তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর ঘৃণিত বস্তু। এগুলো নিজের ঘরে আনবে না। তাহলে ঈশ্বর যেমন এগুলোকে বর্জন করেছেন, তেমন তোমাদেরকেও বর্জন করবেন। এগুলোকে অত্যন্ত ঘৃণা করবে ও বর্জন করবে। এগুলি বর্জনীয় বস্তু।"

—দ্বিতীয় বিবরণ—৭/২৫

অনুরূপ নির্দেশ পাওয়া যায় গণনা পুস্তকে ৩৩/৫১ থেকে ৩৩/৫৬-এর বাক্যগুলিতে।

প্রতিমা নির্ম্মাণ না করার পুরস্কার ও প্রতিমা নির্মাণ করলে কি কি শাস্তি পেতে হবে তা লিপিবদ্ধ আছে লেবীয় ২৬-এ।

ঈশ্বরীয় নানা প্রতিজ্ঞা ও চেতনা-বাক্য

তোমরা আপনাদের জন্য অবস্তু প্রতিমা নির্ম্মাণ করিও না এবং ক্ষোদিত প্রতিমা কিম্বা স্তম্ভ স্থাপন করিও না, ও তাহার কাছে প্রণিপাত করিবার নিমিত্তে তোমাদের দেশে কোন ক্ষোদিত প্রস্তর রাখিও না; কেননা আমি সদাপ্রভু তোমাদের ঈশ্বর। তোমরা আমার বিশ্রামবার সকল পালন করিও, ও আমার ধর্মাধর্মের সমাদর করিও, আমি সদাপ্রভু।

যদি তোমরা আমার বিধিপথে চল, আমার আজ্ঞা সকল মান ও সে সমস্ত পালন কর, তবে আমি যথাকালে তোমাদিগকে বৃষ্টি দান করিব; তাহাতে ভূমি শস্য উৎপন্ন করিবে, ও ক্ষেত্রের বৃক্ষ সকল স্ব স্ব ফল দিবে। তোমাদের

শস্যমর্দ্দনকাল দ্রাক্ষাচয়নকাল পর্য্যন্ত থাকিবে, ও দ্রাক্ষাচয়নকাল বীজবপনকাল পর্য্যন্ত থাকিবে; এবং তোমরা তৃপ্তি পর্য্যন্ত অন্ন ভোজন করিবে, ও নিরাপদে নিজ দেশে বাস করিবে। আর আমি দেশে শান্তি প্রদান করিব; তোমরা শয়ন করিলে কেহ তোমাদিগকে ভয় দেখাইবে না; এবং আমি তোমাদের দেশ হইতে হিংস্র জন্তুদিগকে দূর করিয়া দিব; ও তোমাদের দেশে খড়্গ ভ্রমণ করিবে না। আর তোমরা আপনাদের শত্রুগণকে তাড়াইয়া দিবে, ও তাহারা তোমাদের সম্মুখে খড়্গে পতিত হইবে। আর তোমাদের পাঁচ জন তাহাদের একশত জনকে তাড়াইয়া দিবে, তোমাদের এক শত জন সহস্র লোককে তাড়াইয়া দিবে, এবং তোমাদের শত্রুগণ তোমাদের সম্মুখে খড়্গে পতিত হইবে। আর আমি তোমাদের প্রতি প্রসন্নবদন হইব, তোমাদিগকে ফলবন্ত ও বহুবংশ করিব, ও তোমাদের সহিত আমার নিয়ম স্থির করিব। আর তোমরা সঞ্চিত পুরাতন শস্য ভোজন করিবে, ও নূতনের সম্মুখ হইতে পুরাতন শস্য বাহির করিবে। আর আমি তোমাদের মধ্যে আপন আবাস রাখিব, আমার প্রাণ তোমাদিগকে ঘৃণা করিবে না। আর আমি তোমাদের মধ্যে গমনাগমন করিব, ও তোমাদের ঈশ্বর হইব, এবং তোমরা আমার প্রজা হইবে। আমি সদাপ্রভু তোমাদের ঈশ্বর; আমি মিসর দেশ হইতে তোমাদিগকে বাহির করিয়া আনিয়াছি, তাহাদের যোঁয়ালি-কাষ্ঠ ভাঙ্গিয়া সোজা ভাবে তোমাদিগকে গমন করাইয়াছি।

কিন্তু যদি তোমরা আমার কথা না শুন, আমার এই সকল আজ্ঞা পালন না কর, যদি আমার বিধি অগ্রাহ্য কর, ও তোমাদের প্রাণ আমার শাসন সকল ঘৃণা করে, এইরূপে তোমরা আমার আজ্ঞাপালন না করিয়া আমার নিয়ম ভঙ্গ কর, তবে আমিও তোমাদের প্রতি এই ব্যবহার করিব; তোমাদের জন্য বিহ্বলতা, যক্ষ্মা ও কম্পজ্বর নিরূপণ করিব, যাহাতে তোমাদের চক্ষু ক্ষীণ হইয়া পড়িবে, ও প্রাণ ব্যথা পাইবে, এবং তোমাদের বীজ বপন বৃথা হইবে, কেননা তোমাদের শত্রুগণ তাহা ভক্ষণ করিবে। আর আমি তোমাদের প্রতি বিমুখ হইব; তাহাতে তোমরা আপন শত্রুগণের সম্মুখে আহত হইবে; যাহারা তোমাদিগকে দ্বেষ করে, তাহারা তোমাদের উপরে কর্ত্তৃত্ব করিবে, এবং কেহ তোমাদিগকে না তাড়াইলেও তোমরা পলায়ন করিবে। আর যদি তোমরা ইহাতেও আমার বাক্যে মনোযোগ না কর, তবে আমি তোমাদের পাপপ্রযুক্ত তোমদিগকে সাতগুণ অধিক শাস্তি দিব। আমি তোমাদের বলের গর্ব চূর্ণ করিব ও তোমাদের আকাশ লৌহের মত ও তোমাদের ভূমি পিত্তলের মত করিব। তাহাতে তোমাদের বল নিরর্থক নিঃশেষিত হইবে, কেননা তোমাদের ভূমি শস্য উৎপন্ন করিবে না, ও দেশস্থ বৃক্ষ সকল স্ব স্ব ফল দিবে না। আর যদি তোমরা আমার বিপরীত আচরণ কর, ও আমার কথা শুনিতে না চাও, তবে আমি তোমাদের পাপানুসারে তোমাদিগকে আরও সাতগুণ আঘাত করিব। আর তোমাদের পশুপাল বিনষ্ট করিব; তোমাদিগকে সংখ্যায় ন্যূন করিব; আর তোমাদের রাজপথ সকল ধ্বংসিত হইবে, ইহাতেও যদি আমার উদ্দেশে শাসিত না হও, কিন্তু আমার বিপরীত আচরণ কর, তবে আমিও তোমাদের বিপরীত আচরণ করিব, ও তোমাদের পাপপ্রযুক্ত আমিই তোমাদিগকে তোমাদিগকে সাত বার আঘাত করিব। আমি নিয়মলঙ্ঘনের প্রতিফল দিবার জন্য তোমাদের উপরে খড়্গ আনিব, তোমরা আপন আপন নগরমধ্যে একত্রীভূত হইবে, আমি তোমাদের মধ্যে মহামারী পাঠাইব, এবং তোমরা শত্রুহস্তে সমর্পিত হইবে, আমি তোমাদের অন্নরূপ যষ্ঠি ভাঙ্গিলে দশ জন স্ত্রীলোক এক তুন্দুরে তোমাদের রুটী পাক করিবে, ও তোমাদের রুটী তৌল করিয়া তোমাদিগকে দিবে, কিন্তু তোমরা তাহা খাইয়া তৃপ্ত হইবে না।

আর এই সকলেতেও যদি তোমরা আমার কথা না শুন, আমার বিপরীত আচরণ কর, তবে আমি ক্রোধে তোমাদের বিপরীত আচরণ করিব, এবং আমিই তোমাদের পাপপ্রযুক্ত তোমাদিগকে সাত গুণ শাস্তি দিব। আর তোমরা আপনা আপন পুত্রগণের মাংস ভোজন করিবে, ও আপন আপন কন্যাগণের মাংস ভোজন করিবে। আর আমি তোমাদের পুত্তলিকাদের শবের উপরে তোমাদের সূর্য্যপ্রতিমা সকল নষ্ট করিব, ও তোমাদের শব ফেলিয়া দিব; এবং আমার প্রাণ তোমাদিগকে ঘৃণা করিবে, আর আমি তোমাদের নগর সকল উৎসন্ন করিব, তোমাদের ধর্ম্মধাম সকল ধ্বংস করিব, ও তোমাদের সৌরভের আঘ্রাণ লইব না। আর আমি দেশ ধ্বংস করিব, ও তত্রবাসী তোমাদের শত্রুগণ তদ্বিষয়ে চমৎকৃত হইবে। আর আমি তোমাদিগকে জাতিগণের মধ্যে ছিন্নভিন্ন করিব, ও তোমাদের পশ্চাতে খড়্গ নিষ্কোষ করিব, তাহাতে তোমাদের দেশ সকল ধ্বংসস্থান ও তোমাদের

নগর সকল উৎসন্ন হইবে। তখন যত দিন দেশ ধ্বংসস্থান থাকিবে ও তোমরা শত্রু গণের দেশে বাস করিবে, তত দিন ভূমি স্বীয় বিশ্রামকাল ভোগ করিবে; তৎকালে ভূমি বিশ্রাম পাইবে, ও স্বীয় বিশ্রামকাল ভোগ করিবে। যতকাল দেশ ধ্বংসস্থান হইয়া থাকিবে, তত কাল বিশ্রাম করিবে; কেননা যখন তোমরা দেশে বাস করিতে, তখন দেশ তোমাদের বিশ্রামকালে বিশ্রাম ভোগ করিত না। আর তোমাদের মধ্যে যাহারা অবশিষ্ট থাকিবে, আমি শত্রুদেশে তাহাদের হৃদয়ে বিষণ্নতা প্রেরণ করিব, এবং চালিত পত্রের শব্দ তাহাদিগকে তাড়াইয়া লইয়া যাইবে; লোকে যেমন খড়্গের মুখ হইতে পলায়, তাহারা তদ্রূপ পলাইবে, এবং কেহ না তাড়াইলেও তাহারা যেমন খড়্গের সম্মুখে, তেমনি এক জন অন্যের উপরে পতিত হইবে; এবং শত্রুদের সম্মুখে দাঁড়াইতে তোমাদের ক্ষমতা হইবে না। আর তোমরা জাতিগণের মধ্যে বিনষ্ট হইবে, ও তোমাদের শত্রুদের দেশ তোমাদিগকে গ্রাস করিবে। আর তোমাদের মধ্যে যাহারা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহারা আপন আপন অপরাধে শত্রুদেশে ক্ষয় পাইবে; এবং আপনাদের পিতৃপুরষদেরও অপরাধে তাহাদের সহিত ক্ষয় পাইবে। আর তাহাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে, যে আমার বিরুদ্ধে সত্যলঙ্ঘন এবং আমার বিপরীত আচরণ করাতে তাহাদের অপরাধ ও তাহাদের পিতৃপুরষদের অপরাধ হইয়াছে, এবং আমিও তাহাদের বিপরীত আচরণ করিয়াছি, আর তাহাদিগকে শত্রুদেশে আনিয়াছি। তখন যদি তাহাদের অচ্ছিন্নত্বক হৃদয় নম্র হয়, ও তাহারা আপন আপন অপরাধের দণ্ড গ্রাহ্য করে, তবে আমি যাকোবের সহিত কৃত আমার নিয়ম স্মরণ করিব, এবং ইসহাকের সহিত কৃত আমার নিয়ম ও অব্রাহামের সহিত কৃত আমার নিয়মও স্মরণ করিব, আর দেশকেও স্মরণ করিব। দেশও তাহাদের কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত থাকিবে, ও তাহাদের অবর্ত্তমানে ধ্বংসস্থান হইয়া আপন বিশ্রাম ভোগ করিবে, এবং তাহারা আপনাদের অপরাধের দণ্ড গ্রাহ্য করিবে; কারণ এই যে, তাহারা আমার শাসন অগ্রাহ্য করিত ও তাহাদের প্রাণ আমার বিধি ঘৃণা করিত। তথাপি যখন তাহারা শত্রুদের দেশে থাকিবে, তখন আমি নিঃশেষে বিনাশ জন্য কিম্বা তাহাদের সহিত আমার নিয়ম ভঙ্গ করণার্থে তাহাদিগকে অগ্রাহ্য করিব না, এবং ঘৃণাও করিব না; কেননা আমি সদাপ্রভু তাহাদের ঈশ্বর। আর আমি তাহাদের ঈশ্বর হইবার জন্য যাহাদিগকে জাতিগণের সাক্ষাতে মিসর দেশ হইতে বাহির করিয়া আনিয়াছি, তাহাদের সেই পিতৃপুরুষদের সহিত কৃত আমার নিয়ম তাহাদের জন্য স্মরণ করিব; আমি সদাপ্রভু।

সীনয় পর্ব্বতে সদাপ্রভু মোশির হস্ত দ্বারা আপনার ও ইস্রায়েল-সন্তানগণের মধ্যে এই সকল বিধি, শাসন ও ব্যবস্থা স্থির করিলেন।''

নিউ টেস্টামেন্টের গসপেলে সেভাবে সাকার উপাসনাবিরোধী প্রোপাগান্ডা দেখা যায় না। দ্বিতীয় করিন্থীয় পত্রের ৬/১৬তম বাক্যে বলা হয়েছে প্রতিমা ও ঈশ্বর মন্দিরের মধ্যে কোনও সম্পর্ক নেই। প্রেরিত ২১/২৫-এ বলা হয়েছে—*"যেসব বিজাতীয় (অ-ইহুদী) বিশ্বাসী হয়েছে, আমরা বিচার-বিবেচনা করে তাদেরকে লিখে পাঠিয়েছি যে, প্রতিমার প্রসাদ, রক্ত, শ্বাসরুদ্ধ করে সারা প্রাণীর মাংস ও ব্যভিচার হতে দূরে থাক।''*

সুতরাং সাকার উপাসনা সম্বন্ধে মানসিকতা কি পর্যায়ের তা বোঝাই যায়। গসপেলের সঙ্গে (যা যীশুর জীবন ও বাণী নিয়ে তৈরি) বাইবেলের বাকি অংশের এই চরিত্রগত পার্থক্য ধর্মজিজ্ঞাসু, সমাজবিজ্ঞানী ও ঐতিহাসিকদের ভাবায় (আগ্রহী পাঠক স্বস্তিকা শারদীয়া সংখ্যা ১৪১৮-তে প্রকাশিত ড. রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারীর 'আজকের খ্রীষ্টধর্ম যীশু প্রচারিত ধর্ম নয়', শীর্ষক প্রবন্ধ পড়ে দেখবেন)।

করিন্থীয় প্রথম পত্রে ১০/১৪-এ বলা হয়েছে *"প্রিয় বন্ধুগণ, প্রতিমাপূজা হতে দূরে থাক।''* ঐ পত্রের ১০/২০-তে বলা হয়েছে, *"প্রতিমাপূজকেরা যে সকল বলিদান করে, তা করে অপদেবতার উদ্দেশ্যে, ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে নয়; আর আমার ইচ্ছা নয় যে, তোমরা অপদেবতাদের সহভাগী হও।''*

"বাজারে যা কিছু বিক্রি হয়, বিবেকের প্রশ্ন না তুলে তোমরা সবই খাও। কারণ পৃথিবী ও তার উপরিস্থিত সবকিছু প্রভুরই। অবিশ্বাসীদের মধ্যে কেউ যদি তোমাকে আহারে নিমন্ত্রণ করে, আর তুমি সেখানে যাও, তবে বিবেকের প্রশ্ন না তুলে যা কিছু তোমার সামনে রাখা হবে তা সবই খাও। কিন্তু কেউ যদি তোমাকে বলে যে 'এ সামগ্রী বলির জন্য প্রদত্ত হয়েছিল', তবে যে তোমাকে সংবাদটি প্রদান করেছে তার জন্য ও তোমার নিজের বিবেকের জন্য তা আহার কোরো না। কেননা,—আমার স্বাধীনতা অন্যের ইচ্ছাধীন হবে কেন? আমরা তো ভোজন করি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ

দিয়ে। তবে যা খেয়ে নিন্দা হয়, তার নিমিত্ত কেমন করে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই?''

(১ করিন্থীয় ১০/২৫-১০/৩০)

"আথেন্স নগরীতে অনেক দেবমূর্ত্তি দৃষ্ট হওয়ায় পৌলের অন্তরাত্মা উত্তপ্ত হয়ে উঠল।'' (প্রেরিত ১৭/১৬)

"প্রতিমাপূজায় এতদিন অভ্যস্ত কেউ কেউ প্রতিমার কাছে নিবেদিত খাদ্যকেই প্রসাদ বলে গ্রহণ করে, আর তাদের বিবেক দুর্বল হওয়ায় তারা কলুষিত হয়। কিন্তু খাদ্যবস্তু আমাদেরকে ঈশ্বরের কাছে প্রিয় করে তোলে না। আহার করলেও আমাদের ক্ষতি নেই, আহার করলে সচেতন থেকো। এই নির্লিপ্ত থাকার ক্ষমতা যেন দুর্বলচিত্তের পক্ষে বিভ্রান্তিকর না হয়। কারণ কেউ যদি তোমার মত জ্ঞানী কাউকে দেবমন্দিরে প্রসাদ খেতে দেখে, তাহলে সে-ও হুজুগে মেতে সেই প্রসাদ খেতে যাবে না? তাহলে তো সেই লোকটি ধ্বংস হওয়ার দিকে এগিয়ে গেল। অথচ এদের পরিত্রাণের জন্যই খ্রীষ্ট মৃত্যুবরণ করলেন। এভাবে অস্থিরমতি ভাইদের বিচারবুদ্ধিতে আঘাত করার অর্থ খৃষ্টের বিরুদ্ধে অপরাধ করা। ....খাবার যদি আমার ভাইয়ের পতনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়, তবে আমি কখনও সেরূপ মাংসাহার করব না।''

আরও বলা হয়েছে,

"প্রতিমার নিকট প্রদত্ত খাদ্য নৈবেদ্য বিষয়ে আমরা জানি, প্রতিমা প্রকৃতপক্ষে অস্তিত্বহীন; আর ঈশ্বর অদ্বিতীয়। কেননা, যদিও স্বর্গে ও মর্ত্যে 'দেবতা' নামে অভিহিত অনেক দেবতা ও প্রভু আছে, তথাপি আমাদের জ্ঞানে একমাত্র পিতা ঈশ্বর, যাঁর দ্বারা সকল কিছু সৃষ্ট, আর আমরা যাঁর জন্য; এবং আছেন একজন প্রভু, তিনি যীশু খ্রীষ্ট, যাঁর মাধ্যমে সবকিছু আর যাঁর মাধ্যমে আমরা অস্তিত্বশীল।'' (১ করিন্থীয় ৮)

সুতরাং আমরা হিন্দুরা যতই শ্রীরামকৃষ্ণ, সাঁইবাবা, অনুকুলচন্দ্রের বা ভারতের বেশীরভাগ ধর্মপ্রচারকের দোহাই পেড়ে (যাঁরা শুধুমাত্র রাজনৈতিক পরিবেশকে অনুকূলে রেখে নিজ নিজ সম্প্রদায় গড়তেই ব্যস্ত, যাদের বাস্তবে ইসলাম বা বাইবেল সম্বন্ধে ভালমত জ্ঞান নেই) 'সর্বধর্ম সমন্বয়' বা 'যত মত তত পথ' এর নামে বাড়িতে যীশুর ছবি টাঙাই গলায় ক্রুশ রাখি বা কেক কেটে মাংস খেয়ে ক্রিসমাস উদ্‌যাপন করি না কেন, বিশ্বের সর্ববৃহৎ উদার ও সাচ্চা ধর্মমতাবলম্বী খ্রীষ্টানদের আচরণ কিন্তু তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ বিপরীত। এদের কিন্তু হিন্দু পূজা পার্বন, ধর্মভাবনার প্রতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঘৃণা। যাঁরা খ্রীষ্টানদের সংসর্গ করবেন বা সঙ্গে পড়ে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা নেবেন, তাদেরকে যে কোনও শাখার খ্রীষ্টান চার্চ হিন্দুদেরকে এড়িয়ে যেতে বলবে ও তাঁদের সঙ্গে হিন্দুদের মেলামেশা বন্ধ করে দেওয়ার জন্য সততঃ প্রয়াসী হবে এই সত্যটি হিন্দুদেরকে উপলব্ধি করতে হবে। যখন ঐ ব্যক্তি পুরোপুরি হিন্দু সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, তখন শুধুমাত্র হিন্দু একটি কমে যাবে না, হিন্দুর একটি শত্রুও বৃদ্ধি হবে। সুতরাং এ বিষয়ে আমাদেরকে আগাম সচেতন থাকতে হবে।

কেমন হবে খ্রীষ্টানদের সঙ্গে হিন্দুদের সামাজিক আদানপ্রদান-মেলামেশা? করিন্থের জনগণকে লেখা পলের প্রথম পত্রে পাওয়া যাচ্ছে তার একটি চিত্র। *"এ জগতের ব্যভিচারী, লোভী, পারস্বাপহারী বা প্রতিমাপূজকদের সঙ্গ সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করা সম্ভব নয়। কারণ তাহলে তোমাদেরকে পৃথিবীর বাইরে গিয়ে থাকতে হবে। তোমাদেরকে আমি লিখেছিলাম, ভাই বলে পরিচিত কেউ যদি ব্যভিচারী, লোভী, প্রতিমাপূজক, নিন্দারটনাকারী, মাতাল বা পরস্বাপহারী হয়, তবে তার সংসর্গ বর্জনীয়, এরূপ ব্যক্তির সঙ্গে আহারও দোষণীয়।*

বাইরের লোকের বিচার করবার আমি কে? কিন্তু যারা সম্প্রদায়ভুক্ত, তাদের বিচার কি তোমরা করবে না? বাইরের লোকের বিচার করবেন ঈশ্বর। তোমরা নিজেদের মধ্যে থাকা সেই দুষ্টকে বহিষ্কার কর।''

(১করিন্থীয় ৫/১০-৫/১৩)

অর্থাৎ সাকার উপাসকদের সংসর্গ বর্জন করতে বলা হচ্ছে। এমন কি তাদের সঙ্গে আহারাদি করতেও বারণ করা হচ্ছে। সাকার উপাসনা কেউ করলে তাদেরকে সম্প্রদায় থেকে বহিষ্কার করার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে।

নিউ টেস্টামেন্টেও খ্রীষ্টানদের সঙ্গে অখ্রীষ্টানদের বিবাহে নিষেধ করা হয়েছে।

"যারা বিশ্বাসী নয়, তাদের সঙ্গে অসম বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়ো না। ধার্মিকতা ও অধার্মিকতা কি কখনও একসঙ্গে থাকতে পারে? অথবা আলো ও অন্ধকার?''

(২ করিন্থীয়-৬/১৪)

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

গঙ্গা নদী মানব জাতির সৃষ্ট এক নদী

মকর সংক্রান্তে সাগর সঙ্গমে

সুমিত মোদক

সব তীর্থ বার বার/গঙ্গাসাগর একবার।—এ কথা থেকে বোঝা যায় যে, তীর্থযাত্রীদের ধারণা হল অন্য তীর্থস্থানে বারবার গেলে যে পুণ্য হয় তা একবারেই হবে মকর সংক্রান্তিতে গঙ্গাসাগর মেলায় গেলে। এটা হিন্দু শাস্ত্রেও বলা হয়েছে। অন্য দিকেও প্রচলিত ধারণাটা এসেছে তার কারণ আগে এই তীর্থে যাতায়াত ছিল দুর্গমতাপূর্ণ। গঙ্গাসাগর তীর্থ ছিল ভয়াল-শ্বাপদ-সঙ্কুল জঙ্গল। তাছাড়া নদী ও সমুদ্র পথ ছাড়া যাতায়াত সম্ভব ছিল না। নদী পথ ধরে দিনের পর দিন নৌকায় করে গঙ্গাসাগরে যেতে হতো। ঝড়-জলে বহু তীর্থযাত্রী প্রাণ হারাতো। তা সত্ত্বেও মকর সংক্রান্তিতে গঙ্গাসাগরে স্নানে হিন্দু তীর্থযাত্রীদের আকর্ষণ ছিল বহু প্রাচীন কাল থেকে।

গঙ্গাসাগর অর্থাৎ সাগরদ্বীপ ২১ ডিগ্রি ৩৭ মিনিট থেকে ২১ ডিগ্রি ৫৭ মিনিট উত্তর অক্ষাংশ ও ৮৮ ডিগ্রি ০২ মিনিট থেকে ৮৮ ডিগ্রি ১১ মিনিট পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত। মোট জমির পরিমাণ বর্তমানে ২০২ বর্গকিমি। বর্তমানে যাতায়াতের সহজ পথ কলকাতা থেকে বাসে হারউড্ পয়েন্ট, তার পর লঞ্চ করে নদী পেরিয়ে ৮নং কচুবেড়িয়া। তারপর সাগর দ্বীপের বাসে গঙ্গাসাগর মেলা ও কপিল মুনির মন্দির। আগে গঙ্গাসাগর মেলায় যাওয়ার সময় অনেকে সন্তানকে সাগরে বিসর্জন দিয়েছে। অনেকে বাঘের পেটে গিয়েছে। সাগরদ্বীপ বিশ্বের বৃহত্তম নদী ব-দ্বীপ। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে বহুবার বহু প্রাণহানি ঘটেছে। সুন্দরবনের অন্য সকল দ্বীপের মতো সাগর দ্বীপ ছিল জল জঙ্গল। জঙ্গল হাসিল করার সময় কৃষককে বিঘে প্রতি সেলামী দিতে হত প্রথমে পাঁচ আনা। তারপর চার বছর কর শূন্য। তারপর ষষ্ঠ বছর বিঘা প্রতি দু আনা। এরপর প্রতি বছর দু আনা করে বেড়ে দু টাকা করে খাজনা চলতে থাকে। ১৮১১ সালে ইংরেজ সরকার সাগর দ্বীপকে ছটি খণ্ডে বিভক্ত করে বিক্রয় করে। উত্তরের চারটি খণ্ড কিনে নেন রাজা প্যারীমোহন মুখার্জি। বাকি দুটি খণ্ড কিনে নেন বাবু হরি মোহন মল্লিক ও উদিত চাঁদ দত্ত। তার পর দ্রুত বসতি স্থাপন শুরু হয়। বসতির জন্য মূলত আসে পূর্ব মেদিনীপুরে মানুষ। তবে প্রতিনিয়ত ভাঙনের ফলে দ্বীপটা ছোট হয়ে আসছে। আর বাড়ছে জন সংখ্যা। দিন দিন বাড়ছে মকর সংক্রান্তিতে হিন্দু তীর্থ যাত্রীদের ঢল। লক্ষ লক্ষ মানুষের মিলন মেলা এই সাগরদ্বীপের গঙ্গাসাগর মেলা। প্রাণের মায়া ত্যাগ করে মোক্ষ অর্জ্জনের জন্য নানা ধর্ম ও সম্প্রদায়ের লক্ষ লক্ষ মানুষ আসেন এই মেলায়। যেন এক ভারতের মিলন মেলা। এক দেশ এক প্রাণে সমুজ্জ্বল এক মানবজাতি।

প্রাচীনকাল থেকে যে কাহিনী চলে আসছে তা হল সূর্য বংশজাত অযোধ্যার রাজা শ্রীরামচন্দ্রের বংশের পূর্বতন পুরুষ রাজা অসিত। তাঁর অকাল মৃত্যু হয়। সে সময় তাঁর দুই স্ত্রী ছিলেন গর্ভবতী। কার সন্তান দেশের রাজা হবে এ ভাবনা থেকে একে অপরকে বিষ প্রয়োগ করেন। ঔর্বমুনির চেষ্টায় কালিন্দির গর্ভের ভ্রুণ রক্ষা পায়। জন্ম নেন সগর রাজা। বিষ বা গরলের সঙ্গে জন্মগ্রহণ করেন বলে নাম হয় সগর রাজা। রাজা ছিলেন বীর, ধার্মিক ও প্রজানুরঞ্জক। রাজা সগর অশ্বমেধ যজ্ঞ করার সংকল্প করেন। বৈদিক প্রথা অনুসারে অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করেন। এ যজ্ঞ সম্পূর্ণ হলে রাজা সগর দেবরাজ ইন্দ্রের পদ প্রাপ্তির যোগ্যতা পাবেন। ইন্দ্র শঙ্কিত হয়ে পড়েন। সেই ভয়ে তিনি যজ্ঞের অশ্ব চুরি করে পাতালে কপিল মুনির আশ্রমের পিছনে রেখে আসেন। ঈশ্বর কপিল মুনি রূপে পৃথিবীতে আসেন। তিনি ভক্তিমার্গের মধ্যে দিয়ে মুক্তির পথ দেখান। পদ্ম পুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবতে তাঁর কথা বর্ণিত হয়েছে। এ দিকে যজ্ঞের অশ্ব না পেয়ে রাজা চিন্তিত হয়ে পড়েন। তিনি তার পুত্রদের আদেশ দেন যজ্ঞের অশ্ব খুঁজে আনার জন্য। সগর রাজার ষাট হাজার পুত্র অশ্ব খুঁজতে খুঁজতে কপিল মুনির আশ্রমে যজ্ঞের অশ্বকে দেখা পায়। তাদের ধারণা হয় কপিল মুনি অশ্বকে ধরে রেখেছেন। এদিকে মুনি ধ্যানমগ্ন। সগর রাজার পুত্ররা মুনির ধ্যানভগ্ন ঘটায়। ক্রোধে মুনি অভিশাপ দিয়ে রাজার ষাট হাজার পুত্রকে ভস্ম করে দেন। এদিকে পুত্ররা ফিরে না আসায় পৌত্র আংশুমানকে অনুসন্ধানের জন্য পাঠালেন। তিনি কপিল মুনির আশ্রমে গিয়ে পিতৃব্যদের ভস্মীভূত হওয়ার কথা জানতে পারেন।

তিনি তখন কাতর ভাবে পিতৃব্যদের অভিশপ্ত আত্মাগুলির উদ্ধারের প্রার্থনা করলে কপিল মুনি বলেন, যদি স্বয়ং গঙ্গাদেবী এ পাতাল দেশে আসেন, তা হলে তার পবিত্র জলে মৃতদের আত্মা শান্তি লাভ করবে। একথা শুনে রাজা সগর, অসমঞ্জ, অংশুমান, দিলীপ গঙ্গা দেবীকে মর্তে আনার চেষ্টা চালান। সকলে ব্যর্থ হন। শেষে রাজা দিলীপের পুত্র ভগীরথ গঙ্গা দেবীকে স্বর্গ থেকে মর্ত হয়ে পাতাল দেশ পর্যন্ত প্রবাহিত করে নিয়ে যান।

তিনি বিষ্ণুকে তুষ্ট করার জন্য তপস্যা করেন। তাঁর কঠোর তপস্যায় তুষ্ট হয়ে ভগবান বিষ্ণু তাঁকে ব্রহ্মার কাছে নিয়ে যান। ব্রহ্মা তার কমণ্ডুল থেকে গঙ্গাকে বের করেন। কিন্তু তার বেগ এতো বেশি যে স্রোতে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। তখন মহাদেব তাঁর মাথার জটার মধ্যে গঙ্গাকে ধারণ করেন। তারপর সেখান থেকে স্রোতে পৃথিবীর দিকে ধাবিত হয়। হঠাৎ বাধা হয়ে দাঁড়ান জহ্নু মুনি। তাঁর আশ্রম জলে প্লাবিত হলে তিনি ক্রুদ্ধ হন। এক গুণ্ডুষে গঙ্গার সব জল পান করে নেন। ভগীরথ গঙ্গাকে আনার কারণ খুলে বললে জহ্নু মুনি তাঁর জানু চিরে গঙ্গাকে মুক্ত করেন।

গঙ্গার আরেক নাম জাহ্নবী। সেখান থেকে প্রবাহিত হয়ে আসার সময় আবার বাধা প্রাপ্ত হয় পদ্ম মুনির কাছে। পদ্ম মুনি গঙ্গাকে পূর্ব দিকে প্রবাহিত করে নিয়ে যেতে থাকেন। ভগীরথ তখন পদ্ম মুনিকে সন্তুষ্ট করে মূল স্রোতকে পাতাল দেশে কপিল মুনির আশ্রমে নিয়ে আসেন। পদ্ম মুনি যে হেতু ছলনা করে পূর্বদিকে গঙ্গাকে প্রবাহিত করেন, সেজন্য ভাগীরথীর পূর্বদিকের স্রোতের নাম পদ্ম মুনির নাম অনুসারে হয় পদ্মা। পদ্মা কে অভিশাপ দেন যে কোন দিন হিন্দুদের কোনও মাঙ্গলিক কাজে লাগবে না। যা হোক দীর্ঘ পথ বহু বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করে গঙ্গাদেবী স্বর্গ থেকে পাতাল দেশে কপিল মুনির আশ্রমে এসে উপস্থিত হন মকর সংক্রান্তি তিথিতে। উদ্ধার হয় সগর রাজার ষাট হাজার পুত্র। সে কারণে গঙ্গাসাগর হিন্দুদের কাছে মুক্তির তীর্থ। এখানে বিরাজমান ভগবান কপিল মুনি। প্রতিবছর মকর সংক্রান্তি তিথিতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লক্ষ লক্ষ তীর্থ যাত্রীরা সাগর মেলায় এসে উপস্থিত হন সংক্রান্তির ভোরে গঙ্গা স্নান করে মুক্তি লাভের জন্য।

গঙ্গাসাগরে পুণ্যস্নান ও মহামুনি কপিলদেবকে প্রণামের পর পুণ্যার্থীগণ ঘরে ফেরেন। গঙ্গাস্নানের সময় পুণ্যার্থীদের সংকল্প করা উচিত যেন এই মোক্ষদায়িনী নদী সততঃ নির্মল প্রবাহযুক্ত থাকে। এই নদীর প্রবাহপথে নানা স্থানে জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের ফলে নদীর প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায় যার ফলে গঙ্গা নদী ক্রমশঃ প্রবাহ হীন হয়ে পড়েছে। নদীর জল দুর্গন্ধযুক্ত ময়লা আবর্জনায় ভরে উঠেছে। বারানসী প্রয়াগের কাছে গঙ্গার জল এত দূষিত যে পুণ্যার্থীগণ স্নান করতে ভয় পান। অনেকে মাথায় জল ঠেকিয়ে কোন রকম শান্তি পান। গঙ্গার জলের স্বচ্ছতা নষ্ট হলে গঙ্গার আধ্যাত্মিক গুরুত্ব নষ্ট হবে। ভারতের প্রাণস্বরূপা এই নদী বিলুপ্ত হলে অচিরে ভারতের ধর্ম ও ঐতিহ্য নষ্ট হবে। নদীর দুই তীরে কোটি কোটি লোকের বাস। জলবাহিত পলির দ্বারা জমি উর্বর ও শস্য শ্যামল হয়েছে। গঙ্গানদী বক্ষে জল প্রবাহ বন্ধ হলে ক্ষতি হবে বিপুল জনবসতির। ধ্বংস হবে লক্ষ লক্ষ একর উর্বর কৃষিজমি। অর্থাৎ আর্থিক দিক থেকেও গঙ্গা নদী তার গুরুত্ব হারাবে।

গঙ্গাসাগরের মোক্ষ স্নানের অবসরে পুণ্যার্থী জনগণ যেন গঙ্গানদীকে নির্মল প্রবাহ যুক্ত করা সংকল্প নেন। এই নদীর জল যাতে সারা বছর বিশুদ্ধ থাকে তার জন্য তাঁরা যেন নদীতে মল-মূত্র ত্যাগ না করেন, মৃত প্রাণী বা শব ভাসিয়ে না দেন। পৌর কর্ত্তৃপক্ষ বা শিল্প নগরীর প্রশাসকদেরও যত্নবান হওয়া উচিত যাতে শহরের নোংরা জল নদীতে না পড়ে। দেশবাসী এবং সরকারের সদিচ্ছা থাকলে গঙ্গানদী দূষণমুক্ত হবেই।

প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও কলকাতার আউটরাম ঘটে এবং গঙ্গাসাগর মেলা প্রাঙ্গণে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের যাত্রীসেবা কেন্দ্র খোলা হয়েছে। এবার মেলায় তীর্থকর লাগবে না। ❑

নিঃশুল্ক হোমিও চিকিৎসাকেন্দ্র

১৩ই অক্টোবর শিলিগুড়ি হায়দার পাড়াস্থিত বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উত্তরবঙ্গ প্রান্তীয় কার্যালয়ে নিঃশুল্ক হোমিও চিকিৎসা কেন্দ্রের উদ্বোধন হয়। প্রতি বৃহস্পতিবার ও শনিবার সকাল ৭টা হতে ৯টা পর্যন্ত এই চিকিৎসাকেন্দ্র চালু থাকবে। স্থানীয় চিকিৎসক এবং বিশিষ্ট সমাজসেবী বিনা পারিশ্রমিকে এই কেন্দ্র থেকে উক্ত দিনগুলিতে চিকিৎসা করবেন। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে শিলিগুড়ি শহরের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

আফজল গুরুর ফাঁসি রদে মেহবুবা মুফতি ও সৈয়দ গিলানির এক সুর

এক দশক আগে পাকিস্তানের জঙ্গিরা ভারতের সংসদ ভবনে হামলা চালায়। মূল ষড়যন্ত্রী আফজল গুরু পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। সুপ্রিম কোর্টে তার ফাঁসির আদেশ হওয়া সত্বেও এখনও তাকে জেলে রাখা হয়েছে। আফজল তার প্রাণদণ্ড রদ করে কারাদণ্ডের আবেদন করেছে দেশের রাষ্ট্রপতির কাছে। কিন্তু স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক আফজলের ফাঁসি কার্যকর করার পক্ষেই মত দিয়েছে। কাশ্মীরের কিছু মানুষ আফজলের ফাঁসি রদ করার পক্ষে সওয়াল করছে। পিডিপি নেত্রী মেহবুবা মুফতী, হুরিয়ত কনফারেন্সের নেতা সৈয়দ গিলানি আফজল গুরুর ফাঁসির বিরুদ্ধে সওয়াল করেছে। অথচ সরকার এদেরই বাবা-বাছা করে নানা সুবিধা দিয়ে যাচ্ছে।

পাকিস্তানে ১৪ আগস্ট স্বাধীনতা দিবস পালন করা হয়। এদিন কয়েকটি জঙ্গি গোষ্ঠী ভারতের মাটিতেও পাকিস্তানের পতাকা তোলে। ওমর আবদুল্লার সরকার এসব দেখেও চুপচাপ সব হজম করে। কংগ্রেস ওমর সরকারের সমর্থক শরিক। জঙ্গি গোষ্ঠীগুলি এই সুযোগে তাদের শক্তি বৃদ্ধি করে নিচ্ছে।

পাকিস্তানের হিন্দুরা গঙ্গায় অস্থি বিসর্জনের অনুমতি পায় না

পাকিস্তানে বসবাসকারী হিন্দুদের ওপর নানা ধরনের অত্যাচার সংগঠিত হচ্ছে। কিন্তু এতদ্ সত্ত্বেও হিন্দুরা তাদের অস্থি গঙ্গায় বিসর্জনের জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে। হিন্দুর ইচ্ছাই হল তার নশ্বর শরীরের অংশ যেন পবিত্র গঙ্গা নদীতে বিসর্জন দেওয়া যায়। কিন্তু পাকিস্তান সরকার সে দেশে বসবাসকারী হিন্দুদের একাজে অনুমতি দিচ্ছে না। পাকিস্তানের হিন্দুরা সিন্ধু নদীতে তাদের অস্থি বিসর্জন দিতে বাধ্য হচ্ছেন। কিন্তু বহু হিন্দু হরিদ্বারে অস্থি বিসর্জন দিতে আগ্রহী। এজন্য বছরের পর বছর করাচির মহাশ্মশানে অস্থি সংরক্ষণ করে রাখে। পাকিস্তান সরকার যেমন অনুমতি দেয় না, ভারত সরকারও তাদের ভিসা দেয় না। পাকিস্তানে হিন্দুদের সংখ্যা কমতে কমতে পূর্বের সংখ্যার এক চতুর্থাংশে। অমরকোটে ১২ লাখ হিন্দুর বাস। এদের জন্য পাকিস্তানে কেবল ৪টি মহাশ্মশান আছে। এছাড়া লাহোর, করাচি এবং পেশোয়ারেও হিন্দুরা বসবাস করেন। তবে পেশোয়ারে শিখদেরই বাড়বাড়ন্ত। প্রত্যেক হিন্দু নারীকে সালোয়ার কামিজ মুসলিমদের মতো করে পরতে হয়। মাঝে মধ্যেই মুললিম যুবকরা জবরদস্তি শিখ যুবতীদের বিয়ে করে নেয়। পুলিশ প্রশাসন এব্যাপারে নীরব থেকেই তাদের দায়িত্ব পালন করে।

Telegram : librajut
E-mail : cil@ho.champdany.co.in
Web : www.jute-world.com

Phone : 2237-7880 to 85
2225-10/7924/8150
Fax : 291 (33) 2236-3754

Libra Exporters Ltd.

MANUFACTURERS, EXPORTERS, IMPORTERS
&
COMMISSION AGENTS

Works : P. O. Choudwar Dist.-Cuttak
Orissa-754-025 Ph (0671)

G.P.O. Box 2539
25, Princep Street, Kolkata-700072

কালা বিলের বিরুদ্ধে উত্তরবঙ্গে বিবিধ কার্যক্রম

পূর্বনির্ধারিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিশ্ব হিন্দু পরিষদের নামে সংঘ ও বিভিন্ন সংগঠনের সহযোগিতায় গত ১৩ই নভেম্বর ২০১১ থেকে ২৫শে নভেম্বর পর্যন্ত উত্তরবঙ্গে বিভিন্ন জেলাতে শতাধিক স্থানে "প্রিভেনশন অফ কম্যুনাল ও টারগেটেড ভায়োলেন্স বিল ২০১১" এর বিরুদ্ধে নানাবিধ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হল। হ্যান্ডবিল, পুস্তিকা বিতরণ, সাংবাদিক সম্মেলন, পথসভা, স্মারকলিপি, প্রতিবাদ মিছিল, সেমিনার, গ্রাম বৈঠক, কার্যকর্তা বৈঠক, সদ্ভাবনা সম্মেলন ইত্যাদি নানাবিধ কর্মসূচির মাধ্যমে জনজাগরণ করা হয়।

১৩ই নভেম্বর শিলিগুড়ি শহরে জার্নালিস্ট ক্লাবে কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী তথা ন্যাশনেলিস্ট লইয়ার্স ফোরামের পূর্বাঞ্চলের দায়িত্বপ্রাপ্ত সম্পাদক শ্রীজয়দীপ রায় একটি সাংবাদিক সম্মেলনে ঐ কালাবিলের বিভিন্ন দিকের বিষয়টি সবার সামনে তুলে ধরেন। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি জেলা সংঘচালক শ্রীসত্যপদ পাল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ব হিন্দু পরিষদ সম্পাদক শ্রী অসিত কুমার খামারী ও প্রচারক শ্রীরোহিনী প্রসাদ প্রামানিক এবং শ্রী জয়রাম মণ্ডল। টি. ভি চ্যানেল ও প্রায় ৬/৭টি পত্রিকাতে সাংবাদিক সম্মেলনের সমাচার সবিস্তারে ছাপা হয়। কোচবিহার জেলাতে একাধিক পথসভা জেলাশাসককে স্মারক লিপি ও কার্য্যকর্ত্তাদের সম্মেলনে বিষয়টি সম্পর্কে সবার গোচরে আনা হয়। আলিপুরদুয়ার, মাথাভাঙ্গা, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, মালদা, রায়গঞ্জ, বালুরঘাট সহ সমস্ত জেলাকেন্দ্রেই কার্য্যকর্তাদের সম্মেলনে বিষয়টি বিশেষভাবে তুলে ধরা হয়।

বিষয়টি তুলে ধরেন গৌহাটী ক্ষেত্র সংগঠন সম্পাদক শ্রীদীনেশ উপাধ্যায় মহাশয়। মালদহ শহরের টাউনহলে ২০শে নভেম্বর বিলের বিরোধিতায় একটি মনোজ্ঞ সেমিনারে বক্তব্য রাখেন সংঘের পূর্বক্ষেত্র কার্যবাহ শ্রী সত্যনারায়ণ মজুমদার ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও গবেষক ডঃ তুষার কান্তি ঘোষ মহোদয়। প্রায় ২০০ জন নাগরিক শ্রোতা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। সেমিনার আয়োজন করেন উঃবঃ বিদ্যাভারতী।

মালদা শহর, শিলিগুড়ি, কোচবিহারে সদ্ভাবনা সম্মেলনে আগত বিভিন্ন মত পথের বিশিষ্ট সন্ত মহাত্মাগণ তাঁদের আধ্যাত্মিক জগতের কথাবার্তার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুসমাজের নিধনকারী আগত এই কালা বিল ও কানুনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে প্রবল বিরোধিতা করে বক্তব্য রাখেন। প্রায় ২৫ জন সাধু সন্ত সম্মেলনগুলিতে উপস্থিত ছিলেন। শ্রীরোহিনীপ্রসাদ প্রামানিক এই সদভাবনা সম্মেলনগুলিতে তাঁর বক্তব্য সবার সামনে তুলে ধরেন।

গত ২৫শে নভেম্বর শিলিগুড়ি ইসকন মন্দিরের সুদৃশ্য সভাগারে সারাদিন ব্যাপী একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় শ্রীহরিসৎসঙ্গ সমিতির আহবানে। ঐ সভাতে ইসকনের অধ্যক্ষ পূজ্য আনন্দ বর্দ্ধন দাসপ্রভু মহারাজ, শংকর মঠের স্বামী পরমানানন্দ ভারতী, অখিল ভারত জয়গুরু আশ্রমের পরাশর রামানুজ, শ্রীকৃষ্ণ প্রণামী মঠের শ্রীমূর্ত্তি সাগরজী মহারাজ, বৃন্দবনধামের আচার্য্য বদ্রীদাসজী মহারাজ, পঞ্চগৌড়ীয় মঠের ভক্তিনিলয় প্রভু, শিবানন্দ যোগাশ্রমের সহজানন্দ মহারাজ, গোড়ীয় মঠের সুধীরানন্দ মহারাজ, সাঁইদরবারের পূজ্য শ্রীনাথজী মহারাজ ও দিলীপচাঁদ ক্ষেত্রী এবং শ্রী শ্রী রবিশংকরের আর্ট অফ লিভিং থেকে দিলীপ বৈদ্য বিশেষভাবে উপস্থিত থেকে নিজ নিজ বিচার সবার সম্মুখে রাখেন। প্রমুখ চারজন মহাত্মা ঐ কালা কানুনের সার্বিক কঠোর বিরোধিতা ও ধিক্কার জানিয়ে বক্তব্য রাখেন। সংগঠনের পক্ষ থেকে বিলের বিষয়ে সবাইকে অবহিত করেন শ্রীরোহিনী প্রসাদ প্রামানিক। সভাতে সংঘ ও বিশ্বহিন্দু পরিষদের পদাধিকারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সভা সুচারুরূপে পরিচালনা করেন ভাই প্রকাশ ভৌমিক ও কথাকার শ্রীতিলক ভাই। সর্বশেষে ইসকনের অধ্যক্ষমহারাজ তাঁর সার্বিক সহযোগিতার কথা সবসময় দেওয়ার আশ্বাস সবাইকে বিশেষভাবে বলেন। শান্তি মন্ত্র উচ্চারণের মাধ্যমে সদ্ভাবনা সম্মেলন শেষ হয়।

কালা বিলের প্রতিবাদে কলকাতায় সন্তগণের সদ্ভাবনা বৈঠক

গত ২৬শে নভেম্বর কলকাতার কেশব ভবনের প্রার্থনা কক্ষে বিভিন্ন মতপথের পূজ্য সন্তমহাত্মাগণ ২ ঘন্টাব্যাপী একটি সদভাবনা বৈঠকে বসে বিলের বিরোধিতা ও আগামী পথনির্দেশ সবার সামনে তুলে ধরেন। পূজ্য দেবানন্দজী মহারাজ ও পূজ্য বন্ধুগৌরবজী মহারাজ সহ অনেক প্রবুদ্ধ সন্তগণ বিস্তারিতভাবে তাঁদের বিচার রাখেন। সঙ্ঘের মাননীয় কেন্দ্রীয় প্রবীণ প্রচারক শ্রীকৃষ্ণমোতলগ, ক্ষেত্র সঙ্ঘচালক শ্রীরণেন্দ্রলাল বন্দোপাধ্যায় ও সঙ্ঘের প্রচার ও সম্পর্কপ্রমুখ শ্রীরোহিনীপ্রসাদ প্রামানিক বিলের বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। সম্মেলনটি আয়োজন করেন শ্রী মদন সিংহ।

হরিয়ানায় রামচরিত মানস পাঠের প্রতিযোগিতা

হরিয়ানার গুরগাঁও এর সুচেতা মেমোরিয়াল স্কুলে সম্প্রতি গোস্বামী তুলসীদাসের রামচরিত মানস পাঠের এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান করলেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের গুরগাঁও ধর্মপ্রসার সমিতির কার্যকর্ত্তাগণ। এই নান্দনিক ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ১৫টি বিদ্যালয়ের ৫০০ ছাত্রছাত্রী উৎসাহের সঙ্গে বাদ্যযন্ত্র ও সঙ্গীতের সাহায্যে পরম্পরাগত সুরে রামচরিত মানসের বিভিন্ন প্রসঙ্গ এবং দোঁহা পাঠ করে। অনুষ্ঠানে ১২৫ শিক্ষক-শিক্ষিকাসহ বহু বিশিষ্ট গণ্যমাণ্য ব্যাক্তি ছাত্র-ছাত্রীদের মুখে সুন্দর মানস পাঠ শুনে মন্ত্রমুগ্ধ হন।

অনুষ্ঠানে মুখ্য বক্তা ছিলেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কেন্দ্রীয় সম্পাদক শ্রী মোহন যোশী। তিনি বলেন পারিবারিক সৌহার্দ্য এবং সমাজে সুখ ও শান্তি তথা সমগ্র বিশ্বে শান্তি ও প্রগতির পথ দেখাতে পারে রামরাজ্যের আদর্শ। এই জন্য বিদ্যালয় শিক্ষার পাঠ্যক্রমে রামায়ণকে যুক্ত করা উচিত। রামায়ণ এমনই একটি কালজয়ী গ্রন্থ যা সকল ধর্মের মানুষকে সুখী ও সৌহার্দ্যপূর্ণ জীবনযাপনের পথ দেখায়। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ সারা দেশে রামায়ণ প্রতিযোগিতা করে বিভিন্ন ভাষা-ভাষী লক্ষ লক্ষ বিদ্যার্থীর মধ্যে নৈতিকতা ও দেশভক্তির আদর্শ সঞ্চার করে চলেছে। তিনি অনুষ্ঠানে যোগদানকারী বিদ্বজ্জন, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে আগ্রহ করেন যে তাঁরা যেন তাঁদের পরিচিত বিদ্যালয়গুলিতে রামায়ণ পাঠের প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন। অনুষ্ঠানে ভারত স্বাভিমান ট্রাস্টের সভাপতি ত্রিলোকচন্দ শর্মা এবং হরিয়ানা বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ধর্মপ্রসার প্রমুখ শ্রী রাজেন্দ্র সিং ফোগট বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানের সভাপতি তথা বিশ্ব হিন্দু পরিষদের বিভাগ সভাপতি ডাঃ ইন্দ্রজিত সিং প্রতিযোগিতার প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারী বালক বালিকাকে পুরস্কৃত করেন।

বাঁকুড়ায় বজরঙ্গ শৌর্য প্রশিক্ষণ বর্গ

বাঁকুড়ায় খাতড়া ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘে গত ২০-২৪শে অক্টোবর বজরঙ্গ দলের শৌর্য প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এই শিবিরে ১০২ জন শিক্ষার্থী এবং ২৪ জন প্রশিক্ষক অংশগ্রহণ করেন। বর্গের মুখ্য শিক্ষক ছিলেন ধীরেন মাহাতো এবং ব্যবস্থাপ্রমুখ ছিলেন জেলা বজরঙ্গ সংযোজক পুরুষোত্তম মাহাতো।

২০শে অক্টোবর বিকাল ৪টায় সামূহিক শারীরিক ব্যায়াম যোগ প্রদর্শন করে বর্গে যোগদানকারী শিক্ষার্থীরা। খাতড়া ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের অধ্যক্ষ স্বামী নির্মোহানন্দ মহারাজ প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে শিবিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। স্বাগত ভাষণ দেন বাঁকুড়া জেলা বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সম্পাদক শ্রী অনিলবরণ রক্ষিত। তিনি বলেন বর্তমান সামাজিক বিপর্যয়ে যুবকদেরই এগিয়ে আসতে হবে। দেশরক্ষা, দেশ উন্নয়ন ও সুসংস্কারের মাধ্যমে যুবকদের একাজ করতে হবে। এজন্য চাই সুস্বাস্থ্য, সুচিন্তন এবং গভীর প্রত্যয়।

চারদিনের বর্গে সকাল হতে রাত পর্যন্ত চলত নানা শারীরিক ও বৌদ্ধিক বিকাশের কার্যক্রম। বিভিন্ন দিনে বৌদ্ধিক ভাষণ দেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বিশিষ্ট অধিকারী অবনীভূষণ মণ্ডল, জেলা সহ-সভাপতি বলরাম সাঁতরা, জেলা সভাপতি গৌরাঙ্গ মণ্ডল। বর্গের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন প্রাদেশিক সেবা প্রমুখ শ্রী কুশল কুণ্ডু। বর্গে যোগদানকারীরা এসেছিলেন ৯টি প্রখণ্ডের ২৪টি গ্রাম হতে।

পিতামাতাকে অবহেলা করলেই হাজতবাস ও জরিমানা

পিতামাতাকে অবহেলা করলেই তিন মাসের হাজতবাস। বিহারে নীতিশকুমার সরকার এমনই আদেশ জারি করেছে। ৫ হাজার টাকা জরিমানাও দিতে হবে। বৃদ্ধ অবস্থায় পিতামাতার অসহায়তার সময় সন্তান-সন্ততিরা এমন আকছার ঘটনা ঘটাচ্ছে যা সভ্য সমাজে অচল। বিহার সরকার বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের স্বার্থ রক্ষায় এমন আইন চালু করার উদ্যোগ নিয়েছে, যাতে পিতামাতার সম্পত্তি দখলের জন্য বা অন্য কোনও কারণে তাদের ওপর চাপ সৃষ্টি বা অবহেলা করা বন্ধ হয়। দত্তক নেওয়া সন্তানকেও বৃদ্ধ-বৃদ্ধার চিকিৎসা ও ভরণপোষণের দায়িত্ব নিতে হবে। বিহার সরকার রাজ্যের প্রতিটি জেলায় বৃদ্ধাবাস নির্মাণ করছে, সেখানে ১৫০ জনের থাকার ব্যবস্থা থাকছে। দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী বা নিঃসন্তান বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা এখানে ঠাঁই পাবেন।

ইদজ্জুহার গো-হত্যা বিষয়ে উচ্চ ন্যায়ালয়ের রায়

শ্রীজিয়াউল ইসলাম

..........বাদীপক্ষের প্রতি

আমরা সংশ্লিষ্ট সকল বাদীপক্ষের প্রাজ্ঞ কৌঁসিলিদের, বিবাদী পক্ষের এবং রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে প্রাজ্ঞ অ্যাডভোকেট জেনারেলের বক্তব্য সবিস্তারে শুনেছি।

সংশ্লিষ্ট বাদীপক্ষগুলির এবং প্রাজ্ঞ অ্যাডভোকেট জেনারেলের বক্তব্য শুনে এই কোর্ট ১৩ই অক্টোবর, ২০১১ তে একটি অন্তবর্তীকালীন রায় দিয়েছে।

এই বিচারালয় ও দেশের সর্বোচ্চ বিচারালয়ের পূর্ববর্তী যাবতীয় রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে এই বিচারালয় নির্দেশ দিচ্ছে যে রাজ্য অবশ্যই ১৯৫০ সালের পশু জবাই নিয়ন্ত্রণ আইন কোনওভাবে ভঙ্গ হচ্ছে কিনা, তা সর্বতোভাবে দেখবে। আমরাও রায়টিকে পুনর্বিবৃত ও দৃঢ়প্রত্যয়িত করছি।

বাদবিবাদের সময় অতিরিক্ত জেলাশাসক, ডি. এল এবং এল. আর. ও দক্ষিণ-২৪ পরগণার কক্ষে যে সমন্বয় বৈঠক চলেছিল তার ধারাবিবরণীর প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। কৌঁসিলিগণ দেখান যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পশু জবাই নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৫০-এ যে সকল পশু অনুসূচীত রয়েছে তাদেরকেও কুরবানির জন্য আনা হচ্ছে যা এই আইন বিরোধী এবং বিচারালয়েরও পূর্ববর্তী রায়ের বিরোধী। এই সমন্বয় বৈঠকে অতিরিক্ত জেলাশাসক আগামী ৭ই নভেম্বর ইদুজ্জুহা উপলক্ষ্যে অরফানগঞ্জ বাজারে গবাদি পশু বিক্রয় ও নিয়ে আসার ব্যাপারে সহযোগিতা করতে চেয়েছেন। প্রথমেই বলা উচিত, যে অতিরিক্ত জেলা শাসকের এরূপ কোনও ক্ষমতা নেই। এ ধরণের ক্রিয়াকলাপ হাইকোর্ট, সুপ্রিম কোর্ট ও দেশের আইন বিরোধী এবং সেজন্য কোর্ট এসব না করতে নির্দেশ দেয়।

অ্যাডভোকেট জেনারেল, সরকারপক্ষীয় মধ্যস্থতাকারী ও শ্রীকল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই মতের সমর্থন করেন।

আমরা সেজন্য রাজ্য সরকারকে তার মুখ্য সম্পাদকের মাধ্যমে এই নির্দেশ দিই যেন পশু হত্যার জন্য পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের কোনও বাজার এভাবে ব্যবহৃত না হয় এবং সকল রাজ্য সরকারী ও স্থানীয় সংস্থাগুলি এই রায়ের যথাবিহিত প্রয়োগের জন্য সচেষ্ট হন।

আমাদের মনে হয়, এতেই আদালতের কাছে আবেদনকারীদের উদ্দেশ্য সুরক্ষিত হবে। তাহলে এই আবেদনটির আর কিছু ঝুলে রইল না।

আমরা পরিষ্কার জানিয়ে দেই যে এছাড়া এ বিষয়ে অন্য কোনও আদেশনামা নেই।

এই রায়ের প্রতিলিপি (আদালতের সহ রেজিস্ট্রার কর্তৃক স্বাক্ষরিত) সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের হাতে দেওয়া হল যাতে স্থানীয় কর্তৃপক্ষগুলি যথাযথভাবে কাজ করতে পারে।

প্রধান বিচারপতি জে. এন. প্যাটেল

বিচারপতি অসীম কুমার রায়

গুজরাটে গো-হত্যায় ৭ বছর কারাদণ্ড

গুজরাটে বেআইনীভাবে গো-নিধনে জেল ও জরিমানা দুই-ই হতে পারে। সম্প্রতি গুজরাট বিধানসভায় গুজরাট অ্যানিম্যাল প্রিজারভেশন (অ্যামেণ্ডমেন্ট) বিল সর্বসম্মতিক্রমে পাশ করা হয়েছে। এই আইনের ফলে আগাম অনুমতি ব্যতীত গুরু ও মহিষ কোনও কিছুই স্থানান্তর করা যাবে না। গরু স্থানান্তরে আগাম অনুমতি গ্রহণ আবশ্যিক করা হয়েছে। স্থানান্তরের অনুমতি দেওয়া হবে কেবল কৃষি কাজে ব্যবহারের জন্যই। বেআইনী স্থানান্তর সাব্যস্ত হলে গরু বাজেয়াপ্ত হবে এবং গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তির ৭ বছর কারাদণ্ড এবং ৫০ হাজার টাকা জরিমানা হতে পারে। ভোটের দিকে তাকিয়ে বিরোধী কংগ্রেস দলও এর সমর্থনে সম্মতি জানায়।

গোমাতার সকল ভক্তের প্রতি গোরক্ষার জন্য আবেদন

আপনারা সকলে জানেন যে কলকাতা সহ পশ্চিমবঙ্গে বকরীদের জন্য বড় সংখ্যায় গোহত্যা হয়। আমরা ক্রমাগত আন্দোলন করে গোহত্যা বন্ধ করার চেষ্টা করছি। গত ১৩ই অক্টোবর হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ ও ০২/১১/২০১১ তারিখে মাননীয় প্রধান বিচারপতি রায়দান করে গোরু কেনাবেচার বাজার বসানো বা গোহত্যা করা নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেছেন। হাইকোর্টের আদেশ পাশে দেখুন। এ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে জানানো হয়েছে। কিন্তু সরকার একমাত্র তখনই কিছু করবে যখন আমরা সকলে সচেতন হব। সিঙ্গুর মামলা সংক্রান্ত হাইকোর্টের রায় পালনের ব্যাপারে দ্রুত তৎপর মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী এই রায়কে কেন গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করছেন না? এ কি দ্বিচারিতা নয়?

গোহত্যা রোধ করার জন্য আমাদের সবাইকে সব রকম প্রচেষ্টা চালাতে হবে। এখন সকল গো-ভক্তের কর্তব্য হল যেখানেই গোরু নিয়ে যাওয়া বা এক জায়গায় একত্র করতে দেখা যাবে সেখানেই স্থানীয় থানাতে এ বিষয়ে জানানো। পুলিশের কাছে রায়ের যাবতীয় তথ্যাদি পৌঁছে গেছে। ওনারা গোরু ধরার ব্যাপারে আপনাদের সাহায্য করবেন ও গোরুগুলিকে গোশালায় পাঠানোর ব্যবস্থা করবেন, তাঁদের উপর এমনই নির্দেশ আছে। পুলিশ যদি আপনাদের সাহায্য না করে, তবে ওখানেই এফ. আই. আর করে এফ. আই. আর-এর কপি 'বঙ্গীয় আর্য প্রতিনিধি সভা', ৪২, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলি-৬ তে পাঠান। হাইকোর্টের রায়ের কপি আপনি 'আর্য প্রতিনিধি সভা' থেকে অথবা 'মনীষিকা', ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ থেকে পেতে পারেন।

আপনাদের সকলের কাছে প্রার্থনা এই যে গোমাতার জন্য কিছু করার এই হল সুযোগ। আপনারা পুরো শক্তিতে আসুন। মুসলমান ভাইদের কাছেও নিবেদন এই যে গোরু আপনাদের কাছেও অতটাই প্রয়োজনীয়, যতটা অন্যদের কাছে। আপনারাও গোরক্ষা করতে এগিয়ে আসুন। সৌহার্দ্য বজায় রাখা সকল সম্প্রদায়েরই কর্তব্য। হিন্দু-মুসলমান এক হয়ে গো-রক্ষা হেতু কাজ করবেন এমনটাই আশা রইল।

শ্রীহরি সৎসঙ্গ সমিতি কথাকার যোজনার ব্যাস প্রশিক্ষণ সমাপন অনুষ্ঠান

শ্রীহরি সৎসঙ্গ সমিতি (একল অভিযান) কথাকার যোজনার বাংলা তথা ভারতের অন্যতম ধাম নবদ্বীপ মুখ্য কেন্দ্রের ৬ মাস ব্যাপি বর্গের সমাপন কার্যক্রম ১৪ই অক্টোবর অনুষ্ঠিত হয় স্থানীয় শ্যামবিনোদিনী কুঞ্জ আশ্রমে। সংস্কার ভারতীর বরিষ্ঠ কলাকার শ্রীমতি বাসন্তি চট্টোপাধ্যায় দীপ প্রজ্জ্বলন করে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। পরে শিক্ষার্থী কথাকারগণ সামূহিক মঙ্গলাচারণ, ভজন-কীর্তন ও দীর্ঘকালীন বর্গের এবং আজীবন কথাকার কার্যকর্তা রূপে থাকার সংকল্প করেন। শিক্ষার্থীদের প্রেরণা ও মার্গ দর্শন দেওয়ার জন্য প্রথমে হৃদয়স্পর্শী প্রবচন রাখেন কেন্দ্রীয় ধর্মাচার্য মণ্ডলীর সদস্য শ্রীমৎ স্বামী পরাশর রামানুজ মহারাজ। দেশের বর্তমান পরিস্থিতি এবং আমাদের কর্তব্য বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। সঙ্ঘের বরিষ্ঠ কার্যকর্তা শ্রী বৃন্দাবনধর গোস্বামী ডাক্তারজী এবং গুরুজীর জীবন আদর্শ তথা সমাজ নির্মাণে সঙ্ঘের ভূমিকা ব্যক্ত করেন। কেন্দ্রের সভাপতি শ্রী পরেশ কুন্ডু মহাশয় সমাপন শব্দের সুন্দর ব্যাখ্যা করেন তথা দীর্ঘকালীন কাজ করার জন্য ব্যক্তিগত জীবন কেমন হওয়া উচিত বুঝিয়ে দেন। অরুণ চক্রবর্তী, নবীন চক্রবর্তী, শ্রীমৎ ব্রজগোপাল গোস্বামী, নৃসিংহ চক্রবর্তী প্রমুখ বিশিষ্ট বিদ্বজ্জন আপন আপন প্রবচন রাখেন। বিশেষ উল্লেখ্য শ্রীহরি সৎসঙ্গ সমিতি কথাকার যোজনা বিশ্ব হিন্দু পরিষদের একটি স্বাবলম্বী আয়াম, যার লক্ষ্য অনুন্নত গ্রাম যেখানে মঠ, মন্দির নেই; সন্ত, মহাত্মা, ধর্মপ্রচারকরা পৌঁছাতে পারেন না এবং যেখানে তমসাচ্ছন্ন কুসংস্কার, ধর্মান্তরণ হয় এমন স্পর্শকাতর এলাকা থেকে ভাই বোনেদের চয়ন করে দীর্ঘ ৯ মাস ব্যাপী গুরুকুল প্রথায় ভাগবতীয় প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, আপন আপন ভাষাতে। প্রশিক্ষনান্তে ব্যাসাসনে বসে প্রবচন করার স্বীকৃতিপত্র দেওয়ার পরে পূর্ণকালীন কথাকার কার্যকর্তারূপে নিযুক্তি করে সৎসঙ্গ, পরিবার মঙ্গল, গ্রাম মঙ্গলের দায়িত্ব দেওয়া হয়। বর্গে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি সহ ১৯ জন শিক্ষার্থী এবং ৬ জন প্রবন্ধক ছিলেন। পঞ্চানন গোস্বামী, কার্তিক পাল, যতীন্দ্রনাথ মাহাতো, সুকমায়া সুব্বা, হৃষিকেশ পাঠকের অক্লান্ত পরিশ্রমে বর্গ সম্পন্ন হয়। অনুষ্ঠানে সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন কেন্দ্রের কোষাধ্যক্ষ সুকোমল রায়।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, দক্ষিণবঙ্গের আগামী কার্যক্রম

১। মাননীয় বিনায়কজীর কার্য্যক্রমের অনুবর্ত্তি প্রয়াস

(ক) আগামী ডিসেম্বর ২০১১, যে সমস্ত প্রখন্ড সমিতি এখনও হয়নি বা অসম্পূর্ণ আছে তা গঠন করতে হবে। এক একজন জেলা পদাধিকারী একটিমাত্র প্রখন্ড সমিতি করার দায়িত্ব নিতে হবে। প্রখন্ড সমিতি ৭ জনের হবে—সভাপতি/সহ-সভাপতি/সম্পাদক/কোষাধ্যক্ষ/বজরঙ্গ সংযোজক/মাতৃশক্তি/সৎসঙ্গ প্রমুখ।

(খ) আগামী বছর ২০১২ থেকে খন্ড সমিতি, শহরে ওয়ার্ড সমিতি ও গ্রামে গ্রাম সমিতি করার পরিকল্পনা করতে হবে। প্রতি মাসে প্রখন্ড বৈঠকে সমিতির সংখ্যা (বৃদ্ধির) নিতে হবে। খন্ড সমিতি ও ওয়ার্ড সমিতি ৭ জনের এবং গ্রাম সমিতি ৫ জনের হবে।

গ্রামসমিতির পদাধিকারী—সভাপতি/সহ-সভাপতি/ সম্পাদক/বজরঙ্গ সংযোজক/মাতৃশক্তি সংযোজিকা।

(গ) সমিতি গঠন করার সময় বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে—যেখানে হাইস্কুল আছে সেখানে সমিতি। যে গ্রামে হাট বসে সেখানে সমিতি। যে গ্রামে বড় মন্দির আছে বা মেলা বসে সেখানে সমিতি।

(ঘ) সমস্ত পদাধিকারীদের প্রশিক্ষণ নিতে হবে।

সমিতি যুক্তস্থানে—সংগঠন, সেবা, সংস্কার, সুরক্ষা এই চারটি বিষয়ে সব সময় দৃষ্টি দিতে হবে। খোঁজ খবর নিতে হবে।

২। আগামী ২৪শে ডিসেম্বর ২০১১ থেকে ১লা জানুয়ারী ২০১২ সকাল পর্যন্ত প্রান্তীয় বজরঙ্গ দল শৌর্য প্রশিক্ষণ বর্গ। স্থান—আমতা, হাওড়া জেলা।

৩। ৩১শে ডিসেম্বর শনিবার দুপুর থেকে ১লা জানুয়ারী রবিবার দুপুর পর্যন্ত প্রান্তীয় বৈঠক। স্থান—আমতা, হাওড়া জেলা।

৪। নুতন বিস্তারকবর্গ বজরঙ্গ দলের বর্গের সঙ্গে হবে (২৪শে ডিসেম্বর থেকে ১লা জানুয়ারী)

৫। আগামী ১৫ই জানুয়ারী ২০১২ মকর সংক্রান্তি থেকে ফেব্রুয়ারি মাস-প্রখন্ড অনুসারে ধর্মরক্ষানিধি সংগ্রহের কার্যক্রম করতে হবে।

৬। পরিষদ্ শিক্ষা বর্গের কার্যকর্ত্তা চয়ন এখন থেকেই করতে হবে। এবারের বর্গ ১০ দিনের হবে।

৭। কলকাতা পুস্তক মেলায় এবার বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ‘স্টল’ থাকছে। উদ্বোধন ২৬শে জানুয়ারী ২০১২।

৮। গঙ্গাসাগর মেলার জন্য জেলা অনুসারে পরিচয় পত্র দিয়ে পাঠাতে হবে। টেলিফোন মারফত আগে থেকে যোগাযোগ করে নিতে হবে। প্রয়োজনের তুলনায় রাত্রিবাসের ব্যবস্থা কম থাকে।

৯। প্রান্তীয় সৎসঙ্গ বর্গ ২১-২২শে জানুয়ারী ২০১২। স্থান—বাদামীদেবী শিশু কল্যাণ কেন্দ্র। মল্লিকফটক, হাওড়া।

সংকোশ চা বাগানে ৭ দিন ব্যাপী শ্রীমদ্ভাগবৎ পাঠ, গণ বিবাহ, পরাবর্তন অনুষ্ঠান

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের আলিপুরদুয়ারের কুমারগ্রাম প্রখণ্ড সমিতির উদ্যোগে গত ১৩ই নভেম্বর হতে ২০শে নভেম্বর সংকোশ চা বাগানের সন্নিকট রাধাকৃষ্ণ মন্দিরে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠের এক আধ্যাত্মিক ভব্য অনুষ্ঠান হয়। ভাগবৎ পাঠ করেন আচার্য ধ্রুবরাজ শাস্ত্রী ও আচার্য চক্রপ্রসাদ শাস্ত্রী। প্রতিদিন হাজার হাজার শ্রদ্ধালু মানুষ ভাগবদ্পাঠ শোনার জন্য জড়ো হতেন। ২০শে নভেম্বর ঐ মন্দির প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয় গণবিবাহ। ১৯ জোড়া দরিদ্র যুবক যুবতীকে সামাজিক মর্যাদায় ও পরম্পরাগত হিন্দু বিবাহের রীতি অনুযায়ী বিবাহ দেওয়া হয়। এদের মধ্যে ছিলেন দু জোড়া যুবক-যুবতী যারা ক্যাথলিক খ্রিস্টান সম্প্রদায়ভুক্ত। ঐ দিন তাঁরা স্বেচ্ছায় হিন্দু ধর্মে ফিরে এলেন। পরিষদের কর্মী নারায়ণ নাগ, লক্ষ্মণ গোঁড়, দীপক চিটিয়ার, দয়মন্তি মিঞ্চ, ফুলমইত গোয়ালা, লক্ষ্মী চিক ববাইক এবং স্থানীয় উৎসাহী বিশিষ্টজনেরা মানুষের কাছে গিয়ে অর্থ সংগ্রহ করে এই বিপুল আয়োজন করেন বলে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের জেলা সম্পাদক প্রদীপ থাপা বলেন এই অনুষ্ঠানে উত্তরবঙ্গ প্রান্তের সহ-সভাপতি মাননীয় আর. বি. রাই, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের জেলা বৌদ্ধিক প্রমুখ শ্রী রতন তরফদার উপস্থিত ছিলেন।

দুর্গাবাহিনী প্রশিক্ষণ শিবির

গত ১৯শে অক্টোবর হতে ২২শে অক্টোবর দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার কাশীনগর অঞ্চলের কৃষ্ণচন্দ্রপুর হাইস্কুলে সুন্দরবন জেলার দুর্গাবাহিনী প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এই শিবিরে ৮টি প্রখণ্ডের ৪২টি গ্রাম হতে ১০৮ জন মহিলা অংশগ্রহণ করেন। বিশ্বহিন্দু পরিষদের আজীবন সদস্যা প্রীতিকনা দাস কর্তৃক প্রদীপ প্রজ্জ্বলন এবং ক্ষেত্রীয় দুর্গাবাহিনী সংযোজিকা প্রজ্ঞা মহালদা কর্ত্তৃক ভগবান শ্রীরামচন্দ্র ও ভারতমাতার প্রতিকৃতিতে মাল্যার্পণের মাধ্যমে শিবিরের উদ্বোধন হয়। পূর্ব মেদিনীপুরের দ্বারিবেড়িয়া আদর্শ শিক্ষা সদনের শিক্ষক শ্রী গৌতম হালদার জাতি গঠনে নারী শক্তির গুরুত্ব এবং ক্ষেত্রীয় দুর্গাবাহিনী সংযোজিকা প্রজ্ঞা মহালদা পরিবার ও সমাজে নারীদের ভূমিকা কেমন হওয়া উচিত সে সম্পর্কে মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। সুন্দরবন জেলার মাতৃশক্তি সংযোজিকা শ্রীমতী আরতি দাস এবং ঐ জেলার দুর্গাবাহিনীর সংযোজিকা শ্রীমতী অনিতা দাস এবং দাড়িয়া খণ্ডের সংযোজিকা শ্রীমতী বিশাখা মণ্ডল দক্ষতার সঙ্গে শিবির পরিচালনা করেন। শিবিরাধিকারী ছিলেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সুন্দরবন জেলার সম্পাদক শ্রী নিখিল প্রধান। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সুন্দরবন জেলা সভাপতি শ্রী রবীন্দ্রনাথ হালদার, এবং সহ-কোষাধ্যক্ষ শ্রী সুশান্ত অধিকারী এবং সদস্যা শ্রীমতী সোনালী দাস, বিশ্ব হিন্দু বার্তার পরিচালক শ্রী আশিস জানা প্রমুখ বিশিষ্ট জন শিবিরে এসে শিক্ষার্থীদের পথ নির্দেশ দেন।

২৫শে অক্টোবর বর্গের সমাপ্তির দিন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের সংগঠন সম্পাদক ডা. শচীন্দ্রনাথ সিংহ বলেন উগ্রপন্থী জেহাদী আক্রমণ এবং মাওবাদী আক্রমণে দেশবাসীকে সুরক্ষা দেওয়া বজরঙ্গ দলের সদস্যদের মুখ্য কাজ। মাওবাদ ও জেহাদী তত্ত্ব দেশকে এক গভীর খাদের কিনারার দিকে নিয়ে যাচ্ছে। বজরঙ্গ কর্মীদের জেহাদী তত্ত্ব ও মাওবাদ সম্পর্কে দেশবাসীকে সতর্কিত করা কর্ত্তব্য এবং ঐ দেশ বিরোধী ধ্বংসাত্মক শক্তির মোকাবিলা করার জন্য নিজেদের সর্বপ্রকার প্রস্তুত হতে হবে।

উত্তরবঙ্গ প্রান্তীয় বৈঠক

২২ ও ২৩শে অক্টোবর শিলিগুড়ি মাড়োয়ারী পঞ্চায়েত ভবনে অনুষ্ঠিত হয় বিশ্ব হিন্দু পরিষদের প্রাদেশিক বৈঠক। বৈঠকের প্রারম্ভে সিকিম, দার্জিলিং এ ভূমিকম্পে নিহত এবং দার্জিলিং বিজন বাড়িতে ঝোলা ব্রিজ ভেঙে নিহতদের স্মরণ ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। কেন্দ্রীয় সহ সম্পাদক ডা. বসন্ত রথ বৈঠকে আগত প্রতিনিধিদের স্বাগত জানিয়ে বলেন হিন্দুদের উপর নানারকম অত্যাচার আসছে। হিন্দু সমাজকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্র চলছে। সাম্প্রদায়িক হিংসা বিরোধী বিল এনে সরকার আসলে হিন্দু সমাজকে ধ্বংস করতে এবং মুসলিম ও খৃষ্টানদের তোষণ করতে উদ্যত। কারণ এতে সরকারের ভোট ব্যাঙ্ক অটুট থাকবে এবং দেশ শাসনের পথ সুগম হবে। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ হিন্দু সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করে রাখার সংকল্প নিয়েছে। এই কাজে সকলকে বেশি সময় দিয়ে এগিয়ে আসতে হবে।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ক্ষেত্রীয় প্রচারক অদ্বৈতচরণ দত্ত বলেন, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কাছে দেশবাসীর আকাঙ্ক্ষা অনেক। একদিকে হিন্দুদের ঐক্যবদ্ধ করে শক্তিশালী জাতি গঠনের এবং অন্যদিকে আর্ত-পীড়িত, লাঞ্ছিতদের সেবা ও সুরক্ষা এবং দরিদ্র অবহেলিতদের শিক্ষা-সংস্কার ও উন্নয়ন করার কাজ। এই বহুমুখী মহান কাজের জন্য বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সংগঠনকে মজবুত করা প্রয়োজন। তিনি আশা ব্যক্ত করেন যে নতুন প্রাদেশিক সমিতি বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কাজকে প্রভাবী করে তুলবেন।

বৈঠকে আগামী ৩ বছরের জন্য নতুন প্রাদেশিক সমিতি গঠিত হয়। সভাপতি শ্রীওম প্রকাশ আগরওয়াল, সম্পাদক শ্রী অসিত খামারী, কোষাধ্যক্ষ শ্রী বিপিন সিংহল, কার্যালয় সম্পাদক শ্রী অসিত ভট্টাচার্য সহ আয়াম প্রমুখ, উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্যদের দিয়ে ২১ জনের একটি সমিতি ঘোষিত হয়।

সুন্দরবন জেলায় মাতৃমণ্ডলী ও দুর্গাবাহিনীর প্রশিক্ষণ বর্গ

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উদ্যোগে শিলিগুড়িতে হোমিও চিকিৎসা কেন্দ্র

Regd. No. 30136/77

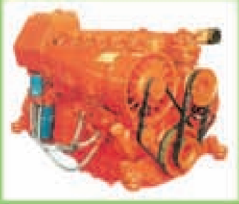

With Best Compliments From :

South Calcutta Diesels Pvt. Ltd.

225D, A. J. C. BOSE ROAD.
KOLKATA - 700 020

Phone : 033-2287-9813
2302-5250
2302-5253
2302-5254

Fax : 033-2281-2509
033-2287-6329

e-mail : peivik@vsnl.net
scdtodi@scdtodi.com

AUTHORISED DEALERS OF

- BOSCH LIMITED
- Bosch - Germany (Robert Bosch GMBH)
- Navantia, S.A. - Spain (Formerly IZAR)
- Deutz AG, Germany
- Lombardini S.r.l. - Italy
- VM Motori SPA - Italy

BOSCH MICO LOMBARDINI DEUTZ VM MOTORI

VISHVA HINDU VARTA ● 15th December, 2011 ● Price : Rs. 7.00 only ● 2555-3588/4231
সম্পাদক ঃ শ্রী সত্যরঞ্জন গিরি কর্তৃক ৩৩, ভূপেন বোস এভিনিউ, কলকাতা-৪ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত